সুখমণী।

শিখ গ্রন্থ-সাহেবের অন্তর্গত পঞ্চম শিখগুরু
অর্জ্জুনদাস কৃত অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ।

শিখ-গ্রন্থ জপজী প্রকাশক,

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, বি, এল,

বিদ্যাবিনোদ ভারতী কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত!

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৯২৭ খৃঃ অঃ।

মূল্য ৸৹

গুরুপ্রণাম।

রাগিণী গৌরী।

গুরুদেব মাতা, গুরুদেব পিতা, গুরুদেব স্বামী পরমেশ্বুরা।
গুরুদেব সখা, অজ্ঞান ভংজন, গুরুদেব বংধিপ সহোদরা।
গুরুদেব দাতা, হরিনাম উপদেশৈ, গুরুদেব মংত নিরোধরা।
গুরুদেব শান্তি, সতিবুদ্ধি মূরতি, গুরুদেব পারশ পরশপরা।
গুরুদেব তীরথ, অমৃত সরোবর, জ্ঞানমজ্জন অপরংপরা।
গুরুদেব করতা, সভ পাপ হরতা, গুরুদেব পতিত পবিতকরা।
গুরুদেব আদি, যুগাদি যুগ যুগ, গুরুদেব মংতহরি জপ উধারা।
গুরুদেব সঙ্গতি, প্রভু মেলি কর কিরপা, হম মূঢ় পাপী,
যিত লগি তরা।
গুরুদেব সতিগুরু, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, গুরুদেব হরি নমসকরা॥

গুরুদেব মাতা, গুরুদেব পিতা, গুরুদেব স্বামী, গুরুদেব
পরমেশ্বর।
গুরুদেব সখা, অজ্ঞান দূর করেন, গুরুদেব বন্ধু এবং
সহোদর ভ্রাতা।
গুরুদেব দাতা, হরিনাম উপদেশ করেন;
গুরুদেব জন্ম মরণ নিবারক মন্ত্র প্রদান করেন।
গুরুদেব শান্তি ও সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন;
গুরুদেবের মূর্ত্তি স্পর্শ, স্পর্শমণি স্পর্শের সমান।

গুরুদেব তীর্থ, অমৃত সরোবর ;

গুরুদেবের জ্ঞান সরোবরে স্নান, বহুতীর্থ স্নানের সমান।

গুরুদেব কর্ত্তা, সকল পাপ হরণ করেন,

গুরুদেব পতিতকে পবিত্র করেন।

গুরুদেব আদি, যুগসৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন ;

গুরুদেব যুগে যুগে হরিমন্ত্র জপ করাইয়া জীবের উদ্ধার করে।।

গুরুদেবের সঙ্গ লাভ হইয়াছে ; প্রভু কৃপা কর ;

আমি মূঢ় পাপী, যেন তরিয়া যাইতে পারি।

পরমারাধ্য

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়

শ্রীশ্রীগুরু দেব !

আপনার শ্রীকর কমলে

এই ভক্তি-গ্রন্থ,—যাহাতে নাম মাহাত্ম্য,

সাধু মাহাত্ম্য এবং গুরু মাহাত্ম্য

বর্ণিত আছে

এবং

যাহা আপনি নিত্য পাঠ করিতেন,

ভক্তি সহকারে,

আপনার শ্রীকরকমলে

অর্পণ করিলাম।

শিখ ভক্তি-গ্রন্থ সুখমণী।

৪৫৮ বৎসর গত হইল, নানক এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত ছিল। নূতন কোন একটী ধর্ম্ম সংস্থাপন তিনি করেন নাই। তাঁহার উপদিষ্ট সাধন হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত একটী পন্থা মাত্র। সেই কারণে তাঁহার পন্থানুবর্ত্তী লোকদিগকে নানক-পন্থী বলে। বেদ উপনিষদের ধর্ম্ম, সরলভাবে ভক্তি মিশ্রিত করিয়া তিনি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শিখ সন্ন্যাসীগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, বড় আখাড়া ও ছোট আখাড়া—বৈরাগী ও উদাসী। একদল নানক-শিষ্য অঙ্গদের ও অপর দল নানক পুত্র শ্রীচাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মঠ ভারতের সকল হিন্দু-তীর্থস্থানে স্থাপিত। কুম্ভ মেলার সাধু সমাগমে ইহাদের বিশিষ্ট সম্মান হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিত শিখদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া হিন্দু হইতে পৃথক করিতে চাহেন। কিন্তু হিন্দুরা যেমন তেত্রিশ কোটী দেবতা মানিয়াও প্রকৃত একেশ্বর বাদী, শিখেরাও সেইরূপই একেশ্বরবাদী। শিখ গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় শিখ গুরুদিগের মতে সেই এক অখণ্ড দেবতার ভিতর সমস্ত দেব দেবী রহিয়াছেন, যেমন উপনিষদ্ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রে বিবৃত আছে। শিখগণ সেই

অখণ্ড দেবতাকে কখনও রাম, কখনও হরি, কখনও কান (কানাই) কখনও মহেশ এবং কখনও পার্ব্বতী মাই (মাতা) বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন। যেমন মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব পন্থা, সেইরূপ নানকও সাধনের একটী পন্থা দেখাইয়াছেন মাত্র।

ধর্ম্মজীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করিলে, সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া যায়। সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, নানকের নিকট হিন্দু মুসলমান উভয়ই সমান ছিল। তিনি এরূপ উদার ধর্ম্মজীবন দেখাইয়া ছিলেন যে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিত। তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাবের ২টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রাহ দোবৈ খসম একো জাহু।

হিন্দু এবং মুসলমানের দুই পৃথক পথ ; কিন্তু প্রভু এক।

ছিয় ঘর, ছিয় গুরু, ছিয় উপদেশ।

গুরু গুরু এক, বেশ অনেক।

ছয় দর্শনের ছয় সম্প্রদায়, ছয় গুরু, ছয় প্রকার উপদেশ। কিন্তু গুরুর গুরু এক, তাঁহার বেশ অনেক।

নানকের জীবন ও ধর্ম্মমত বিস্তৃত ভাবে জপজী গ্রন্থে বিবৃত আছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ সুখমণী ও জপজী গ্রন্থ পাঠ করিলে নানক প্রচারিত সকল কথাই বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শিখদিগের ক্রমান্বয়ে দশজন গুরু ছিলেন—১। নানক, ২। অঙ্গদ, ৩। অমরদাস, ৪। রামদাস, ৫। অর্জ্জুনদাস, ৬। হর গোবিন্দ, ৭। হরি রায়, ৮। হরেকৃষ্ণ, ৯। তেগ বাহাদুর এবং

১০। গোবিন্দ সিং। নানকের উপদেশ ও প্রার্থনা, সমস্তই সঙ্গীতে সম্বদ্ধ। অপর গুরুদিগের কথাও সেইরূপ সঙ্গীতময়। নানক হইতে রামদাসের সময় পর্য্যন্ত এই সকল সঙ্গীত লিখিত হইত না মুখে মুখেই গীত হইত। অর্জ্জুন দাসই প্রথমে সেই সকলকে গ্রন্থাকারে সম্বদ্ধ করেন। তিনি নানকের লিখিত গীত মহলা ১ নামে এবং ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ গুরুর এবং নিজের উপদেশ পরস্পর মহলা ২, মহলা ৩, মহলা ৪ এবং মহলা ৫ নামে অভিহিত করেন। তৎপর হইতে প্রত্যেক গুরুর উপদেশ গ্রন্থসাহেবে তাঁহার মহলা সংখ্যা যুক্ত হইয়া সম্বদ্ধ আছে। ১০ম গুরুর পর আর কোন গুরু নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। তখন হইতে শিখগণ এই গ্রন্থ সাহেবকেই গুরুরূপে মানিয়া পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিদিন গ্রন্থ সাহেব পাঠ এবং ফুল ও ধুপ ধুনা দিয়া তাঁহার পূজা করা শিখদিগের একটী বিশেষ দৈনিক কার্য্য।

অর্জ্জুনদাস একজন অতি ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সুখমণী নামক গ্রন্থ তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মজীবনের পরিচয় প্রদান করে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে হৃদয় বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়।

সুখমণী শব্দের কএক প্রকার অর্থ, যথা—

১। সুখমণী অর্থাৎ যাহা পাঠ করিলে সুষুম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে মন অবস্থান করে। ২। প্রকৃত সুখান্বেষী ব্যক্তি যাহা পাঠ করিলে তাহা লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখময় সংসারে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিরূপে লাভ করিতে পারে? উত্তর হইল "সিমরউ, সিমর সিমর সুখ পাবউ"—স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে। ৩। যেমন দরিদ্র ব্যক্তি মূল্যবান

মনি পাইলে অতুল আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু পুরুষ ইহা পাঠ করিলে আনন্দ ও শান্তি পাইয়া থাকেন। ৪। যেমন স্পর্শ মনি সংযোগে অপর বস্তু স্বর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ সুখমণী পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়।

সুখমণী গ্রন্থের পদাবলী সুরলয় যোগে গান করা যায়। গৌরী রাগিণীতে শিখেরা ইহা গান করেন। ইহা গুরুমুখী ভাষায় রচিত। গুরু মুখী ভাষা প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কিছুদিন পাঠ করিলে অতি সহজ হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার সহিত এই ভাষায় অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা অতি শ্রুতি মধুর। পাঠকগণ অন্যান্য শ্লোকের ন্যায় ইহাও সুর করিয়া পাঠ করিলে আনন্দ পাইবেন। ইহা একখানি অতি উপাদেয় ভক্তি গ্রন্থ।

আমার গুরুদেবের কৃপায় সুখমণী প্রকাশের ইচ্ছা ও উপায় আপনা হইতে আসিয়াছিল। যখন আমি এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতাম, তাঁহার কৃপায় ইহাতে তন্ময় হইয়া যাইতাম। প্রত্যেক কথা যেন আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিত এবং আমি যেন এক আশ্চর্য্য ভক্তি রাজ্যে বিচরণ করিতাম। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হইতেছে। অনেকেই ইহা পাঠ করিয়া আমাকে এই গ্রন্থের প্রশংসা সূচক পত্র দিয়াছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইহা পাঠ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক "বিদ্যাভূষণ ভারতী" উপাধি প্রদান করেন। ইহাতে আমার কোন গৌরব নহে, এই ভক্তি গ্রন্থেরই গৌরব।

নানকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৎ প্রকাশিত জপজী গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছি। সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন!

সুখমণীর ভাব সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ভাবানুগত। ইহা নিত্যপাঠ্য। ইহা পাঠ করিলে ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল হয়। শিখেরা কোন বিপদ হইলে, তাহা হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্পে সম্মুখে জলপূর্ণ ঘট রাখিয়া সুখমণী পাঠ করেন, এবং সেই জল পরিবারস্থ সকলে পান করেন।

শিখ মতানুযায়ী সাধনের আনুসঙ্গিক বিষয়।

অন্তরের মলা এবং সাংসারিকতা মানুষকে ভগবান হইতে পৃথক করিয়া রাখে।

সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা ধর্ম্ম জীবনের উপায়।

জীবে দয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাংসাহার নিষিদ্ধ—

জীয় যো মারহি জোরু করি, কহ তেহহি জুলোলু।
দফতর দই যব কাঢ়িহৈ হোইগা কৌনহু বালু॥

যাহারা জোর করিয়া জীব হত্যা করে, অথচ বলে যে তাহাদের কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত, যখন ভগবান তাহাদের হিসাব লইবেন, তাহারা কি জবাব দিবে?

সংসারে থাকিয়াও মানুষ উচ্চ ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারে।

থির, থির, চিত থির হাঁ।
বন গৃহ সমসরি হাঁ।

অন্তর এক পিব হাঁ।
বাহর অনেক ধরি হাঁ।
কহু নানক লোগ আলোগিরি সখী।

স্থির স্থির চিত্ত স্থির হইল।
বন এবং গৃহ সমান হইয়া গিয়াছে।
আমার অন্তরে সেই প্রিয় বিরাজমান।
বাহিরেও আমি তাঁহাকে অনেক আকারে দেখিতেছি।
আমি রাজযোগ অবলম্বন করিয়াছি।

নানক বলিতেছেন, হে সখি, আমি সংসারে আছি, কিন্তু সংসারের নহি।

শিখের দৈনিক জীবন।

১। প্রাতঃকালে গ্রন্থ সাহেবের কোন অংশ পাঠ করিবে।
২। আহারের পূর্ব্বে জপর্জা পাঠ করিবে।
৩। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে অরদাস অর্থাৎ প্রার্থনা করিবে।
৪। সন্ধ্যাকালে রহিবাস পাঠ করিবে।
৫। শীতল জলে স্নান করিবে এবং দুইবার করিয়া মস্তকের কেশ আঁচড়াইবে।
৬। প্রতিদিন দন্ত ধাবন করিবে।
৭। ধূমপান নিষেধ।
৮। জুয়াখেলা নিষেধ।
৯। বেশ্যাগমন নিষেধ।
১০। কড়া প্রসাদ বিতরণ করা কর্ত্তব্য। (হালুয়ার ভোগ

প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থ সাহেবের পূজা হয় সেই প্রসাদকে কড়া প্রসাদ কহে।)

১১। বিবাহে পণ গ্রহণ নিষেধ।

১২। সত্য কথা বলা আবশ্যক।

১৩। দরিদ্র ও দুঃখীর প্রতি দয়া করিবে।

১৪। চুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, চরিত্রদোষ, এ সকল মহাপাপ।

১৫। ইন্দ্রিয় দমন প্রধান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন।

জগৎপতিকে প্রণাম। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম। আমার পূজনীয় গুরুভ্রাতাদিগকে প্রণাম। ঠাকুরের প্রশিষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ। বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রাণ সাধুভক্ত এবং পণ্ডিতগণকে প্রণাম। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের সেবকগণকে প্রণাম। ইঁহারা সকলেই সুখমণীর প্রথম সংস্করণকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণও অনেকের ভক্তি ভাবকে উদ্দীপিত করিবে।

সুখমণী প্রকাশে আমার তৃতীয় পুত্র শৈলেন্দ্র আমাকে পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এখন সে

পরলোকে। তাহার যেরূপ উজ্জ্বল ধর্ম্মভাব ছিল, তাহাতে বোধ হয় যোগভ্রষ্ট সাধক অল্প অবশিষ্ট ভোগের জন্যই ইহলোকে আসিয়াছিল। বি, এ, পাশ করিয়া ২২ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাহার হাথ দুইটী প্রণত ভাবে অধিকাংশ সময়েই মাথার উপর থাকিত। পিতামাতাকে প্রাতে উঠিয়া এবং শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিন প্রণাম করিত। ঠাকুরের কথায় অত্যন্ত অনুরাগী এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনে আদর্শ জীবন ছিল। আমার নিকট সাধন লইবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিত। কিন্তু ঠাকুরের প্রত্যক্ষ আদেশ না পাওয়ায় তাহা দিতে পারি নাই। একদিন শ্রীমৎভাগবৎ পাঠের সময় তন্নিবিষ্ট বাসুদেব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শুনিয়া সে তাহাই মনে মনে গ্রহণ করে। তাহার মাতাকে সে বলিত "আমি বাবার নিকট মন্ত্র পাইয়াছি।" দেহ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় বরদা বাবু তাহার কর্ণে ঐ মন্ত্রই পুনঃ প্রদান করেন। তাঁহার নিকট নাম শুনিতে শুনিতে সে ইহধাম পরিত্যাগ করে। আমি এবং আমার স্ত্রী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। আমার স্ত্রী অনবরত অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পাগলের ন্যায় তাঁহার মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ক্রমে তাঁহার আশ্চর্য্য উন্নত অবস্থা লাভ হইল। "যাঁর প্রসাদে এক মুহুর্ত্তে সকল শোক অপসারি।" এই জন্ম-মৃত্যু প্রহেলিকা-পূর্ণ সংসারে ঠাকুরই আমাদের সহায়।

সুখমণীর দেবতাকে প্রণাম। তিনি সকলের কল্যাণ করুন।

ইতি—

——— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

সুখমনী।

রাগিণী গৌরী।

মহলা ৫।

ওঁ সতি গুরু প্রসাদি।

ওঁ সদ্‌গুরুর কৃপা।

—:০:—

শ্লোক। ১

আদি গুরয়ে নমঃ।

যুগাদি গুরয়ে নমঃ।

সতি গুরয়ে নমঃ।

শ্রীগুর দেবয়ে নমঃ। ১

আদি গুরুকে নমস্কার

যুগাদি গুরুকে নমস্কার

সদ্‌গুরুকে নমস্কার

শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার॥ ১

আদিগুরু—আদি অর্থে জগৎ উৎপন্ন হইবার অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে পরমাত্মা বিরাজমান ছিলেন।

যুগাদিগুরু—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগে যে পরমাত্মা বিরাজমান থাকেন।

সতিগুরু—যে পরমাত্মা গুরুরূপে শিষ্যকে সত্যবস্তুর উপদেশ দেন।

শ্রীগুরুদেব—শ্রী অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা যুক্ত গুরুদেব। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মবেত্তা গুরু-ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মা।

গুরুপ্রণাম দ্বারা গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ করা হইল।

অষ্টপদী।

সিমরউ সিমর সিমর সুখ পাবউ।
কল কলেশ তনমাহি মিটাবউ।
সিমরউ যাস বিসুংভর একৈ।
নাম জপত অগনত অনেকৈ।
বেদ পুরাণ সিমৃত সুধাকর।
কিনে রাম নাম ইক আখর।
কিনকা এক যিস জীয় বসাবৈ।
তাকি মহিমা গণি ন আবৈ।
কাংখী একৈ দরশ তুহারো।
নানক উন সংগি মোহি উধারো॥ ১

ভগবানকে স্মরণ কর, স্মরণ করিতে করিতে সুখ পাইবে।

কলির ক্লেশ এই শরীর থাকিতেই নষ্ট কর। সেই এক বিশ্বম্ভর পুরুষকে স্মরণ কর।

অনেক অসংখ্য বার তাঁহার নাম জপ কর। বেদ পুরাণ ও স্মৃতি, সুধার আকর, এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায়।

এই নাম যাঁহার হৃদয়ে কণিকামাত্র বাস করে তাঁহার মহিমা গণনা করা যায় না; একবার মাত্র সেই সাধকের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি। নানক প্রার্থনা করিতেছেন, হে প্রভু ঐ (ভক্ত) সঙ্গে আমাকেও উদ্ধার কর ॥ ১

সুখমণী সুখ অমৃত প্রভ নাম।
ভগত জনাকৈ মন বিশ্রাম ॥

সুখমণী গুরুদত্ত নামেই সুখ, প্রভুর নামেই অমৃত।
ভক্তজনের মনেতেই শান্তি বিরাজ করে।

রহাউ।

পরমেশ্বরে মন রাখ।

সিমরউ—শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুঃখময় সংসারে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিরূপে পাইতে পারে? গুরু উত্তর করিলেন, ভগবানকে স্মরণ কর।

কল কলেশ—কলিযুগের গুণে যে সকল অদৃষ্ট সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম্ম আছে তাহা এই শরীর থাকিতেই ভগবৎ নাম স্মরণ দ্বারা ক্ষয় করিয়া লও যাহাতে আর ভবিষ্যতে জন্ম মরণের ভয় না থাকে।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার স্মরণ করিব?

গুরু বলিলেন—সেই বিশ্বম্ভর পুরুষকে স্মরণ কর।

শিষ্য বলিলেন—যিনি বিশ্ব-ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, সেই নিরাকার পুরুষকে আমি কিরূপে ধারণা করিব, কিরূপে বা স্মরণ করিব? গুরু তখন বলিলেন—নাম জপ কর, অগনত অনেক।

প্রভকৈ সিমরণ গরভি ন বসৈ।
প্রভকৈ সিমরণ দুখ যম নশৈ।
প্রভকৈ সিমরণ কাল পরহরৈ।
প্রভকৈ সিমরণ দুসমন টরৈ।
প্রভ সিমরণ কছু বিঘন ন লাগৈ।
প্রভকৈ সিমরণ অনদিন জাগৈ।
প্রভকৈ সিমরণ ভউ ন বিয়াপৈ।
প্রভকৈ সিমরণ দুখ ন সংতাপৈ।
প্রভকৈ সিমরণ সাধকৈ সংগি।
সরব নিধান নানক হরি রংগি ॥ ২

প্রভুর স্মরণ করিলে গর্ভে বাস করিতে হয় না।
প্রভুর স্মরণে যম যন্ত্রণা নাশ হয়।
প্রভুর স্মরণে মৃত্যু পরিহার করে।
প্রভুর স্মরণে শত্রু পলাইয়া যায়।
প্রভুর স্মরণ করিলে কোন বিঘ্ন আসে না।
প্রভুর স্মরণে অনুদিন জাগ্রত রাখে।
প্রভুর স্মরণ করিলে ভয় আসিতে পারে না।
প্রভুর স্মরণে দুঃখ সন্তাপিত করিতে পারে না।
সাধুসঙ্গ লাভে প্রভুকে স্মরণ করিতে মন যায়।
নানক বলিতেছেন, হরিতে অনুরক্ত হইলে সকল বস্তুই মিলে ॥ ২

প্রভকৈ সিমরণ রিধি সিধি নউ নিধি।
প্রভকৈ সিমরণ জ্ঞান ধ্যান তত বুদ্ধি।
প্রভকৈ সিমরণ জপ তপ পূজা।
প্রভকৈ সিমরণ বিনশৈ দুজা।
প্রভকৈ সিমরণ তীরথ ইস্‌নানি।
প্রভকৈ সিমরণ দরগহি মানী।
প্রভকৈ সিমরণ হোয় সুভলা।
প্রভকৈ সিমরণ সুফল ফলা।
সে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকৈ লাগউ পায়॥ ৩

প্রভুর স্মরণে ঋদ্ধি অর্থাৎ সৌভাগ্য এবং সিদ্ধি এবং নবনিধি অর্থাৎ কুবেরের সম্পত্তি লাভ হয়।

প্রভুরই স্মরণে জ্ঞান, ধ্যান এবং বিস্তৃত বুদ্ধি লাভ হয়।

প্রভুর স্মরণই জপ তপ এবং পূজা।

প্রভুর স্মরণেই দ্বিত্বভাব নষ্ট হয়।

প্রভুর স্মরণে তীর্থস্নানের ফললাভ হয়।

প্রভুর স্মরণে ভগবানের দ্বারে সন্মান পায়।

প্রভুর স্মরণ শুভজনক হয়।

প্রভুর স্মরণে সুফল ফলে।

সেই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে তিনি নিজে স্মরণ করাইয়া দেন।

নানক বলিতেছেন এমন (ভক্ত) জনের চরণে আমি পতিত হই॥ ৩

প্রভকা সিমরণ সভতে উচা ।
প্রভকৈ সিমরণ উধরে মূচা ।
প্রভকৈ সিমরণ ত্রিষণা বুঝৈ ।
প্রভকৈ সিমরণ সভ কিছু সুঝৈ ।
প্রভকৈ সিমরণ নাহি যমত্রাসা ।
প্রভকৈ সিমরণ পূরণ আশা ।
প্রভকৈ সিমরণ মনকি মল যায় ।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমায় ।
প্রভজী বসহি সাধকি রসনা ।
নানক জনকা দাসন দসনা ॥ ৪

প্রভুকে স্মরণ রাখা সকলের শ্রেষ্ঠ কার্য্য ।
প্রভুর স্মরণে অনেক লোক উদ্ধার পায় । (মূচা—অনেক)
প্রভুর স্মরণে তৃষ্ণা মিটে ।
প্রভুর স্মরণে সকল সুখ হয় ।
প্রভুর স্মরণে যমের ত্রাস থাকে না ।
প্রভুর স্মরণে আশা পূর্ণ হয় ।
প্রভুর স্মরণে মনের ময়লা দূর হয় ।
নামরূপ অমৃত হৃদয়ে প্রবেশ করে ।
সাধকের রসনাতে প্রভু বাস করেন ।
নানক এইরূপ সাধুব্যক্তির দাসের দাস ॥ ৪

প্রভকউ সিমরহি সে ধনবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে পতিবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে জন পরবান।
প্রভকউ সিমরহি সে পুরুষ প্রধান।
প্রভকউ সিমরহি সে বেমুহতাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সরবকে রাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সুখ বাসী।
প্রভকউ সিমরহি সদা অবিনাশী।
সিমরণ তে লাগে জিন আপ দয়ালা।
নানক জনকি মংগৈ রবালা॥ ৫

প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনবান।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পতিব্রতী।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই জনই শ্রেষ্ঠ।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পুরুষ-প্রধান।
প্রভুকে যে মনে রাখে সে কাহারও অধীন নহে।
(বে—বিনা ; মুহতাজ—অধীন)
প্রভুর স্মরণে সে সকলের রাজা।
প্রভুর স্মরণে সে সুখে বাস করে।
প্রভুর স্মরণে সে সদা অবিনাশী।
স্মরণ করিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহাদের প্রতি প্রভুর দয়া হয়।
নানক এই সকল (ভক্ত) জনের পদরেণু প্রার্থনা করে॥ ৫

প্রভকউ সিমরহি সে পর উপকারী।
প্রভকউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী।
প্রভকউ সিমরহি সে মুখ সুহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন সুখ বিহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন আতম জীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে।
প্রভকউ সিমরহি বসহি হরি নেরে।
সংত কিরপা তে অনদিন জাগ।
নানক সিমরন পুরে ভাগ ॥ ৬

প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা পর উপকারী হয়েন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদিগকে বলিহারি যাই।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল।
(সুহাবৈ—শোভাবান)
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা সুখে কাল যাপন করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আত্মজিত।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহাদের নির্ম্মল রীতি।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা আনন্দঘন লাভ করেন।
প্রভুকে যাঁহারা স্মরণ করেন তাঁহারা হরির নিকট বাস করেন।
সাধুদের কৃপাতে তাঁহারা অনুদিন জাগ্রত।
নানক বলিতেছেন, সম্পূর্ণ সৌভাগ্য হইলেই মানুষ হরিস্মরণ করিতে পারে ॥ ৬

প্রভকৈ সিমরণ কারয পূরে।
প্রভকৈ সিমরণ কবহুন ঝুরে।
প্রভকৈ সিমরণ হরিগুণ বাণী।
প্রভকৈ সিমরণ সহজী সমানী।
প্রভকৈ সিমরণ নিহচল আসন
প্রভকৈ সিমরণ কমল বিগাসন।
প্রভকৈ সিমরণ অনহদ ঝুনকার।
সুখ প্রভ সিমরণ কা অন্ত ন পার।
সিমরহি সে জন যিন কউ প্রভ মায়া।
নানক তিন জন শরণী পয়া॥ ৭

প্রভুর স্মরণে কার্য্য সফল হয়।
প্রভুর স্মরণ করিলে কখন কাঁদিতে হয় না। (ঝুরে--ক্রন্দন করা)
প্রভুর স্মরণ করিতে করিতে হরিগুণ গানে ইচ্ছা হয়।
প্রভুর স্মরণে সহজেই মন শান্ত হয়;
প্রভুর স্মরণে আসন স্থির হয়।
প্রভুর স্মরণে হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।
প্রভুর স্মরণে অনাহতধ্বনি শ্রবণপথে আসে।
প্রভুর স্মরণে যে সুখ, তাহার অন্ত নাই।
সেই জনই তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন।
নানক এই মহাজনের শরণ লইয়াছেন॥ ৭

হরি সিমরণ করি ভগত প্রগটায়।
হরি সিমরণ লগ বেদ উপায়।
হরি সিমরণ ভয়ে সিধ যতি দাতে।
হরি সিমরণ নীচ চহু কুঁট জাতে।
হরি সিমরণ ধারী সভ ধরণা।
সিমর সিমর হরি কারণ করণা।
হরি সিমরণ কিয়ো সগল অকারা।
হরি সিমরণ মহি আপ নিরংকারা।
কর কিরপা যিস আপ বুঝায়া।
নানক গুরুমখ হরি সিমরন তিন পায়া॥ ৮

হরিকে স্মরণ করিয়া ভক্ত প্রগট হয়েন।
হরি স্মরণ করায় বেদের সৃষ্টি।
হরি স্মরণ করিয়া সিদ্ধ, যতী এবং দানী হয়েন।
হরি স্মরণ করিয়া নীচ ব্যক্তিও চারিদিকে জানিত হন।
হরির স্মরণে সমস্ত পৃথিবী রক্ষিত হয়! (ধরণা—ধরণী)
স্মরণ কর, স্মরণ কর, সেই কারণের কারণ হরিকে।
হরির স্মরণে সকল বস্তুর সৃষ্টি। (অকারা—সৃষ্টি)
হরির স্মরণে আপনি নিরঙ্কার বিরাজিত।
হরি কৃপা করিয়া যাহাকে আপনি বুঝাইয়া দেন,
নানক বলিতেছেন, হে শিষ্য, হরিকে স্মরণ করিতে সেই পারিয়াছে॥ ৮

শ্লোক। ২

দীন দরদ দুঃখ ভংজনা ঘট ঘট নাথ অনাথ
শরণ তুমারি আয়ো নানক কে প্রভ সাথ ॥ ১

হে দীন দরিদ্র দুঃখ ভঞ্জন, সকল অনাথ জীবের নাথ !
হে নানকের প্রভু, তোমার নিকট আসিলাম, তোমার শরণ লইলাম ॥ ১

অষ্টপদী।

যহ মাত পিতা সুত মিত ন ভাই।
মন উহা নাম তেরৈ সঙ্গ সহাই।
যহ মহা ভয়ান দূত যম দলৈ।
তহ কেবল নাম সংগ তেরৈ চলৈ।
যহ মুসকল হোবৈ অতি ভারি।
হরিকো নাম খিন মাহি উধারি।
অনিক পুনহ চরণ করত নহি তরৈ।
হরিকো নাম কোট পাপ পরহরৈ।
গুরু মুখ নাম জপহু মন মেরে।
নানক পাবহু সুখ ঘনেরে ॥ ১

যেখানে মাতা পিতা পুত্র মিত্র ভাই সঙ্গে নাই,
হে মন, সেখানে হরিনাম তোমার সঙ্গ ও সহায়।
যেখানে মহা ভয়ানক যমদূত দলন করে, সেখানে তোমার সঙ্গে কেবল হরি নামই যায়।
যে সময় অত্যন্ত বিপদ হয়, হরিনাম এক মুহূর্ত্তে উদ্ধার করে।
অনেক পুণ্য করিয়াও মানুষ তরিতে পারে না, কিন্তু হরিনামে কোটী পাপ হরণ করে।
হে মন, গুরুদত্ত নাম জপ কর—
নানক বলিতেছে, তাহাতে সুখ ঘন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১

সগল সৃষ্টি কো রাজা দুঃখীয়া।
হরিকা নাম জপত হোয় সুখীয়া।
লাখ করোরী বংধন পরৈ।
হরিকা নাম জপত নিসতরৈ।
অনিক মায়া রংগ তিষ ন বুঝাবৈ।
হরিকা নাম জপত আঘাবৈ।
যহ মারগ ইহু যাত ইকেলা।
তহ হরিকা নাম সংগ হোত সুহেলা।
ঐসা নাম মন সদা ধিয়াইঐ।
নানক গুরুমুখ পরম গতি পাইঐ॥ ২

যদি কেহ সকল সৃষ্ট বস্তুর রাজা হয়, তাহা হইলে সে দুঃখী।

কেবল মাত্র হরিনাম জপ করিয়াই মানুষ সুখী হইতে পারে।

লক্ষ এবং কোটী বন্ধন থাকিলেও, হরিনাম জপ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে।

অনেক মায়ার রঙ্গেও প্রাণের তৃষ্ণা মিটে না।

এক হরিনাম জপিলেই তৃষ্ণা মিটে। (আঘাবৈ—তৃপ্তি হয়)

যে মার্গে মানুষ একা যায় সেখানে সুখকর হরিনাম সঙ্গে থাকে। হে মন এমন নাম সর্ব্বদা ধ্যান কর; নানক বলিতেছেন তাহা হইলে শিষ্য পরমগতি লাভ করে॥ ২

ছুটত নাহি কোট লখ বাহী।
নাম জপত তহ পার পরাহী।
অনিক বিঘন যহ আয় সংঘারৈ।
হরি কা নাম তৎকাল উধারৈ।
অনিক যোন জনমৈ মরি যাম।
নাম জপত পাবৈ বিশরাম।
হউ মৈলা মল কবহু ন খোবৈ।
হরি কা নাম কোটি পাপ ধোবৈ।
ঐসা নাম জপহু মন রঙ্গ।
নানক পাইঐ সাধ কৈ সঙ্গ ॥ ৩

কোটী লক্ষ সেনা যখন উদ্ধার করিতে পারে না, নাম জপ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হয়। (বাহী—সৈন্য)

অনেক বিঘ্ন যখন সংহার করিতে আসে, হরি নামই তখন বিপদ হইতে উদ্ধার করে।

অনেক যোনিতে যে জন্মিতেছে ও মরিতেছে, নাম জপ করিয়া সে জন্ম মরণ হইতে বিশ্রাম পায়।

অহঙ্কারের ময়লা যাহার কখন ধৌত হয় নাই, হরিনামে তাহার কোটী পাপ হরণ করে।

হে আমার মন, আনন্দের সহিত এই নাম জপ কর,

নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গ যখন পাইয়াছ ॥ ৩

যিহ মারগ কে গনি যাহি ন কোশা।
হরিকা নাম উহা সঙ্গ তোষা।
যিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুবারা।
হরিকা নাম সঙ্গ উজিয়ারা।
যহ পংথ তেরা কো ন সিঝানু।
হরিকা নাম তহ নাল পছানু।
যহ মহা ভয়ান তপত বহু ঘাম।
তহ হরি কে নাম কি তুম উপর ছাম।
যহ তৃষা মন তুঝ আকরখৈ,
তহ নানক হরি হরি অমৃত বরখৈ॥ ৪

যে রাস্তার দূরত্ব (ক্রোশ) গণনা করা যায় না,
হরিনাম সেই পথে তোমার সুখকর সঙ্গী;
যে পথে মহা ঘোর অন্ধকার, (গুবারা—ঘোর)
হরিনাম সেখানে তোমার আলোক।
যে পথে তোমার কোন পরিচিত নাই,
হরিনাম সেখানে তোমার বন্ধু।
যেখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম ও ঘর্ম্ম,
সেখানে হরিনাম তোমার উপর ছায়া।
হে মন, যেখানে হরিতৃষ্ণায় মনকে আকর্ষণ করে,
নানক বলিতেছেন, হরি হরি! সেখানে অমৃত বর্ষণ হয়॥ ৪

ভকত জনাকি বরতন নাম।
সংত জনা কৈ মন বিশ্রাম।
হরিকা নাম দাস কি ওঠ।
হরিকৈ নাম উধরৈ জন কোট।
হরি যশ করত সংত দিন রাত।
হরি হরি ঔষধ সাধ কমাত।
হরি জনকৈ হরি নাম নিধান।
পরব্রহ্ম জন কিনো দান।
মন তন রঙ্গ রতে রঙ্গ এঁকৈ।
নানক জন কৈ বিরত বিবেকৈ॥ ৫

ভক্ত জনের উপজীবিকা হরিনাম।
ভক্ত জনের মনে শান্তি বিরাজ করে।
হরিনাম তাঁহার দাসের আশ্রয়।
হরিনামে কোটী কোটী ব্যক্তি উদ্ধার পায়।
সাধুগণ দিবারাত্রি হরিনাম গান করেন;
সাধুগণ হরিনাম ঔষধ কামনা করেন;
হরিজনের হরিনামই সম্পদ;
পরব্রহ্ম হরিজনকে এই নাম প্রদান করিয়াছেন।
মন এবং শরীর সেই একেরই আনন্দে মগ্ন;
নানক বলিতেছেন, হরি জনের ইহাই বিবেক এবং বৈরাগ্য॥ ৫

হরিকা নাম জন কউ মুকত যুগত।
হরি কৈ নাম জন কউ তৃপ্তি ভুগত।
হরিকা নাম জনকা রূপ রঙ্গ।
হরি নাম জপত কব পরৈ ন ভঙ্গ।
হরিকা নাম জনকি বড়িয়াই।
হরিকৈ নাম জন শোভা পাই।
হরিকা নাম জন কউ ভোগ যোগ।
হরি নাম জপত কছু নাহি বিয়োগ।
জন রাতা হরি নামকি সেবা।
নানক পূজৈ হরি হরি দেবা॥ ৬

হরিজনের হরিনামই মুক্তি এবং যুক্তি;
হরিজনের হরিনামই তৃপ্তি ও ভোগ।
হরিজনের হরিনামই রূপ ও রঙ্গ।
হরিনাম জপ করিয়া তিনি কখনও কষ্ট পান না।
হরিজনের হরিনামই শ্রেষ্ঠত্ব।
হরিজনের হরিনামই শোভা।
হরিজনের হরিনামই যোগ এবং ভোগ।
হরিনাম জপ করিলে কিছুরই অভাব থাকে না।
হরিজন হরিনাম সেবাতেই রত থাকেন।
নানক বলিতেছেন, হরি দেবতার পূজা কর॥ ৬

হরি হরিজন কৈ মাল খজিনা।
হরি ধন জন কউ আপ প্রভ দিনা।
হরি হরিজন কৈ ওঠ সতানি।
হরি প্রতাপ জন অবর ন জানি।
ওত পোত জন হরি রস রাতে।
শুংন সমাধ নাম রস মাতে।
আঠ প্রহর জন হরি হরি জপৈ।
হরিকা ভগত প্রগট নহি ছপৈ।
হরিকি ভগত মুকত বহু করৈ।
নানক জন সংগ কেতে তরৈ॥ ৭

হরিজনের ধন সম্পদ হরিনাম।
হরিজনকে আপনি দয়া করিয়া প্রভু ইহা দিয়াছেন।
হরিজনের হরিই শক্তি, মান ও আশ্রয়।
হরিজন হরির প্রতাপ ব্যতিত আর জানে না।
হরিজন হরিরসে ওতপ্রোত।
বাহ্যজ্ঞানশূন্য সমাধিতে বসিয়া নাম রসে মগ্ন।
হরিজন অষ্ট প্রহর হরিনাম জপ করেন।
হরিভক্ত প্রকাশ হইয়া পড়েন, গুপ্ত থাকেন না।
হরিভক্ত বহু লোককে মুক্ত করেন।
নানক বলিতেছেন, হরিজনের সঙ্গে কত লোক তরিয়া যায়॥ ৭

পারজাত ইহু হরিকা নাম।
কামধেন হরি হরিগুণ গান।
সভতে উত্তম হরিকি কথা।
নাম শুনত দরদ দুখলথা।
নামকি মহিমা সংত হৃদ বসৈ।
সংত প্রতাপ দূরত সভ নশৈ।
সংতকা সঙ্গ বড় ভাগী পাইঐ।
সংতকা সেবা নাম ধিয়াইঐ।
নাম তুল কছু আবর ন হোয়।
নানক গুর মুখ নাম পাবৈ জন কোয়॥ ৮

হরিনামই স্বর্গের পারিজাত পুষ্প।
হরিগুণগানই কামধেনু।
হরিকথা সকলের উত্তম।
নাম শুনিলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়।
নামের মহিমা সাধুগণের হৃদয়ে অবস্থান করে।
সাধুগণের প্রতাপে পাপ নাশ হয়।
সাধুসঙ্গ বড় ভাগ্যে হয়।
সাধুসঙ্গে হরিনাম স্মরণ করায়।
মামের তুল্য আর কিছুই নাই।
নানক বলিতেছেন, কোন কোন শিষ্য গুরুদত্ত নাম লাভ করেন॥ ৮

শ্লোক। ৩

বহু শাসত্র বহু সিম্মৃতি পেখ সরব ঢংঢোল,
পূজসি নাহি হরি হরে নানক নাম অমোল॥ ১
জপ তপ জ্ঞান সভ ধ্যান,
ষট শাস্ত্র সিম্মৃত বখ্যান,
যোগ অভয়াস কর্ম্ম ধর্ম্ম কিরিয়া,
সগল তিয়াগি বন মধ্যে ফিরিয়া,
অনিক প্রকার কিয়ে বহু যতনা,
পুংন দান হোম বহু রতনা,
শরীর কটায় হোমৈ কর রাতি,
বরত নেম করৈ বহু ভাতি,
নাহি তুল রাম নাম বিচার,
নানক গুরুমুখ নাম জপিয়ৈ ইকবার॥ ১

অনেক শাস্ত্র এবং স্মৃতি খুঁজিয়া দেখিলাম, সে সকল হরিনামের তুলনায় আসে না।

নানক বলিতেছেন, হরিনাম অমূল্য॥ ১
সকল প্রকার জপ, তপ, জ্ঞান এবং ধ্যান,
ষড় দর্শন এবং স্মৃতির ব্যাখ্যান,
যোগ অভ্যাস এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ক্রিয়া,
সকল ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করা;
অনেক প্রকারের অনেক যত্ন করা,
পুণ্য এবং হোম ও বহু রত্ন দান;
শরীরকে টুক্‌রা টুক্‌রা কাটিয়া তাহা দ্বারা হোম করা,
বহু প্রকারের ব্রত নিয়ম করা,
এ সকল কিছুই রাম নামের তুল্য বিচারে আসে না।
নানক বলিতেছেন, একবার সেই গুরুদত্ত নাম জপ কর॥ ১

নব খণ্ড পৃথিবী ফিরৈ চিরজীবৈ।
মহা উদাস তপীসর থীবৈ॥
অগনি মাহি হোমত প্রান।
কনিক অশ্ব হৈবর ভূমি দান॥
নৌলী কর্ম্ম করৈ বহু আসন।
জৈন মারগ সংযম অতি সাধন॥
নিমখ নিমখ করি শরীর কটাবৈ।
তৌভি হৌমৈ মৈলু ন যাবৈ॥
হরিকে নাম সমসরি কছু নাহি।
নানক গুরুমুখ নাম জপত গতি পাহি॥ ২

নব খণ্ড যুক্ত পৃথিবী ঘুরিলেও এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিলেও, মহা উদাসী এবং তপস্বী হইলেও, শরীরকে অগ্নিমধ্যে হোম করিলেও, স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তি এবং ভূমি দান করিলেও, যোগ কর্ম্ম এবং বহু আসন এবং দান করিলেও, জৈন মার্গে কঠোর সংযম করিলেও, চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া শরীরকে খণ্ড খণ্ড করাইলেও, তথাপি অহঙ্কারের মলা যায় না। হরি নামের সমান কিছুই নহে। নানক বলিতেছেন, শিষ্য হরি নাম জপ করিলে গতি পাইবে ২

মনকাম ন তীরথ দেহ ছুটৈ।
গর্ব্ব গুমান ন মনতে হুটৈ॥
শৌচ করৈ দিনস্থ অরু রাতি।
মনকি মৈলু ন তনতে যাতি॥
ইস্থ দেহী কৌ বহু সাধনা করৈ।
মনতে কবহু ন বিষ্যা টরৈ॥
জল ধোবৈ বহু দেহ অনীতি।
শুধ কহা হোই কাচী ভতি॥
মন হরিকে নামকি মহিমা উচ।
নানক নাম উধরে পতিত বহু মুচ॥ ৩

তীর্থে গমন করিলে মনের বাসনা দূর হয় না এবং মনের গর্ব্ব এবং অহঙ্কার যায় না। দিন রাত কেন শৌচ কার্য্য কর না, তথাপি মনের ময়লা দূর হয় না। এই শরীরে অনেক প্রকার সাধনা কর না কেন, মন হইতে কিছুতেই বিষয় চিন্তা দূর হয় না। জল দ্বারা ধৌত কর, তত্রাপি শরীরে অনেক দুর্নীতি থাকে। কাঁচা ইটের গাঁথুনিতে কি কখন পাকা গাঁথুনী হয়? মন, হরি নামের মহিমাতেই উচ্চ হয়। নানক বলিতেছেন অসংখ্য পতিত ব্যক্তি ভগবানের নামে উদ্ধার পায়॥ ৩

বহুত সিয়াণপ যমকা ভৌ ব্যাপৈ।
অনিক যতন করি তৃষ্ণা ন ধ্রাপৈ॥
ভেখ অনেক অগনি নহি বুঝৈ।
কোটি উপাব দরগহ নহি সিঝৈ॥
মোহি বিয়াপহি মায়া জাল।
ছুটসি নাহি উভ পয়াল।
অবর করতুতি সগলি যম ডানৈ।
গোবিংদ ভজন বিন তিল নহি মানৈ॥
হরিকা নাম জপত দুখ যাই।
নানক বোলৈ সহজ শুভাই॥ ৪

অনেক চতুরতা সত্ত্বেও যমভয় যায় না। অনেক যত্নেও তৃষ্ণা দূর হয় না। নানা প্রকার ভেখ ধারণ করিলেও মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না। কোটী উপায় করিলেও মানুষ ভগবানের দ্বারে যাইবার অধিকারী হয় না;

জন্ম ও মরণ হইতে তাহার মুক্তি হয় না।
মোহ এবং মায়া জাল তাহাকে ব্যাপ্ত করে।
তাহার সকল কার্য্যেই যমের দণ্ড পতিত হয়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতিত কোথাও তিল মাত্র সন্মান নাই।
হ।র নাম জপ করিলে দুঃখ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন, ইহাতে সহজেই সুখ হয়॥ ৪

চার পদারথ যে কো মাংগৈ।
সাধ জনা কি সেবা লাগৈ।
যে কো আপনা দুখ মিটাবৈ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ গাবৈ।
যে কো আপনি শোভা লোরৈ।
সাধ সঙ্গ ইহু হউ মৈ ছোরৈ।
যে কো জনম মরণ তে ডরৈ।
সাধ জনা কি শরণি পরৈ।
যিস জন কউ প্রভ দরশ পিয়াসা।
নানক তাকৈ বলি বলি যাসা॥ ৫

যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি পদার্থ লাভ করিতে চায়, তাহার উচিত সাধু জনের সেবা করা।

যে নিজের দুঃখ নিবারণে অভিলাষী হয়, সে হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা হরি নাম গান করুক।

যে নিজের শোভা দর্শন করিতে চায়, সাধু সঙ্গ করিয়া সে নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করুক।

যাহার জন্ম মরণের ভয় আছে, সে সাধুজনের শরণ লউক।

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রভুকে দর্শন করিবার পিপাসা আছে;

নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিকে বলিহারি যাই॥ ৫

সগল পুরুষ মহি পুরুষ প্রধান।
সাধ সংগ যাকা মিটৈ অভিমান।
আপন কউ যো জানৈ নীচা।
সউ গনিয়ৈ সভতে উচা।
যাকা মন হোয় সগল কি রিনা।
হরি হরি নাম তিন ঘটি ঘটি চিনা।
মন অপনেতে বুরা মিটানা।
পেখৈ সগল সৃষ্টি সাজনা।
সুখ দুঃখ জন সম দৃষ্টেতা।
নানক পাপ পুংন নহি লেপা। ৬

সকল পুরুষের মধ্যে তিনিই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যাঁহার অভিমান সাধু সঙ্গে দূর হইয়াছে। যিনি আপনাকে নীচ বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই সকলের উচ্চ বলিয়া গণনা করা হয়।

যাঁহার মন সকলের পদরেণু হইয়া থাকে, তিনি ঘটে ঘটে হরি দর্শন করেন।

যিনি নিজের মনেতেই মনোবিকারকে নষ্ট করিয়াছেন, তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে সেই বন্ধুকে দর্শন করেন।

যাঁহার সুখ ও দুঃখে সম দৃষ্টি,

নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ পুণ্যে লিপ্ত করিতে পারে না॥ ৬

নিরধন কউ ধন তেরি নাউ।
নিথাবে কউ নাউ তেরি থাউ।
নিমানে কউ প্রভ তেরি মান।
সগল ঘটা কউ দেবহু দান॥
করন করাবনহার স্বামী।
সগল ঘটাকে অংতরযামী।
আপনি গতি মিতি জানহু আপে।
আপন সংগি আপি প্রভ রাতে।
তুমরি উসতুতি তুমতে হোয়।
নানক অবর ন জানসি কোয়॥ ৭

হে প্রভু! তোমার নাম নির্ধনের ধন।
যাহার গৃহ নাই তাহার তুমি গৃহ।
যাহার মান নাই, তাহার তুমি সন্মান।
সকল জীবকে তুমি দান করিতেছ।
হে প্রভু, তুমি সকল সৃষ্টির কারণ।
সকল জীবের তুমি অন্তর্যামী পুরুষ।
তোমার গতি এবং কার্য্য তুমি আপনিই জান।
হে প্রভু! তুমি নিজের আনন্দে নিজেই মগ্ন।
তোমার স্তুতি তুমিই করিতে পার।
নানক বলিতেছে, অপর কেহ তোমার মহিমা জানে না॥

সরব ধর্ম্ম মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
হরি কো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম্ম।
সগল ক্রিয়া মহি উত্তম কিরিয়া।
সাধ সংগ দুর্ম্মতি মল হিরিয়া।
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরি কা নাম জপহু জীয় সদা।
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরি কো যশ শুন রসন বখানী।
সগল থান তে ওহু উতম থান।
নানক যিহ ঘট বসৈ হরি নাম ॥ ৮

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নির্ম্মল কর্ম্ম হরিনাম জপ করা।
ইহা সকল ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া।
সাধু সঙ্গে মনের মলা দূর হয়।
সকল উদ্যমের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ উদ্যম, যদি জীব সর্ব্বদা হরিনাম জপ করে।
সকল বাণীর মধ্যে সেই অমৃত বাণী, যদি হরির যশ শ্রবণ ও কীর্ত্তণ করা হয়।
সকল স্থান হইতে সেই উত্তম স্থান,
নানক বলিতেছেন, যে হৃদয়ে হরিনাম বর্ত্তমান।

শ্লোক। ৪

নিরগুনিয়ার ইয়ানিয়া, সো প্রভু সদা সমালি।
যিন কিয়া, তিস্ চিতি রখ, নানক নিবহি নালি।

হে গুনহীন, হে অজ্ঞান, সেই প্রভুকে সর্ব্বদা মনে রাখ।
নানক বলিতেছেন, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে চিত্তে রাখ; তিনি সঙ্গে যাইবেন।

অষ্টপদী।

রমইয়া কে গুণ চেত পরাণী।
কবন মূল তে কবন দ্রিষ্টানী॥
যিন তুঁ সাজি সবার সীগারিয়া।
গরভ অগন মহি যিনহি উবারিয়া॥
বার বিবস্থা তুঝহি পিয়ারৈ দুধ।
ভরি জীবন ভোজন সুখ সুধ॥
বিরধ ভয়া উপর সাক সৈন।
মুখ অপিয়াউ বৈঠকউ দৈন॥
ইহ নিরগুণ, গুণ কছু ন বুঝৈ।
বখস লেহু তউ নানক সীঝৈ॥ ১

হে প্রাণী, যিনি সকলের মধ্যে রমণ করিতেছেন, তাঁহার গুণ মনে রাখ।

যিনি সকলের মূল, তাঁহার দৃষ্টান্ত কি আছে?—

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও শোভান্বিত করিয়াছেন, যিনি তোমাকে গর্ভ অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

শৈশব কালে যিনি দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;

যৌবন কালে ভোজন সুখ ও আনন্দ দিয়াছেন।

বৃদ্ধকালে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রাখিয়া দেন;

তোমার মুখে আহার দিতেছেন, যাহাতে তুমি বসিয়া থাকিতে পার।

হে প্রভু! গুণহীন ব্যক্তি তোমার গুণ কিছুই বুঝে না।

নানক বলিতেছেন, হে প্রভু, ক্ষমা কর তাহা হইলেই আমি সিদ্ধ হইব॥ ১

যিহ প্রসাদি ধর উপর সুখ বসহি।
সুত ভ্রাত মিত বনিতা সংগি হসহি।
যিহ প্রসাদি পিবহি শীতল জলা।
সুখদাই পবন পাবক অমূলা।
যিহ প্রসাদি ভোগহি সভ রসা।
সগল সমগ্রী সংগী সাথ বসা।
দিনে হসত পাব করণ নেত্র রসনা।
তিসহি তিয়াগ অবর সংগি রচনা।
ঐসে দোষ মূঢ় অন্ধ বিয়াপে।
নানক কাঢ় লেহু প্রভ আপে॥ ২

যাঁহার প্রসাদে ধরার উপর সুখে বাস করিতেছ, এবং সুত, ভ্রাতা, বন্ধু ও স্ত্রীর সঙ্গে হাসিতেছ; যাঁহার প্রসাদে শীতল জল পান করিতেছ; সুখদায়ক পবন সেবন করিতেছ এবং অমূল্য অগ্নি পাইয়াছ; যাঁহার প্রসাদে সকল প্রকার রস ভোগ করিতেছ, এবং সকল সামগ্রী সহ সুখে বসিয়া আছ; যিনি হস্ত, পদ, কর্ণ, নেত্র ও রসনা দিয়াছেন;

তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্য কর্ম্মে মত্ত। এই দোষ মূঢ় অন্ধকে ব্যাপিয়া আছে।

নানক বলিতেছেন, হে প্রভু, তুমি নিজে আমাকে টানিয়া লও॥ ২

আদি অন্ত যো রাখন হার।
তিস সিউ প্রীতি ন করৈ গবার।
যাকি সেবা নবনিধি পাবৈ।
তাসিউ মূঢ়া মন নহি লাবৈ।
যো ঠাকুর সদ সদা হজুরে।
তাকউ অন্ধা জানত দূরে।
যাকি টহলে পাবৈ দরগহ মান।
তিসহি বিসারৈ মুগধ অজান।
সদা সদা এহু ভুলনহার।
নানক রাখনহার অপার॥ ৩

যিনি আদিতে এবং অন্তে রক্ষা করেন, মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রীতি করে না।

যাঁহার সেবাতে নবনিধি পাওয়া যায়, মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহার দিকে মন দেয় না।

যে ঠাকুর সর্ব্বদা সম্মুখে আছে, অন্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দূরে মনে করে।

যাঁহাকে পাইলে ভগবানের দ্বারে সম্মান হয়, মুগ্ধ অজ্ঞ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে।

সদা সর্ব্বদা এইরূপ ভুল হইতেছে।

নানক বলিতেছেন, তাঁহার রক্ষা করাও অপার। ৩

রতন তিয়াগি কৌড়ি সংগি রচৈ।
সাচ ছোড় ঝুট সংগি মচৈ॥
যো ছোড়না সু অসথির কর মানৈ।
যো হোবন সো দূর পরাণৈ॥
ছোড় যায় তিসকা শ্রম করৈ।
সংগি সহাই তিস পরহরৈ॥
চংদন লেপ উতারৈ ধোয়।
গরধব প্রীতি ভষম সংগ হোয়॥
অন্ধ কূপ মহি পতিত বিকরাল।
নানাক কাঢ় লেহু প্রভ দয়াল॥ ৪

রত্ন ত্যাগ করিয়া কড়ি লইয়া খেলিতেছ; সত্য ছাড়িয়া মিথ্যাতে মজিলে; যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য বলিয়া বুঝিলে; যাহা সত্য তাহাকে দূরে ফেলিলে; যাহা থাকিবে না তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছ; যাহা সঙ্গে যাইবে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে।

চন্দনের লেপ তুমি ধুইয়া ফেলিলে; গর্দ্দভের প্রীতি ভস্মের সঙ্গেই হইয়া থাকে।

যে মহা অন্ধ কূপে পতিত রহিয়াছে, নানক বলিতেছেন, হে দয়াল প্রভু! তাহাকে উদ্ধার কর॥ ৪

করতুতি পশুকি, মানষ জাতি।
লোক পচারা করৈ দিন রাতি।
বাহর ভেক অন্তর মল মায়া।
ছপসি নাহি কছু করৈ ছপায়া।
বাহর জ্ঞান ধ্যান ইস্‌নান।
অন্তর বিয়াপৈ লোভ সুআন।
অন্তর অগনি বাহরি তন সুয়াহ।
গল্ পাথর কৈসে তরে অথাহ।
জাকৈ অন্তর বসৈ প্রভু আপি।
নানক তেজন সহজি সমাতি॥ ৫

কার্য্যে পশুর ন্যায়, জাতিতে মানুষ, এই প্রকারে পৃথিবীতে সে দিন রাত্রি ঘুরিতেছে।

বাহিরে ভেখ, অন্তরে মায়ার মলা, তাহা চেষ্টা করিয়াও ঢাকা দিয়া রাখিতে পারে না।

বাহিরে জ্ঞান, ধ্যান এবং স্নান, কিন্তু অন্তরে কুক্কুরের ন্যায় লোভ; অন্তরে অগ্নি, বাহিরে ভস্ম দিয়া ঢাকা। গলায় পাথর বাঁধা, কিরূপে, সে অগাধ সমুদ্র তরিবে?

যাহার অন্তরে প্রভু আপনি প্রকাশ হন, নানক বলিতেছেন, সে ব্যক্তি সহজেই তাঁহাতে মগ্ন হয়॥ ৫

শুন অন্ধা কৈসে মারগ পাবৈ।
কর গাহি লেহ ওড় নিবহাবৈ।
কহা বুঝারত বুঝৈ ডোরা।
নিশি কহিয়ৈ তউ সমঝৈ ভোরা।
কহা বিষণ পদ গাবৈ গুংগ।
যতন করৈ তেউভি সুর ভংগ।
কহ পিংগল পরবত পর ভবন।
নহি হোত উয়া উস গবন।
করতার করুণা মৈ দীন বেনতি করৈ
নানক তুমারি কিরপা তরৈ॥ ৬

কেবল কর্ণে শুনিয়া অন্ধ কিরূপে পথ পাইবে?
তাহার হস্ত ধরিয়া পথে লইয়া যাও।
বধির ব্যক্তি কূট বাক্য কিরূপে বুঝিবে?
যদি তাহাকে বল রাত্রি সে বুঝিবে ভোর।
গোঙ্গা কি কখন বিষ্ণুর গান গাহিতে পারে?
যত্ন করিলেও তাহার স্বর ভঙ্গ হইয়া যায়।
খঞ্জ ব্যাক্তি কি কখনও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে?
সে কখনই পর পারে যাইতে পারে না।
হে সৃষ্টি কর্ত্তা, করুণাময়! দীন তোমাকে মিনতি করিতেছে।
নানক একমাত্র তোমার কৃপাতেই তরিতে পারে॥ ৬

সংগি সহাই সু আবৈ ন চিতি।
যো বৈরাই তাসিউ প্রীতি।
বলুয়া কে গৃহ ভিতর বসৈ।
অনদ কেলি মায়া রংগি বসৈ।
দৃঢ় করি মানৈ মনহি প্রতীতি।
কাল ন আবৈ মূঢ়ে চিতি।
বৈর বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ।
ঝুট বিকার মহা লোভ ধ্রোহ।
ইয়াহু জুগতি বিহনে কই জনম।
নানক রাখ লেহু আপন কর করম॥ ৭

যিনি সঙ্গী ও সহায় তাঁহাকে মনে পড়ে না।

যাঁহার সঙ্গে বৈরতা, তাহারই প্রতি প্রীতি।

বালির গৃহেতে বাস করা হইতেছে; এবং সেখানে মায়ার রঙ্গরসে মত্ত।

মায়ার কার্য্যকেই দৃঢ় করিয়া মনে হইতেছে।

কালের ভাবনা মূঢ়ের মন মধ্যে আসিতেছে না।

বৈরতা, বিরোধ, কাম, ক্রোধ এবং মোহ, মিথ্যা এবং মনোবিকার, মহালোভ ও খলতা;

এই সকল লইয়া কত জন্মই যাওয়া আসা হইতেছে!

নানক বলিতেছেন, প্রভু, আপনার দয়া বিস্তার করিয়া রক্ষা কর॥ ৭

তুঁ ঠাকুর তুম পহি অরদাস।
জীউ পিংড সভ তেরি রাস॥
তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে।
তুমরি কৃপা মহি সুখ ঘনেরে॥
কোয় ন জানৈ তুমরা অন্ত।
উচ তে উচা ভগবন্ত॥
সগল সামগ্রী তুমরে সুত্রধারী।
তুমতে হোয় সু আজ্ঞাকারী॥
তুমরি গতি মিতি তুমহি জানি।
নানক দাস সদা কুরবানি॥ ৮

তুমিই ঠাকুর, তোমারানিকট নিবেদন; আত্মা এবং শরীর সকলই তোমার বস্তু।

তুমিই মাতা পিতা, আমরা তোমার সন্তান, তোমার কৃপার মধ্যেই প্রকৃত সুখ।

তোমার অন্ত কেহ জানে না।

তুমি ভগবান, উচ্চ হইতেও উচ্চ।

তোমার সূত্রে সকল সামগ্রী গাঁথা।

তোমারই সৃষ্ট বস্তু সকল, তোমারই আজ্ঞাকারী।

তোমারই গতি মতি প্রভু তুমিই জান।

নানক দাস সর্ব্বদা তোমাতেই আত্মবলি দিতেছে॥ ৮

শ্লোক । ৫

দৈনহার প্রভু ছাড়িকৈ লাগহি আন সুয়ায় ।
নানক কহুন সিঝই, বিন নাবৈ পতি যায় ॥ ১

দয়ার আধার প্রভুকে ছাড়িয়া যে অন্যতে আকৃষ্ট হয়,
নানক বলিতেছেন, সে কখনও সিদ্ধি লাভ করে না ;
নাম না পাইয়া সে পতিত হয় ॥ ১

অষ্টপদী।

দশ বস্তু লে পাছে পাবৈ।
এক বস্তু কারণ বিখোট গবাবৈ॥
এক ভি ন দেয় দশ ভি হির লেয়
তউ মূঢ়া কহু কহা করেয়॥
যিস ঠাকুর সিউ নাহি চারা।
তাকউ কিজৈ সদ নমস্কারা॥
যাকৈ মন লাগা প্রভু মিঠা।
সরব সুখ তাহু মন বুটা॥
যিস জন আপনা হুকুম মনায়া।
সব থোক নানক তিন পায়া॥ ১

ভগবানের দত্ত দশ বস্তু লইয়া তুমি নিকটে রাঁখিলে,
কিন্তু আবার এক বস্তু না পাইয়া বিশ্বাস হারাইলে।
তোমার বিশ্বাস চলিয়া যাওয়ায় তুমি সে বস্তু পাইলে না এবং দশ বস্তু যাহা ছিল তাহাও হারাইলে।
হে মূঢ়, বল তখন তুমি কি করিবে?
যে ঠাকুর ব্যতিত আর কোনও উপায় নাই,
হে মানব, তাঁহাকেই সর্ব্বদা নমস্কার কর।
যে মানুষের মনে প্রভুকে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,
তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই সুখ ও শান্তি বিরাজ করে।
যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে, নানক বলিতেছেন, সকল বস্তুই সে প্রাপ্ত হয়॥ ১

অগনত সাহু অপনি দে রাস ।
খাত পিত বরতৈ অনদ উলাস ॥
অপনি অমান কছু বহুর সাহু লেয় ।
অজ্ঞানী মন রোষ করেয় ॥
অপনি প্রতীত আপহি খোবৈ ।
বহুর উস্কা বিশ্বাস ন হোবৈ ॥
জিনকি বস্তু তিস আগৈ রাখৈ ॥
প্রভুকি আজ্ঞা মানৈ মাথৈ ।
উস্‌তে চৌগুণ করৈ নিহাল ।
নানক সাহিব সদা দয়াল ॥ ২

অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভগবান কত বস্তু দিতেছেন ।

মানুষ তাহা আহার ও পান করিতেছে ও আনন্দে ভোগ করিতেছে ।

ভগবান নিজে নির্লিপ্ত ; কিন্তু কিছু যদি আবার মানুষের নিকট হইতে ফিরাইয়া লন,

অজ্ঞানী মানুষ তাহাতে রোষ করে ।

তখনই তাহার মনের বিশ্বাস চলিয়া যায় ।

পুনরায় তাহার বিশ্বাস মনে আসে না ।

হে মানব, যাঁহার বস্তু তাঁহারই সম্মুখে রাখ ।

এবং তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া পালন কর ।

তাহা হইলে ভগবান তোমাকে চতুর্গুণ কৃতার্থ করিবেন ।

নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু সদাই দয়াল ॥ ২

অনিক ভাতি মায়া কে হেতু।
সরপর হোবত জান অনেত॥
বৃক্ষ কি ছায়া সিউরংগ লাবৈ।
ওহ বিনসৈ ওহ মন পছুতাবৈ॥
যো দিসৈ সো চালনহার।
লপট রহিও তহ অন্ধ অন্ধার॥
বটাউ সিউ যো লাবৈ নেহ।
তাকউ হাথি ন আবৈ কেহ।
মন হরিকে নামকি প্রীত সুখদাই।
কর কিরপা নানক আপ লএ লাই॥ ৩

মায়ার বস্তুতে অনেক যত্ন করিতেছ।
কিন্তু তাহা অনিত্য, চলিয়া যাইবে।
যদি কেহ বৃক্ষের ছায়ায় আনন্দ করিতে থাকে।
ছায়া চলিয়া গেলে, মনে অনুতাপ করে।
যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী।
যে ইহাতে মাতিয়া থাকে সে একেবারে অন্ধ।
যে পথিকের প্রতি প্রেম করে,
তাহার কিছুই প্রাপ্তি হয় না।
হে মন, হরি নামে প্রীতিই শান্তিকর।
নানক বলিতেছেন তিনি কৃপা করিয়া এই প্রেম দান করেন॥ ৩

মিথিয়া তন ধন কুটংব সবায়া ।
মিথিয়া হউমৈ মমতা মায়া ॥
মিথিয়া রাজ জীবন ধন মাল ।
মিথিয়া কাম ক্রোধ বিকরাল ॥
মিথিয়া রথ হস্তী অশ্ব বস্ত্রা ।
মিথিয়া রংগ সংগ মায়া পেখ হস্তা ॥
মিথিয়া ধ্রোহ মোহ অভিমান ।
মিথিয়া আপস উপর করত গুমান ॥
অস্থির ভগত সাধকি শরন ।
নানক জপ জপ জীবৈ হরিকে চরণ ॥ ৪

বৃথা তনু, ধন এবং কুটম্ববর্গ ; বৃথা অহঙ্কার এবং মায়া মমতা ।
বৃথা রাজ্য, যৌবন, ধন এবং বিষয় ।
বৃথা কাম এবং বৃথা বিকট ক্রোধ ।
বৃথা রথ, হস্তী, অশ্ব এবং বস্ত্র ।
বৃথা মায়ার রঙ্গ সঙ্গ, বৃথা দৃশ্য এবং হাস্য ।
বৃথা ক্রোধ মোহ এবং অভিমান ।
আপনাকে বড় মনে কর তাহাও বৃথা ।
সাধু ভক্তের শরণ লইয়া সাধন করাই স্থায়ী কার্য্য ।
নানক বলিতেছেন, হে জীব অহরহঃ হরির চরণ জপ কর ॥ ৪

মিথিয়া শ্রবণ পর নিংদা শুনহি।
মিথিয়া হস্ত পর দরব কউ হিরহি।
মিথিয়া নেত্র পেখত পর ত্রিয় রূপাদ।
মিথিয়া রসনা ভোজন অনস্বাদ।
মিথিয়া চরণ পর বিকারকউ ধাবহি।
মিথিয়া মন পর লোভ লুভাবহি।
মিথিয়া তন নহি পর উপকারা।
মিথিয়া বাস লেত বিকারা।
বিন বুঝে মিথিয়া সভ ভএ।
সফল দেহ, নানক, হরি হরি নাম লএ॥ ৫

কর্ণ বৃথা, যদি পরনিন্দা শ্রবণ করে।
হস্ত বৃথা, যদি তাহা পরদ্রব্য হরণ করে।
নেত্র বৃথা, যদি তাহা পর স্ত্রীর রূপ দর্শন করে।
রসনা বৃথা যদি তাহা অভোজ্য ভোজন করে।
চরণ বৃথা, যদি তাহা পরকে কষ্ট দিবার জন্য ধাবমান হয়।
মন বৃথা, যদি তাহা পরবস্তু লোভে মুগ্ধ হয়।
শরীর ধারণ বৃথা, যদি তাহা পর উপকার না করে।
বাস গৃহ বৃথা, যদি তাহাতে এই সকল বিকার হয়।
ভগবানকে না বুঝিলে সকলই বৃথা হয়।
নানক বলিতেছেন, হরি হরি নাম লইলেই দেহ সফল হয়॥ ৫

বিরথি শাকত কি আরজা।
সাচ বিনা কহ হোবত সূচা।
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দূর্গংধ।
বিন সিমরন দিন রৈণ বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা যিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
যিউ কিরপন কে নিরারথ দাম।
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলিবলি যাউ॥ ৬

শাক্ত অর্থাৎ তান্ত্রিকদিগের চেষ্টা বৃথা।
সত্য বিনা কি প্রকারে পবিত্র হওয়া যায়?
অন্ধ তনু যদি নাম না হি করে, তাহা বৃথা।
তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।
ভগবানের স্মরণ বিনা সে দিবা রাত্রি বৃথা কাটায়।
যেমন জল বিনা ক্ষেত্র শুকাইয়া যায়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতিরেকে সকল কার্য্যই বৃথা;
যেমন কৃপণের ধন নিরর্থক হইয়া থাকে।
সেই ব্যক্তিই ধন্য ধন্য, যাঁহার হৃদয়ে হরি নাম বাস করে।
নানক বলিতেছেন, সেই জনকে বলিহারি যাই॥ ৬

রহত অবর কছু, অবর কমাবত।
মন নহি প্রীত, মুখহু গংড লাবত।
জাননহার প্রভু পরবীন।
বাহর ভেখন কাহু ভীন।
অবর উপদেশৈ আপন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরৈ।
যিনকৈ অন্তর বসৈ নিরংকার।
তিসকি শিখ তরৈ সংসার।
যো তুম ভানে তিনে প্রভ যাতা।
নানক উন জন চরণ পরাতা॥ ৭

মানুষের বস্তু থাকিতেও আরও আকাঙ্ক্ষা করিতেছে;
ভিতরে প্রেম নাই মুখে ভালবাসা দেখাইতেছে।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সব জানেন।
মানুষ বাহিরে ভেখ লইয়াছে, কিন্তু ভিতরে প্রেম নাই।
অপরকে উপদেশ দেয়, নিজে কিছু করে না।
আসিতেছে, যাইতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে।
যাঁহার অন্তরে নিরঙ্কার পুরুষ বাস করেন,
তাঁহার উপদেশে সংসার তরিয়া যায়।
প্রভু, তুমি যাহাদের ভাল বাস, তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে।
নানক সেই ভক্তের চরণে পতিত হয়॥ ৭

করউ বেনতি পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
আপন কিয়া আপহি মানৈ ॥
আপহি আপ, আপি করতা নিবেরা।
কিসৈ দূর জনাবত ; কিসৈ বুঝাবত নেরা ॥
উপাব সিয়ানপ সগলতে রহত।
সভ কছু জানৈ আতমকি রহত ॥
যিস ভাবৈ তিস লয়ে লড় লায় ॥
থান থনন্তর রহিয়া সমায়।
সো সেবক যিস কিরপাকরি।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥ ৮

তাঁহাকে স্তুতি কর, পরব্রহ্ম সকল জানেন।
তিনি আপনার কার্য্য আপনি দেখিতেছেন।
তিনি আপনিই কর্ত্তা হইয়া সব করিতেছেন।
কাহাকেও জানান তিনি দূরে আছেন, কাহাকেও বুঝান তিনি নিকটে।
তিনি ধূর্ত্ততা এবং কূট বুদ্ধি রহিত।
তিনিই আত্মার গতি জানেন।
যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করেন, তাঁহাকেই তিনি নিজের বসে টানিয়া লন।
তিনি সকল স্থানেই প্রবেশ করিয়া আছেন।
সেই তাঁহার সেবক, যাহার প্রতি তিনি কৃপা করেন।
নানক বলিতেছেন, হে সাধক, প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ কর ॥ ৮

শ্লোক। ৬

কাম ক্রোধ অরু লোভ, মোহ, বিনশ যাই
অহমেব।
নানক প্রভু শরণাগতী কর প্রসাদু গুরুদেব ॥ ১

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং অহঙ্কার, তাহার নষ্ট হইয়া যায়;

নানক বলিতেছেন, যাহাকে গুরুদেব কৃপা করিয়া প্রভুর শরণাগত করিয়াছেন ॥ ১

অষ্টপদী।

যিহ প্রসাদি ছত্তীহ অন্মৃত খাহি।
তিস ঠাকুর কো রখ মন মাহি।
যিহ প্রসাদ সুগংধত তন লাবহি।
তিসকৌ সিমরত পরম গতি পাবহি॥
যিহ প্রসাদি বসহি সুখ মংদর।
তিসহি ধিয়াই সদা মন অংদর॥
যিহ প্রসাদি গৃহ সংগি সুখ বসনা।
আঠ প্রহর সিমরহু তিসু রসনা॥
যিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাইয়ৈ ধ্যাবন যোগ॥ ১

যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ ব্যঞ্জন অন্ন খাইতেছে, সেই ঠাকুরকে সদা মনোমধ্যে রাখ।

যাঁহার প্রসাদে সুগন্ধ যুক্ত শরীর পাইয়াছ, তাঁহাকে স্মরণ কর, পরম গতি লাভ করিবে।

যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ;
তাঁহাকে সতত মনোমধ্যে ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার জন্য সকল প্রকার গৃহসুখ রহিয়াছে।
অষ্ট প্রহর রসনাতে তাঁহাকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ;
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য॥ ১

যিহ প্রসাদি পাট পটংবর হডাবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি॥
যিহ প্রসাদি সুখ শেয শেইজৈ॥
মন আট পহর তাকা যশ গাবিজৈ॥
যিহ প্রসাদি তুঝ সব কোউ মানৈ।
মুখি তাকে যশ রসন বখানৈ॥
যিহ প্রসাদি তেরা রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যায় কেবল পারব্রহ্ম॥
প্রভুজি জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতিসেতী ঘর যাবহি॥ ২

যাঁহার প্রসাদে রেসমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ;
তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কি বিষয়ের জন্য লোভ করিতেছ?
যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যাতে নিদ্রা যাও;
হে মন তাঁহার যশ অষ্ট প্রহর গান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে মান্য করে,
তাঁহার যশ মুখ ও রসনা ব্যাখ্যান করুক।
যাঁহার প্রসাদে তোমার ধর্ম্ম থাকে;
হে মন, সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিলে তাঁহার দ্বারে সম্মান পাইবে;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে সম্মানের সহিত তাঁহার গৃহে যাইবে॥ ২

যিহ্ প্রসাদি অরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস্থ রাম সনেহী॥
যিহ্ প্রসাদি তেরা ওলা রহ্ত।
মন স্থখ পাবহি হরি হরি যশ কহ্ত॥
যিহ্ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন শরনী পর ঠাকুর প্রভু তাকে॥
যিস্ প্রসাদি তুঝ কো ন পঁহুচে।
মন শ্বাসি শ্বাসি সিমরুহ্ প্রভু উচে॥
যিহ্ প্রসাদি পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকি ভগতি করেহ॥ ৩

যাঁহার প্রসাদে তোমার অরোগী এবং স্বর্ণকান্তি দেহ;
হে বন্ধু সেই রামকে হৃদয়ে ধারণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর আবরণ রহিয়াছে;
হে মন, সেই হরির যশ গান করিয়া সুখ লাভ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ ঢাকিয়া যায়;
হে মন, সেই প্রভুর স্মরণাপন্ন হও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে পারে না;
হে মন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই উচ্চ প্রভুকে স্মরণ কর
যাঁহার প্রসাদে তুমি দুর্লভ দেহ পাইয়াছ;
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর॥ ৩

যিহ প্রসাদি আভূষণ পহিরিজৈ।
মন তিস্ সিমরত কেঁ্যা আলস কিজৈ॥
যিহ প্রসাদি অশ্ব হস্তি অসবারী।
মন তিস প্রভুকৌ কবহুঁ ন বিসারী॥
যিহ প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা।
রাখু পরোহা প্রভু আপনে মনা॥
যিন তেরি মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদা তিসহি ধিয়াই॥
তিসহি ধিয়াই যো এক্ অলক্ষৈ।
ইহা উহা নানক তেরি রক্ষৈ॥ ৪

যাঁহার প্রসাদে সমস্ত ভূষণ পরিধান করিতেছ;
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে অলস্য কর কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব, হস্তী যান প্রভৃতি পাইয়াছ;
হে মন সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে উদ্যান, বিষয় এবং ধন পাইয়াছ;
সেই প্রভুকে আপনার মনে বাঁধিয়া রাখ।
যিনি তোমার মনকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিতেছেন;
তাঁহাকে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
সেই এক অলক্ষ্য পুরুষকে ধ্যান কর।
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানেই রক্ষা করিবেন॥ ৪

যিহ প্রসাদি করহি পুণ্য বহু দান।
মন আঠ প্রহর করি তিসকা ধ্যান ॥
যিহ প্রসাদি তূঁ আচার ব্যোহারী।
তিস প্রভুকৌ শ্বাসি শ্বাসি চিতারী ॥
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপ ॥
যিহ প্রসাদি তেরি নীকি জাতি।
সো প্রভু সিমরহু সদা দিন রাতি ॥
যিহ প্রসাদি তেরি পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥ ৫

যাঁহার কৃপায় তুমি অনেক দান ও পুণ্য কর।
হে মন অষ্ট প্রহর তাঁহার ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি আচার ও ব্যবহারী, সেই প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সুন্দর রূপ,
সেই অনুপম প্রভুকে সদা স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ,
সেই প্রভুকে রাত্রিদিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সকলের নিকট সম্মানিত,
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদেই তাঁহার যশ গান করা যায় ॥ ৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিষমাদ॥
যিহ প্রসাদি বোলহি অমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজি বসনা॥
যিহ প্রসাদি হস্ত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সম্পূরণ ফলহি॥
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজ সমাবহি॥
ঐসা প্রভু ত্যাগি অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগহু॥ ৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শ্রবণ করিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে চক্ষু নানা প্রকার বস্তু দর্শন করিতেছ।
যাঁহার প্রসাদে রসনা মিষ্ট কথা বলিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত পদ চলিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে মানুষ সম্পূর্ণ ফল লাভ করে,
যাঁহার প্রসাদে মানব পরম গতি পায়,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও শান্তিতে মানুষ বাস করে,
সেই প্রভুকে ছাড়িয়া তুমি অপর বস্তুতে কেন লিপ্ত হইতেছ?
নানক বলিতেছেন, হে মানব, গুরু প্রসাদে জাগরিত হও॥ ৬

যিহ প্রসাদি তুঁ প্রগট সংসার।
তিন প্রভুকৌ মূল ন মনহি বিসার॥
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপ।
রে মন মূঢ় তু তাকৌ জাপ॥
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পূরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে॥
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তুঁ তাসিউ রাচ॥
যিহ প্রসাদি সভকি গতি হোই।
নানক জাপ জপৈ জপি সোই॥ ৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সন্মানিত,
সেই প্রভুকে তুমি কোন প্রকারে ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান,
রে মূঢ় মন তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়;
তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্য লাভ কর,
রে মন তুমি তাঁহাতেই রত থাক।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, তাঁহার নাম জপ কর, তিনিই জপ করিবার যোগ্য॥ ৭

অপি জপায়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়ে সু হরি গুণ গাউ॥
প্রভু কিরপাতে হোয় প্রগাশ।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাশ॥
প্রভু সুপ্রসন্ন বসৈ মন সোয়।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোয়॥
সরব নিধান প্রভু তেরি মায়া।
আপহু কছু ন কিনহু লয়া॥
যিতু যিতু লাবহু তিতু তিতু লগহি হরি নাথ।
নানক ইনকৈ কছু ন হাথ॥ ৮

তিনি আপনিই মানুষকে নাম জপ করান,
আপনিই নিজের গুণ গান করান।
প্রভুর কৃপাতেই জ্ঞান প্রকাশ পায়।
প্রভুর দয়াতেই হৃদয় কমল বিকাশ হয়।
যাঁহার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন, তাঁহারই মন প্রভুতে রত থাকে।
প্রভুর দয়াতেই মানুষের সুমতি হয়।
হে সর্ব্ব নিধান প্রভু, সকলই তোমার মায়া।
তুমি নিজে কিছুই কাহারও নিকট হইতে লও না।
হে হরি, হে নাথ, তুমি যাহাতে লাগাও তাহাতেই আমি থাকি।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কোন হাত নাই॥ ৮

শ্লোক । ৭

অগম অগাধ পরব্রহ্ম সোয় ।
যে যো কহৈ সো মুকতা হোয় ।
শুন মিতা নানক বিনবন্তা ।
সাধু জনাকি অচরজ কথা ॥ ১

সেই পরব্রহ্ম অগম্য ও অপার ।
যে তাঁহার নাম করে সেই মুক্ত হয় ।
নানক বিনয়ের সহিত বলিতেছেন, হে মিত্র,
সাধু জনের আশ্চর্য্য চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ১

অষ্টপদী।

সাধ কৈ সংগি মুখ উজল হোত।
সাধ সংগি মল সগলি খোত॥
সাধ কৈ সংগি মিটৈ অভিমান।
সাধ কৈ সংগি প্রগটৈ সুজ্ঞান।
সাধ কৈ সংগি বুঝৈ প্রভু নেরা।
সাধ সংগি সভ হোত নিবেরা॥
সাধ কৈ সংগি পায় নাম রতন।
সাধ কৈ সংগি এক উপর যতন॥
সাধ কি মহিমা বরণৈ কউন প্রাণী।
নানক সাধকি শোভা প্রভ মাহি সমানী॥১

সাধুসঙ্গে মুখ উজ্জ্বল হয়।
সাধুসঙ্গে সকল মালিন্য ধৌত হইয়া যায়।
সাধুসঙ্গে মনের অভিমান দূর হয়।
সাধুসঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে নিকটে মনে হয়।
সাধুসঙ্গে সকল নিষ্পত্তি হইয়া যায়।
সাধুসঙ্গে নামরত্ন লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে সেই একের উপর যত্ন হয়।
সাধুর মহিমা কোন জীব বর্ণনা করিতে পারে না।
নানক বলিতেছেন, সাধুর শোভা সেই ভগবানের শোভার সহিত মিলিত॥ ১

সাধ কৈ সংগি অগোচর মিলৈ।
সাধ কৈ সংগি সদা পরফুলৈ॥
সাধ কৈ সংগি আবহি বশি পংচা।
সাধ সংগি অমৃত রস ভুংচা।
সাধ সংগি হোয় সভকি রেণ।
সাধ কৈ সংগি মনোহরি বৈন॥
সাধ কৈ সংগি ন কতহু ধাবৈ।
সাধ সংগি অসথিত মন পাবৈ॥
সাধ কৈ সংগি মায়া তে ভিংন।
সাধ সংগি নানক প্রভ সুপ্রসংন॥ ২

সাধুসঙ্গে অগোচরকে পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।
সাধুসঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় বসে আসে।
সাধুসঙ্গে অমৃত রস ভোগ হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ সকলের রেণু, অর্থাৎ বিনয়ী, হয়।
সাধুসঙ্গে বাক্য সুমধুর হয়।
সাধুসঙ্গে মন এদিক ওদিক ধাবমান হয় না।
সাধুসঙ্গে মন স্থির হয়।
সাধুসঙ্গে মায়া কাটিয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গ করিলে প্রভু প্রসন্ন হ'ন॥ ২

সাধূ সংগি দুসমন সভ মিত ।
সাধূকৈ সংগি মহা পুণিত ॥
সাধ সংগি কিস সিউ নহি বৈর ।
সাধ কৈ সংগি ন বিগা পৈর ॥
সাধ কৈ সংগি নাহি কো মংদা ।
সাধ সংগি জানৈ পরমানন্দা ॥
সাধ কৈ সংগি নাহি হউ তাপ ।
সাধ কৈ সংগি তজৈ সভ আপ ॥
আপে জানৈ সাধ বড়াই ।
নানক সাধ প্রভু বনিয়াই ॥ ৩

সাধসঙ্গের গুণে শত্রু মিত্র হয় ।
সাধুসঙ্গে মানুষ পবিত্র হয় ।
সাধুসঙ্গের গুণে কাহারও সহিত বৈরতা থাকে না ।
সাধুসঙ্গের গুণে পদস্খলন হয় না ।
সাধুসঙ্গে কোন অভাব থাকে না ।
সাধুসঙ্গে মানুষ সেই পরমানন্দ পুরুষকে জানিতে পারে ।
সাধুসঙ্গের গুণে অহঙ্কারের তাপ দূর হয় ।
সাধুসঙ্গে অহমিকা চলিয়া যায় ।
হরি আপনিই সাধুর মহত্ত্ব জানেন ।
নানক বলিতেছেন, সাধুতে এবং প্রভুতে এক যোগ ॥ ৩

সাধ কৈ সংগি ন কবহু ধাবৈ।
সাধ কৈ সংগি সদা সুখ পাবৈ।
সাধ সংগি বস্তু অগোচর লহৈ।
সাধ কৈ সংগি অজরু সহৈ।
সাধ কৈ সংগি বসৈ থান উচৈ।
সাধ কৈ সংগি মহলি পহুঁচৈ।
সাধ কৈ সংগি দৃঢ়ৈ সভ ধর্ম্ম।
সাধ কৈ সংগি কেবল পারব্রহ্ম।
সাধ কৈ সংগি পায়ে নাম নিধান।
নানক সাধু কৈ কুরবান॥ ৪

সাধুসঙ্গে কখনও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে সদাই সুখ।
সাধুসঙ্গে অগোচর বস্তু পাওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে রিপুর বেগ সহ্য করিতে পারা যায়।
সাধুসঙ্গে মানুষ উচ্চ স্থান লাভ করে।
সাধুসঙ্গে সে ভগবানের গৃহে যাইতে পারে।
সাধুসঙ্গে ধর্ম্ম দৃঢ় হয়।
সাধুসঙ্গে সকল বস্তুতে পরব্রহ্মের সত্ত্বা অনুভব হয়।
সাধুসঙ্গে মানুষ নাম ধন প্রাপ্ত হয়।
নানক সর্ব্বদা সাধুকে বলিহারি যান॥ ৪

সাধ কৈ সংগি সভ কুল উধারৈ।
সাধ সংগি সাজন মিত কুঁটুংব নিস্তারৈ।
সাধু কৈ সংগি সো ধন পাবৈ।
যিস্থ ধনতে সভকো বরষাবৈ।
সাধ সংগি ধর্ম্মরাই করে সেবা!
সাধ কৈ সংগি শোভা স্থরদেবা।
সাধু কৈ সংগি পাপ পলাইন।
সাধ সংগি অম্মৃত গুণ গাইন।
সাধ কৈ সংগি সরব থান গংমি।
নানক সাধকৈ সংগি সফল জনমি॥ ৫

সাধুসঙ্গলাভে সমস্ত কুল উদ্ধার হয়।
সাধুসঙ্গ যে করে তার স্বজন, মিত্র, কুটম্ব, সকলে মুক্ত হয়।
সাধুসঙ্গে সেই পরম ধন পাওয়া যায়,
যে ধন লইয়া সাধক সকলের উপর বর্ষণ করেন।
সাধুসঙ্গ হইলে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ যম সেবা করে।
সাধুসঙ্গে সুর ও দেবতার শোভা লাভ হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ পলায়ন করে।
সাধুসঙ্গে অমৃতের গুণ গান করে।
সাধুসঙ্গে সকল স্থানে যাওয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গলাভে জন্ম সফল হয়॥ ৫

সাধ কৈ সংগি নহি কছু ঘাল।
দর্শন ভেট হোত নিহাল।
সাধ কৈ সংগি কলুষত হরৈ।
সাধ কৈ সংগি নরক পরহরৈ।
সাধ কৈ সংগি ইহা উহা সুহেলা।
সাধ সংগি বিছুরত হরি মেলা।
যো ইচ্ছে সোই ফল পাবৈ।
সাধ কৈ সংগি ন বিরথা যাবৈ।
পরব্রহ্ম সাধ রিদ বসৈ।
নানক উধরৈ সাধ শুনি রসৈ॥ ৬

সাধুসঙ্গে কোন বিপদ নাই।
সাধু দর্শন ও সাধু সঙ্গ লাভে মানুষ পবিত্র হয়।
সাধুসঙ্গে পাপ দূর হয়।
সাধুসঙ্গ লাভ হইলে নরকে যাইতে হয় না।
সাধুসঙ্গে ইহলোক ও পরলোক সুখকর হয়।
সাধুসঙ্গ ঘটিলে মানুষ হরিকে হারাইলেও আবার পায়।
সাধুসঙ্গের গুণে মানুষ যা ইচ্ছা করে সেই ফলই পায়।
সাধুসঙ্গ কখনও বৃথা যায় না।
পরব্রহ্ম সাধুর হৃদয়ে বাস করেন।
নানক বলিতেছেন, সাধুসঙ্গে জীবন সার্থক হয়॥ ৬

সাধ কৈ সংগি শুনউ হরি নাউ।
সাধ সংগি হরি কৈ গুণ গাউ।
সাধ কৈ সংগি ন মনতে বিসরৈ।
সাধ সংগি সরপর নিসতরৈ।
সাধ কৈ সংগি লাগৈ প্রভু মিঠা।
সাধ কৈ সংগি ঘট ঘট ডিঠা।
সাধ সংগি ভয়ে আজ্ঞাকারী।
সাধ সংগি গতি ভই হমারি।
সাধ কৈ সংগি মিটৈ সভ রোগ।
নানক সাধ ভেট সংযোগ ॥ ৭

সাধুসঙ্গে হরিনাম শ্রবণ কর।
সাধুসঙ্গে হরিগুণ গান কর।
সাধুসঙ্গে মন হইতে প্রভুর বিস্মরণ হয় না।
সাধুসঙ্গে অবশেষে তুমি উদ্ধার হও।
সাধুসঙ্গে প্রভুকে মিষ্ট লাগে।
সাধুসঙ্গে সর্ব্বঘটে প্রভুর দর্শন হয়।
সাধুসঙ্গে প্রভুর আজ্ঞাকারী হওয়া যায়।
সাধুসঙ্গে আমাদের সুগতি হয়।
সাধুসঙ্গে সকল রোগ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন সাধুর দর্শন ভাগ্যগুণে হয়॥ ৭

সাধকি মহিমা বেদ ন জানহি।
যেতা শুনহি তেতা বখিয়ানহি।
সাধকি উপমা তিহু গুণেতে দূরি।
সাধকি উপমা রহি ভরপূরি।
সাধকি শোভাকা নাহি অন্ত।
সাধকি শোভা সদা বে অন্ত।
সাধকি শোভা উচতে ঊচী।
সাধকি শোভা মুচতে মুচী।
সাধকি শোভা সাধ বনিয়াই।
নানক সাধ প্রভ ভেদ ন ভাই॥ ৮

সাধুর মহিমা বেদ জানে না;
যতটুকু শুনিয়াছে, ততটুকু মাত্র ব্যাখ্যা করে।
সাধুর স্বভাব ত্রিগুণের অতীত।
সাধুর মহিমা সর্ব্বদাই পূর্ণ।
সাধুর শোভার অন্ত নাই।
সাধুর শোভা অনন্ত।
সাধুর শোভা উচ্চ হইতেও উচ্চ।
সাধুর শোভা বৃহৎ হইতেও বৃহৎ।
সাধুর শোভা সাধুতেই সাজে।
নানক বলিতেছেন, হে ভ্রাতঃ, সাধুতে ও প্রভুতে ভেদ নাই॥ ৮

শ্লোক । ৮

মন সাচা মুখ সাচা সোয় ।
অবর ন পেখৈ একস বিন কোঁয় ।
নানক এহ লছন ব্রহকজ্ঞানী হোয় ॥ ১

যাঁহার মন সত্য, যাঁহার বাক্য সত্য, এবং যিনি এক ব্যতিত অন্ত কিছু দেখেন না, নানক বলিতেছে, এই সকল লক্ষণেই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া জানিবে ॥ ১

অষ্টপদী।

ব্রহমজ্ঞানী সদা নিরলেপ।
যৈসে জল মহি কমল অলেপ॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা নিরদোখ।
যৈসে সুর সরব কউ সোখ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ দৃষ্টি সমান।
যৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ ধীরজ এক।
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কাউ চংদন লেপ
ব্রহমজ্ঞানী কা ইহৈ গুণাউ।
নানক যিউ পাবক কা সহজ শুভাউ॥ ১

ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই নির্লিপ্ত,
যেমন জলমধ্যে কমল অলিপ্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাই দোষশূন্য,
যেমন সূর্য্য সকলকেই শোধন করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি সমান;
যেমন পবন, রাজা এবং দরিদ্র উভয়েতেই বহিয়া থাকে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ধৈর্য্য এক ভাবে থাকে, পৃথিবীর ন্যায়; যেমন পৃথিবীকে কেহ খনন করুক, বা কেহ বা চন্দন লেপন করুক,
তাহাতে রুষ্ট বা তুষ্ট হয়েন না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর এই সকল গুণ স্বভাবসিদ্ধ, নানক বলিতেছেন, যেমন অগ্নির গুণ স্বাভাবিক॥ ১

ব্রহমজ্ঞানী নিরমল তে নিরমলা।
যৈসে মৈল ন লাগৈ জলা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন হোয় প্রগাশ।
যৈসে ধর উপর আকাশ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মিত্র শত্রু সমান।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাহি অভিমান॥
ব্রহমজ্ঞানী ঊচতে ঊচা।
মন অপনৈ হৈ সভতে নীচা॥
ব্রহমজ্ঞানী সে জন ভয়ে।
নানক যিন প্রভু আপ করয়ে॥ ২

ব্রহ্মজ্ঞানী নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল,
যেমন জলেতে মলা লাগে না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তর আলোকময়,
যেমন পৃথিবীর উপর আকাশ অবস্থিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট শত্রু মিত্র সমান।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমান নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতেও উচ্চ,
কিন্তু তিনি আপনাকে সকলের নীচ জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেই হইতে পারে,
নানক বলিতেছেন, যাহাকে প্রভু আপনি ব্রহ্মজ্ঞানী করেন॥ ২

ব্রহমজ্ঞানী সগল কি রীনা।
আতম রস ব্রহমজ্ঞানী চিনা॥
ব্রহমজ্ঞানী কি সভ উপর ময়া।
ব্রহমজ্ঞানী তে কছু বুরা ন ভয়া॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা সমদরশী।
ব্রহমজ্ঞানী কি দৃষ্টি অম্রিত-বরষী॥
ব্রহমজ্ঞানী বন্ধন তে মুকুতা।
ব্রহমজ্ঞানী কি নিরমল যুগতা॥
ব্রহমজ্ঞানী কা ভোজন গিয়ান।
নানক ব্রহমজ্ঞানীকা ব্রহম ধিয়ান॥ ৩

ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের রেণু।
ব্রহ্মজ্ঞানী আত্মার রহস্য চিনিয়াছেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকলের উপর দয়া।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দ্বারা কাহারও কিছু অনিষ্ট হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বদা সমদর্শী।
ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি অমৃত বর্ষণ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধন হইতে মুক্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর যুক্তি নির্ম্মল।
ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানই আহার।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মই ধ্যান॥ ৩

ব্রহমজ্ঞানী এক উপর আশ।
ব্রহমজ্ঞানীকা নহি বিনাশ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ গরিবী সমাহা।
ব্রহমজ্ঞানী পর উপকার উমাহা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাহী ধন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী লে ধাবত বন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় সুভলা।
ব্রহমজ্ঞানী সুফল ফলা॥
ব্রহমজ্ঞানী সঙ্গ সগল উধার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী জপৈ সগল সংসার॥ ৪

ব্রহ্মজ্ঞানীর আশা একেরই উপর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই॥
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনয়েতেই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর পরোপকারই সন্তোষ॥
ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্ম্ম নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানী চঞ্চল মনকে বন্ধন করিয়াছেন॥
ব্রহ্মজ্ঞানীর শুভ হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সুফল লাভ হয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত সকলের উদ্ধার হয়।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল সংসার পূজা করে॥ ৪

ব্রহমজ্ঞানী কৈ একৈ রংগ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ বসৈ প্রভ সংগ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাম অধার।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাম পরবার॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা সদ জাগত।
ব্রহমজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি তিয়াগত॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন পরমানন্দ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ ঘর সদা আনংদ॥
ব্রহমজ্ঞানী সুখ সহজ নিবাস।
নানক ব্রহমজ্ঞানীকা নহি বিনাশ॥ ৫

ব্রহ্মজ্ঞানীর মনের একই অবস্থা।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত ব্রহ্ম থাকেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই আধার।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ভগবৎ নামই সঙ্গী।
ব্রহ্মজ্ঞানী সতত জাগ্রত।
ব্রহ্মজ্ঞানী অহং-বুদ্ধি-হীন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে পরমানন্দ বিরাজ করে।
ব্রহ্মজ্ঞানীর ঘরে সদাই আনন্দ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সুখে ও শান্তিতে বাস করেন।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীর বিনাশ নাই॥৫

ব্রহমজ্ঞানী ব্রহমকা বেতা।
ব্রহমজ্ঞানী এক সংগ হেতা॥
ব্রহমজ্ঞানীকৈ হোয় অচিংত।
ব্রহনজ্ঞানীকা নিরমল মংত॥
ব্রহমজ্ঞানী যিস করৈ প্রভ আপ।
ব্রহমজ্ঞানী কা বড় পরতাপ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা দরশ বড়ভাগী পাইয়ৈ
ব্রহমজ্ঞানী কউ বলি বলি যাইয়ৈ॥
ব্রহমজ্ঞানী কউ খোজহি মহেশ্বর।
নানক ব্রহমজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর॥ ৬

জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ হয়েন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সেই একের সঙ্গে প্রেম।
ব্রহ্মজ্ঞানীর চিন্তা নাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মত নির্ম্মল।
যাহাকে প্রভু ব্রহ্মজ্ঞানী করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে
ব্রহ্মজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রতাপ।
সৌভাগ্যশালীরাই ব্রহ্মজানীর দর্শন পায়।
ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলিহারী যাই।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অনুসন্ধান মহেশ্বর করেন।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং পরমেশ্বর॥ ৬

ব্রহমজ্ঞানীকি কিমত নাহি।
ব্রহমজ্ঞানীকৈ সংগল মনমাহি॥
ব্রহমজ্ঞানীকা কউন জানৈ ভেদ।
ব্রহমজ্ঞানী কউ সদা আদেশ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা কথিয়া না যায় অধাখর।
ব্রহমজ্ঞানী সরব কা ঠাকুর॥
ব্রহমজ্ঞানী কি মতি কউন বাখানৈ।
ব্রহমজ্ঞানী কি গতি ব্রহমজ্ঞানী জানৈ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা অন্ত ন পার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী কউ সদা নমস্কার॥ ৭

ব্রহ্মজ্ঞানীর মূল্য নির্দ্দেশ হয় না।
ব্রহ্মজ্ঞানীর মনোমধ্যে সকল বস্তু।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে জানিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীকে সর্ব্বদা নমস্কার করি।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্দ্ধ অক্ষরও বর্ণনা করা যায় না।
ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের ঈশ্বর।
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় কে বলিতে পারে?
ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানীই জানেন।
ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ত বা পার নাই।
নানক ব্রহ্মজ্ঞানীকে সদা নমস্কার করিতেছেন॥ ৭

ব্রহমজ্ঞানী সভ সৃষ্টিকা করতা।
ব্রহমজ্ঞানী সদা জীব নহি মরতা॥
ব্রহমজ্ঞানী মুকুত যুগত জীয়কা দাতা।
ব্রহমজ্ঞানী পূরণ পুরুষ বিধাতা॥
ব্রহমজ্ঞানী অনাথ কা নাথ।
ব্রহমজ্ঞানী কা সভ উপর হাথ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা সগল অকার।
ব্রহমগিয়ানী আপ নিরংকার।
ব্রহমজ্ঞানী কি শোভা ব্রহমজ্ঞানী বনী।
নানক ব্রহমজ্ঞানী সরব কা ধনী॥ ৮

ব্রহ্মজ্ঞানী সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা জীবিত, মৃত হয়েন না।
ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষের মুক্তি ও বিবেকের দাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী পূর্ণ-পুরুষ বিধাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী অনাথের আশ্রয়।
ব্রহ্মজ্ঞানীর হস্ত সকলের উপর প্রসারিত।
ব্রহ্মজ্ঞানীর সকল সৃষ্ট-বস্তুর উপর অধিকার।
ব্রহ্মজ্ঞানীই স্বয়ং নিরঙ্কার পুরুষ।
ব্রহ্মজ্ঞানীর শোভা ব্রহ্মজ্ঞানীতেই সাজে।
নানক বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী সকল ধনে ধনী॥ ৮

শ্লোক। ৯

উরধারে যো অন্তর নাম।
সরম মৈ পেখৈ ভগবান।
নিমখ নিমখ ঠাকুর নমস্কারৈ।
নানক ওহু অপরশ সগল নিসতারৈ॥ ১

যিনি নামকে হৃদয়ে ধারণ করেন,
তিনি সকল বস্তুতেই ভগবান্‌কে দর্শন করেন।
তিনি প্রতি নিমেষে ঠাকুরকে নমস্কার করেন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না,
তিনি সকলকে উদ্ধার করেন॥ ১

অষ্টপদী।

মিথিয়া নাহি রসনা পরশ।
মন মহি প্রীতি নিরঞ্জন দরশ॥
পরত্রীয় রূপ ন পেখৈ নেত্র।
সাধকি টহল সন্ত সঙ্গ হেত॥
কারণ ন শুনৈ কাহুকি নিন্দা।
সভতে জানৈ আপস কউ মংদা॥
গুরু প্রসাদি বিষ্যা পরহরৈ।
মন কি বাসনা মনতে টরৈ॥
ইন্দ্রিজীত পঞ্চ দোষতে রহত।
নানক্ কোটী মধ্যে কো ঐসা অপরশ॥ ১

যার রসনা মিথ্যা স্পর্শ করে না,
যার মনে নিরঞ্জন দর্শনে প্রীতি,
যার নেত্রে পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করে না,
যে সাধু সেবা করে এবং সাধু সঙ্গে যার প্রীতি,
যার কর্ণ কাহারও নিন্দা শুনে না,
যে আপনাকে সকলের অপেক্ষা নীচ জানে,
গুরু প্রসাদে যে বিষয়-বাসনা ছাড়িয়াছে,
যে মনের বাসনা মনেই মিটাইয়া লয়,
যে ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে, এবং পঞ্চ দোষ যাহার দূর হইয়াছে,
নানক বলিতেছেন, এমন ব্যক্তি কোটি মধ্যে একজন পাওয়া যায়॥ ১

বৈষনী সো যিস উপর সুপ্রসংন।
বিষণ কি মায়াতে হোয় ভিংন॥
কর্ম্ম করত হোবৈ নিহ কর্ম্ম।
তিন বৈষনী কা নির্ম্মল ধর্ম্ম॥
কাহু ফল কি ইচ্ছা নহি বাছৈ।
কেবল ভগতি কীরতন সঙ্গ রাচৈ॥
মন তন অন্তরি সিমরণ গোপাল।
সভ উপর হোবত কিরপাল॥
আপি দৃঢ়ৈ অবরহ নাম জপাবৈ।
নানক ওহ বৈষনী পরমগতি পাবৈ॥ ২

সেই বৈষ্ণব, যার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন।
তিনি বিষ্ণুমায়া হইতে ভিন্ন।
তিনি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যান।
তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল।
কোন ফলেরই তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না।
তিনি কেবল ভক্তি কীর্ত্তনেই মগ্ন থাকেন।
তাঁহার শরীর এবং মন কেবল গোপালের স্মরণেই নিযুক্ত।
সকলের উপরেই তিনি দয়ালু।
আপনি দৃঢ়রূপে নামকে ধরিয়া থাকেন এবং অপরকে নাম জপান।
নানক বলিতেছেন, এমন বৈষ্ণব পরম গতি পাইয়া থাকেন॥ ২

ভগউতী ভগবন্ত ভগতি কা রঙ্গ।
সগল তিয়াগৈ দুষ্ট কা সঙ্গ॥
মনতে বিনশৈ সগল ভরম।
করি পূজৈ সগল পারব্রহ্ম॥
সাধ সঙ্গি পাপ মল খোবৈ।
তিস ভগউতী কি মতি উতম হোবৈ॥
ভগবন্ত কি টহল করৈ নিতনিতি।
মন তন অরপৈ বিষণ প্রীতি॥
হরিকে চরণ হিরদৈ বসাবৈ।
নানক ঐসা ভগউতী ভগবন্ত কউ পাবৈ॥ ৬

সেই ভগবদ্ভক্ত, ভগবানের ভক্তিতে যার আনন্দ।
সে সকল প্রকার দুষ্ট সঙ্গ ত্যাগ করে।
সে মন হইতে সকল ভ্রম নাশ করে।
সে সকল বস্তুতে পরব্রহ্ম জ্ঞানে পূজা করে,
এবং সে সাধুসঙ্গে পাপের মল দূর করে।
সেই ভক্তেরই মতি উত্তম হয়;
সে ভগবানের সেবা নিত্য নিত্য করে;
সে শরীর মন বিষ্ণুর প্রীতিতে অর্পণ করে;
সে হরির চরণ হৃদয়ে ধারণ করে।
নানক বলিতেছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানকে লাভ করেন॥ ৩

সো পণ্ডিত যো মন পরবোধৈ।
রাম নাম আতম মহি শোধৈ॥
রাম নাম সার রস পিবৈ।
উস্ পণ্ডিত কৈ উপদেশ জগ জীবৈ॥
হরি কি কথা হিরদৈ বসাবৈ।
সো পণ্ডিত ফির যোনি ন আবৈ॥
বেদ পুরাণ সিম্বৃত বুঝৈ মূল।
সুখম মহি জানৈ অস্থূল॥
চাহ বরনা কউ দে উপদেশ।
নানক উস পণ্ডিত কউ সদা আদেশ॥ ৪

সেই পণ্ডিত যে মনে সন্তোষ রাখে এবং যে আপনাকে শোধন করিবার জন্য রাম-নাম করে।

যে রাম-নাম সার রস পান্ করে,
সেই পণ্ডিতের উপদেশে জগৎ বাঁচিয়া থাকে।
সেই পণ্ডিত হরি-কথা হৃদয়ে বসায়,
সে আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না;
সে বেদ পুরাণ ও স্মৃতির মূলকে বুঝিতে পারে,
সে সূক্ষ্ম মধ্যে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে,
সে চারি বর্ণকে উপদেশ প্রদান করে।
নানক বলিতেছেন, সেই পণ্ডিতকে সদা নমস্কার॥ ৪

বীজ মন্ত্র সরব কউ জ্ঞান।
চাহু বরণা মহি জপৈ কোউ নাম॥
যো যো জপৈ তিসকি গতি হোয়।
সাধ সঙ্গি পাবৈ জন কোয়॥
করি কিরপা অন্তরি উরধারৈ।
পশু প্রেত মুগধ পাথর কউ তারৈ॥
সরব রোগ কা ঔষধ নাম।
কলিয়াণ রূপ মঙ্গল গুণ গাম॥
কহু যুগত কিতৈ ন পাইঐ ধর্ম্ম।
নানক তিস মিলৈ যিস লিখিয়া ধুর করমি॥ ৫

বীজ মন্ত্র সকল জ্ঞানের সার।
চারিবর্ণের মধ্যে ভাগ্যক্রমে কেহ কেহ নাম জপ করে।
যে জপ করে তার গতি হয়।
সাধুসঙ্গে কোন কোন ভাগ্যবান্ নাম লাভ করে।
নাম-ব্রহ্ম কৃপা করিয়া হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন,
পশু, প্রেত, মুগ্ধ এবং পাথরকে তরান।
নাম, সকল রোগের ঔষধ।
ইহা কল্যাণকর এবং মঙ্গলের আধার।
কোন প্রকার যুক্তি বা ধর্ম্মকার্য্যে আসল ধর্ম্মলাভ হয় না।
নানক বলিতেছেন, সেই সে বস্তু লাভ করে, যার পূর্ব্বের লেখাও ভাগ্য সুপ্রসন্ন॥ ৫

যিসকি মনি পারব্রহ্ম কা নিবাস।
তিসকা নাম সতি রামদাস ॥
আতমরাম তিস নদরি আয়া।
দাস দসংতন ভায় তিন পায়া ॥
সদা নিকট নিকট হরি জান।
সো দাস দরগহ পরবান ॥
অপুনৈ দাসকউ আপি কিরপা-করৈ।
তিস দাসকউ সভ সোঝি পরৈ ॥
সগল সংগি আতম উদাস।
ঐসি যুগতি নানক রামদাস ॥ ৬

যাঁর মনে পরব্রহ্মের বাস,
তাঁর নাম সত্য রামদাস।
আত্মারাম তাঁর দৃষ্টিপথে আসেন।
সেই ভক্ত দাসের দাস হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন।
তিনি হরিকে সর্ব্বদা নিকটে বলিয়া জানেন।
সেই দাস ভগবানের দ্বারে সম্মানিত হন।
প্রভু আপনার দাসকে আপনি কৃপা করেন।
সেই দাসের দৃষ্টিপথে সকল বস্তু আসে।
তিনি সকলের মধ্যে থাকেন অথচ নিঃসঙ্গ।
নানক বলিতেছেন, রামদাসের এইরূপ যুক্তি ॥ ৬

প্রভু কি আজ্ঞা আতম হিতাবৈ।
জীবন মুকত সোউ কহাবৈ॥
তৈসা হরষ, তৈসা উস শোগ।
সদা অনংদ, তহ নহি বিয়োগ॥
তৈসা সুবরণ, তৈসা উস্ মাটী।
তৈসা অমৃত, তৈসা বিষ খাটী॥
তৈসা মান, তৈসা অপমান।
তৈসা রংক, তৈসা রাজান॥
যো বরতায় সাই যুগত।
নানক উহ পুরুষ কহিয়ৈ জীবন মুকত॥ ৭

যে আত্মার হিতের জন্য প্রভুর আজ্ঞার অনুসরণ করে, তাহাকে জীবনমুক্ত বলে।

তাহার পক্ষে যেমন হর্ষ তেমনি শোক;
সে সদাই আনন্দে মগ্ন; ভগবান হইতে বিচ্যুত হয় না।
তার কাছে সুবর্ণ এবং মাটি সমান।
তার কাছে অমৃত এবং বিষ সমান।
তার কাছে মান এবং অপমান দুই সমান।
তার কাছে যেমন ভিখারী তেমনি রাজা।
যার এইরূপ যুক্তি আছে,
নানক বলিতেছেন, সেই জীবনমুক্ত॥ ৭

পরব্রহ্মকে সগল ঠাউ।
যিত যিত ঘর রাখৈ, তৈসা তিন নাউ॥
আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভ ভাবৈ সেই ফুনি হোগ॥
পসরিয়ো আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন যাহি পরব্রহ্মকে রঙ্গ॥
যৈসি মত দেয়, তৈসা প্রগাশ।
পরব্রহ্ম করতা অবিনাশ॥
সদা সদা সদা দয়াল।
সিমর সিমর নানক ভয়ে নিহাল॥ ৮

পরব্রহ্মের আবাস সকল স্থান।

যেমন যেমন স্থানে জীবকে রাখেন, তেমনি তেমনি নাম করণ করেন।

তিনি আপনিই সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং সৃষ্টি করেন।

যাহা যাহা তিনি ভাবেন, তাহাই হয়।

তিনি আপনাকে প্রসারিত করিয়া অনন্ত হ'ন।

তাঁহার রঙ্গ মনে ধারণা হয় না।

যাহাকে যতটুকু বুঝিবার শক্তি দেন, সে ততটুকু বুঝে।

সেই কর্ত্তা পরব্রহ্ম অবিনাশী।

নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম॥ ৮

শ্লোক । ১০

উস্‌তত করহি অনেক জন অংত ন পারাবার ।
নানক, রচনা প্রভ রচি বহুবিধ অনেক প্রকার ॥১

সেই অনন্ত পরমেশ্বরের স্তুতি কত ব্যক্তি করিতেছে।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু কত অসংখ্য প্রকারের রচনাই রচিয়াছেন॥ ১

অষ্টপদী।

কই কোট হোয়ে পূজারী।
কই কোট আচার বিউহারী।
কই কোট ভয়ে তীরথবাসী।
কই কোন বন ভ্রমহি উদাসী।
কই কোট বেদ কে শ্রোতে।
কই কোট তপীস্থর হোতে।
কই কোট অতম ধিয়ান ধারহি।
কই কোট কবি কবি বিচারহি।
কই কোট নবতন নাম ধিয়াবহি।
নানক করতে কা অংতু ন পাবহি॥ ১

কত কোটি ব্যক্তি ভগবানের পূজারী হইয়া আছেন।
কত কোটি ব্যক্তি আচার ব্যবহারী হইয়া আছেন।
কত কোটি ব্যক্তি তীর্থে বাস করিতেছেন।
কত কোটি উদাসী হইয়া বনে ভ্রমণ করিতেছেন।
কত কোটি বেদের শ্রোতা।
কত কোটি তপস্বী।
কত কোটি আত্মার ধ্যানে মগ্ন।
কত কোটি কবি হইয়া কবিতার বিচার করিতেছেন।
কত কোটি সাধক সেই নিত্য নূতন নামেতে রত থাকেন।
নানক বলিতেছেন, কর্ত্তার অন্ত কেহ পায় না॥ ১

কই কোট ভয়ে অভিমানী।
কই কোট অংধ অগিয়ানী।
কই কোট কিরপন কঠোর।
কই কোট অভিগ আতম নিকোর।
কই কোট পর দরবকউ হিরহি।
কই কোট পর দুখনা করহি।
কই কোট মায়া শ্রম মাহি।
কই কোট পর দেশ ভ্রমহি।
যিত যিত লাবহু তিত লগনা।
নানক করতে কি জানহি করতা রচনা ॥ ২

কত কোটি ব্যক্তি অভিমানী।
কত কোটি অন্ধ অজ্ঞানী।
কত কোটি ব্যক্তি কঠোর কৃপণ।
কত কোটি ব্যক্তি অভিজ্ঞ, কিন্তু আত্ম বিষয়ে অন্ধ।
কত কোটি ব্যক্তি পরদ্রব্য হরণ করিতেছে।
কত কোটি ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দিতেছে।
কত কোটি মায়ার ঘোরে শ্রম করিতেছে।
কত কোটি ব্যক্তি পরদেশে ভ্রমণ করিতেছে।

যে যে বিষয়ে যাহাকে প্রভু নিযুক্ত করিয়াছেন, সে তাহাতেই লাগিয়া আছে।

নানক বলিতেছেন, সেই কর্ত্তার কার্য্য কর্ত্তাই জানেন ॥ ২

কই কোট সিধ যতী যোগী।
কই কোট রাজে রস ভোগী।
কই কোট পংখা সরপ উপায়ে।
কই কোট পাথর বিরখ নিপজায়ে।
কই কোট পবন পানী বৈসংতর।
কই কোট দেশ ভূমংণ্ডল।
কই কোট শশী অর সূর নিথত্র।
কই কোট দেব দানব ইন্দ্র শিরছত্র।
সগল সমগ্রী অপনৈ সূত্র ধারৈ।
নানক যিস্ যিস্ ভাবৈ তিস তিস নিসতারৈ ॥৩

কত কোটি সিদ্ধ, যতী এবং যোগী হইয়া আছেন।
কত কোটি রাজা হইয়া রসভোগ করিতেছেন।
কত কোটি পক্ষী সর্প সৃষ্ট হইয়াছে।
কত কোটি বৃক্ষ প্রস্তর রহিয়াছে।
কত কোটি পবন, জল এবং অগ্নি।
কত কোটি দেশ এবং ভূমণ্ডল।
কত কোটি শশী, সূর্য্য এবং নক্ষত্র।
কত কোটি দেব দানব এবং ইন্দ্র রাজা।
সকল বস্তুর সূত্রধারী পুরুষ তিনিই।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকেই উদ্ধার করেন ॥ ৩

কই কোট রাজস তামস সাতক।
কই কোট বেদ পুরান সিংমৃত অরু শাসত।
কই কোট কিয়ে রতন সমুংদ।
কই কোট নানা প্রকার জংত।
কই কোট কিযে চিরজীবৈ।
কই কোট গিরি মের স্মরণ থীবৈ।
কই কোট যক্ষ কিংনর পিশাচ।
কই কোট ভূত প্রেত শূকর মৃগাচ।
সভতে নেরৈ সভহুতে দূরি।
নানক, আপি অলিপত বহিয়া ভরপূরি ॥ ৪

কত কোটি রজ তম এবং সত্ত্বগুণযুক্ত।
কত কোটি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং শাস্ত্র।
কত কোটি রত্ন সমুদ্র।
কত কোটি কোটি প্রকারের জন্তু।
কত কোটি দীর্ঘ জীবন বিশিষ্ট জীব।
কত কোটি হীরক এবং স্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।
কত কোটি যক্ষ, কিন্নর এবং পিশাচ।
কত কোটি ভূত, প্রেত, শূকর এবং মৃগ।
সকলের নিকটে তিনি, আবার তিনি সকলের দূরে।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন ॥ ৪

কই কোট পাতালকে বাসী।
কই কোট নরক স্বরগ নিবাসী।
কই কোট জনমহি জীবহি মরহি।
কই কোট বহু যোনি ফিরহি।
কই কোট বৈঠত হি খাহি।
কই কোট ঘালহি থকি পাহি।
কই কোট কিয়ে ধনবংত।
কই কোট মায়া মাহি চিংত।
যহ যহ ভানা, তহ তহ রাখৈ।
নানক সভ কিছু প্রভক হাথৈ॥ ৫

কত কোটি পাতাল বাসী।
কত কোটি নরক এবং স্বর্গবাসী।
কত কোটি জন্মিতেছে, বাঁচিয়া আছে, আবার মরিতেছে।
কত কোটি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে।
কত কোটি বসিয়া বসিয়া আহার পাইতেছে।
কত কোটি খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত হইতেছে।
কত কোটিকে ধনবান করিয়াছেন।
কত কোটি মায়ায় পড়িয়া চিন্তা মগ্ন।
যেখানে যাহাকে রাখিবার ইচ্ছা তিনি সেখানে তাহাকে রাখেন।
নানক বলিতেছেন, সকলই প্রভুর হাথে॥ ৫

কই কোট ভয়ে বৈরাগী ।
রাম নাম সংগি তিন লিবলাগী ।
কই কোট প্রভকউ খোঁজতে ।
আতম মহি পারব্রহ্ম লহংতে ।
কই কোট দরশন প্রভ পিয়াস ।
তিনকউ মিলিয়ো প্রভু অবিনাশ
কই কোট মাগহি সতসংগ ।
পারব্রহ্ম তিন লাগা রংগ ।
যিনকউ হোয়ে আপি সুপ্রসংন ।
নানক তে জন সদা ধংন ধংন ॥ ৬

কত কোটি বৈরাগী হইয়াছেন ;
তাঁহারা রাম নামে মগ্ন ।
কত কোটি প্রভুকে অন্বেষণ করিতেছেন ;
তাঁহারা আত্মমধ্যে সেই পরব্রহ্মকে লাভ করেন ।
কত কোটি প্রভুর দর্শন পিপাসু ;
তাহারা সেই অবিনাশী প্রভুকে প্রাপ্ত হন ।
কত কোটি সৎসঙ্গ অন্বেষণ করেন ;
পরব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট নিজের লীলা প্রকাশ করেন ।
যাঁহাদের প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন হন,
নানক বলিতেছেন, তাঁহারাই সদা ধন্য ॥ ৬

কই কোট খানী আর খণ্ড।
কই কোট আকাশ ব্রহ্মাণ্ড।
কই কোট হোয়ে অবতার।
কই যুগত কিনো বিস্থার।
কইবার পসরিয়ো পাসার।
সদা সদা এক একংকার।
কই কোট কিনে বহু ভাতি।
প্রভতে হোয় প্রভ মাহি সমাতি।
তাকা অংত ন জানৈ কোয়।
আপে আপ নানক প্রভ সোয়॥ ৭

কত কোটি খনী এবং ভুখণ্ড।

কত কোটি আকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ড।

কত কোটি অবতার হইয়াছেন এবং কৌশল বিস্তার করিয়াছেন।

কত বার এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে।

সেই এক, একই চির বর্ত্তমান।

কত কোটি কত প্রকারের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেই প্রভু হইতে সকল হয় এবং প্রভুতেই প্রবেশ করে।

তাঁহার অন্ত কেহ জানে না।

নানক বলিতেছেন, তিনি আপনিই আপনাকে জানেন॥ ৭

কই কোট পারব্রহ্মকে দাস ।
তিন হোবত আতম প্রগাশ ।
কই কোট ততকে বেতে ।
সদা নিহারহি একো নেত্রে ।
কই কোট নাম রস পিবহি ।
অমর ভয়ে সদ সদ হি জীবহি ।
কই কোট নাম গুণ গাবহি ।
আতম রস সুখ সহজি সমাবহি ।
অপনে জন কউ শ্বাস শ্বাস সমারে ।
নানক ওয় পরমেস্থর কে পিয়ারে ॥ ৮

কত কোটি পরব্রহ্মের দাস ;
তাঁহাদের হৃদয়ে আত্মালোক প্রকাশ পায় ।
কত কোটি তত্ত্ববেত্তা,
সেই এককে সদা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন !
কত কোটি নাম রস পান করিতেছেন ;
অমর হইয়া চির জীবন লাভ করিতেছেন !
কত কোটি তাঁহার নাম গুণ গান করিতেছেন,
এবং আত্মরসে সহজ আনন্দে নিমগ্ন আছেন !
তাঁহারা আপনার হরিকে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করেন ।
নানক বলিতেছেন, তাঁহারাই পরমেশ্বরের প্রিয় ॥৮

শ্লোক। ১১

করণ কারণ প্রভু এক হৈ, দুসর নাহি কোয়।
নানক তিস বলিহারনৈ, জল থল মহীঅলি সোয়॥ ১

সেই কারণের কারণ হরি, এক বই দুই নহেন।
তিনি জলে স্থলে এবং পৃথিবীর উপরে; নানক তাঁহাকে বলিহারি যান॥ ১

অষ্টপদী।

করণ করাবন করণৈ যোগ।
যো তিস ভাবৈ সোই হোগ।
খিন মহি থাপিউ থাপন হার।
অংত নহি কিছু পারাবার।
হুকমে ধার অধর রহাবৈ।
হুকমে উপজৈ হুকমে সমাবৈ।
হুকমে উচ নীচ বিউহার।
হুকমে অনিক রঙ্গ পরকার।
কর কর দেখৈ আপনি বড়িয়াই।
নানক সভ মহি রহিয়া সমাই॥ ১

তিনি কারণের কারণ, তিনিই সৃজন করিতে সমর্থ।
তিনি যাহা ভাবেন, তাহাই হয়।
ক্ষণ মধ্যে সৃষ্টি করেন, আবার ক্ষণমধ্যে নাশ করেন।
সেই পরাবর পুরুষের অন্ত নাই।
তাঁহার হুকুমেই এই পৃথিবী সংরক্ষিত রহিয়াছে।
তাঁহার হুকুমেই উৎপত্তি, আবার তাঁহার হুকুমেই বিনাশ।
তাঁহার হুকুমেই মানুষের উচ্চ বা নীচ ব্যবহার।
তাঁহার হুকুমেই অনেক প্রকার রঙ্গ প্রকাশ।
তিনি সৃজন করিয়া করিয়া আপনার মহত্ত্ব দেখিতেছেন।
নানক বলিতেছেন, সকলের মধ্যেই তিনি প্রবিষ্ট আছেন॥ ১

প্রভ ভাবৈ মানুষ গত পাবৈ।
প্রভ ভাবৈ তা পাথর তরাবৈ।
প্রভ ভাবৈ বিন শ্বাসতে রাখৈ।
প্রভ ভাবৈ তা হরিগুণ ভাখৈ।
প্রভ ভাবৈ তা পতিত উধারৈ।
আপ করৈ আপন বিচারৈ।
দুহা সিরিয়া কা আপ সুয়ামী।
খেলৈ বিগশৈ অংতরযামী।
যো ভাবৈ সে কার করাবৈ।
নানক দৃষ্টি অবর ন আবৈ॥ ২

প্রভুর ইচ্ছা হইলেই মানুষ গতি লাভ করে।
প্রভু ইচ্ছা করিলে পাথরকে তরাইয়া দেন।
প্রভু ইচ্ছা করিলে বিনা শ্বাসে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখেন।
প্রভুর কৃপা হইলে হরিগুণ হৃদয়ে প্রকাশ হয়।
প্রভুর ইচ্ছা হইলে পতিত উদ্ধার হইয়া যায়।
প্রভু আপনিই করেন, আপনিই বিচার করেন।
সেই প্রভু ইহ পরকালের স্বামী।
অন্তর্যামী পুরুষ খেলিতেছেন এবং প্রকাশ করিতেছেন।
যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করান।
নানক বলিতেছেন, তাঁহা ব্যতিত আর কিছু দৃষ্টি পথে আসে না॥ ২

কহু মানুষ তে কিয়া হুই আবৈ।
যো তিস ভাবৈ সোই করাবৈ।
ইসকে হাথ হোয় ত সভ কিছু লেয়।
যো তিস ভাবৈ সোই করেয়।
অন জানত বিষিয়া মহি রচৈ।
যে জানত আপন আপ বচৈ।
ভরমে ভুলা দহ দিশ ধাবৈ।
নিমষ মাহি চার কুংঠ ফির আবৈ।
কর কিরপা যিস অপনি ভগতি দেয়।
নানক তে জন নাম মিলেয়॥ ৩

হে মানুষ, বল, তোমার দ্বারা কি হইতে পারে?
যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহাই করান।
যদি মানুষের হাথ থাকিত, তাহা হইলে মানুষ সবই লইত।
যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।
অজ্ঞান ব্যক্তি বিষয়েতেই মজিয়া থাকে।
যে আপনাকে জানিয়াছে সে উদ্ধার পায়।
মানুষ ভ্রমে পড়িলে দশদিকে ঘুরিতে থাকে,
আবার নিমেষ মধ্যে চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়।
যাহাকে প্রভু কৃপা করিয়া ভক্তি দেন,
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি হরিনাম লাভ করে॥ ৩

খিন মহি নীচ কীট কউ রাজ।
পারব্রহ্ম গরীব নিবাজ।
যাকি দৃষ্টি কছু ন আবৈ।
তিস ততকাল দহদিশ প্রগটাবৈ।
যাকউ আপনি করৈ বখসিশ।
তাকা লেখা ন গণৈ জগদীশ।
জিউ পিংড সভ তিসকি রাস।
ঘট ঘট পূরণ ব্রহ্ম প্রগাশ।
আপনি বনিত আপ বনাই।
নানক জীবৈ দেখ বড়াই ॥ ৪

ক্ষণমধ্যেই প্রভু, কীটকে সকলের রাজা করিতে পারেন
সেই পরব্রহ্ম গরীবের অর্থাৎ বিনয়ীর পালক।
যাহাকে দেখিলে কিছুই বলিয়া মনে হয় না,
তাহাকে প্রভু ক্ষণমধ্যে দশ দিকে বিখ্যাত করিয়া দেন
যাহাকে প্রভু আপনি কৃপা করেন,
তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল জগদীশ্বর কাটাইয়া দেন।
শরীর এবং আত্মা সকলই তাঁহার বস্তু।
সকল বস্তুর মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ।
আপনার আকার তিনি আপনিই রচনা করেন।
নানক তাঁহার মহৎ ভাব দেখিয়া বাঁচিয়া আছেন ॥ ৪

ইস্‌কা বল নাহি ইস হাথ।
করন করাবন সরব কো নাথ।
আজ্ঞাকারী বপুরা জীউ।
যো তিস ভাবৈ সোই ফুন থিউ।
কবহু উচ নীচ মহি বসৈ।
কবহু শোগ হরখ রংগ হসৈ।
কবহু নিংদ চিংদ বিউহার।
কবহু উভ আকাশ পয়াল।
কবহু বেতা ব্রহ্ম বিচার।
নানক আপ মিলাবণ হার॥ ৫

মানুষের হাতে কোন শক্তি নাই।
সেই কারণের কারণই সকলের নাথ।
তাঁহার সৃষ্ট জীব তাঁহার আজ্ঞার অধীন।
যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়।

কখনও এই মানুষ উচ্চ অবস্থায় রহিয়াছে, আবার কখনও নীচ অবস্থায়।

কখনও শোক করিতেছে, কখনও হর্ষে রহিয়াছে, কখনও আনন্দে হাসিতেছে;

কখনও নিন্দাভোগ করিতেছে, কখন চিন্তায় আকুল রহিয়াছে।
কখনও সে আকাশের উপর, কখনও বা পাতালে।
কখনও সে ব্রহ্ম বিচার বেত্তা।
নানক বলিতেছে, হরি আপনিই আপনার নিকট আনিতেছেন॥৫

কবহু নিরত করৈ বহু ভাত।
কবহু শোয় রহৈ দিন রাত।
কবহু মহা ক্রোধ বিকরাল।
কবহু সরব কি হোত রবাল।
কবহু হায় বহৈ বড় রাজা।
কবহু ভিখারী নীচ কা সাজা।
কবহু অপকীরতি মহি আবৈ।
কবহু ভলা ভলা কহাবৈ।
যিউ প্রভ রাখৈ তিবহি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক সচ কহৈ॥ ৬

কখনও এই মানুষ কত প্রকার যুক্তি করিতেছে;
কখনও বা দিবা রাত্রি ঘুমাইয়া আছে;
কখনও প্রচণ্ড ক্রোধে রহিয়াছে,
কখনও বা সকলের পদরেণু হইয়া বিনয়ী হইয়াছে।
কখনও বা সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া বসিয়া আছে,
কখনও নীচ বেশে ভিখারী হইয়া আছে।
কখনও সে অপকীর্ত্তির মধ্যে রহিয়াছে,
আবার কখনও তাহাকে সকলে "ভাল" "ভাল" বলিতেছে।
প্রভু যে ভাবে রাখেন, সেই অবস্থাতেই মানুষ থাকে।
নানক বলিতেছেন, গুরুর কৃপা হইলেই মানুষ সৎবচন অর্থাৎ ভগবানের নাম করিতে পারে॥ ৬

কবহু হোয় পংডিত করে বখ্যান।
কবহু মোন ধারী লাবৈ ধিয়ান।
কবহু তট তীর্থ ইসনান।
কবহু সিধ সাধিক সুখ গিয়ান।
কবহু কীট হসতি পতংগ হোয় জীয়া।
অনিক যোন ভরমৈ ভরমিয়া।
নানারূপ যিউ স্বাংগী দিখাবৈ।
যিউ প্রভ ভাবৈ তিবৈ নচাবৈ।
যো তিস্ ভাবৈ সোই হোয়।
নানক দুজা অবর ন কোয় ॥ ৭

কখনও এই মানুষ পণ্ডিত হইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে,
কখনও বা মৌন হইয়া ধ্যান ধারণাতে রত থাকে।
কখনও তীর্থ-জলের তীরে গিয়া স্নান করে,
কখনও সিদ্ধ সাধক হইয়া মুখে জ্ঞান কথা উচ্চারণ করে।
কখনও মানুষ কীট, হস্তি, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবন ধারণ করিয়া,
অনেক যোনিতে জন্ম লইয়া থাকে ;
বাজিকরের পুত্তলিকার ন্যায় নানারূপ ধারণ করে।
যেমন প্রভু ইচ্ছা করেন সেইরূপ নাচান।
যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তাহাই হয়।
নানক বলিতেছেন, তাঁহা ব্যতীত আর কেহ দ্বিতীয় নাই ॥৭

কবহু সাধ সংগত ইহু পাবৈ।
উস অস্থান তে বহুর ন আবৈ।
অংতর হোয় জ্ঞান পরগাশ।
উস অস্থান কা নহি বিনাশ।
মন তন নাম রতে ইক রংগ।
সদা বসহি পারব্রহ্ম কৈ সংগ।
যিউ জল মহি জল আয় খটানা।
তিউ জ্যোতি সংগ জোত সমানা।
মিট গয়ে গবন পায়ে বিশ্রাম।
নানক প্রভকৈ সদ কুরবান ॥৮

কখনও এই মানুষ সাধুসঙ্গ লাভ করে।
সে অবস্থা হইতে আর ফিরিয়া আসে না।
অন্তরেতে তাহার জ্ঞানের প্রকাশ হয়।
সে অবস্থায় আর বিনাশ নাই।
তাহার শরীর এবং মন এক নামের রঙ্গে রঞ্জিত থাকে।
সে সদাই পরব্রহ্মের সঙ্গে বাস করে।
যেমন মহা জলের মধ্যে ক্ষুদ্র জল মিশিয়া থাকে।
যেমন মহা জ্যোতির মধ্যে ক্ষুদ্র জ্যোতি এক হইয়া থাকে।
তাহার যাওয়া আসা মিটিয়া যায়, সে বিশ্রাম পায়।
নানক সেই প্রভুকে সদাই বলিহারি যান ॥৮

শ্লোক । ১২

সুখী বসৈ মসকিনিয়া, আপ নিবারতলে ।
বড়ে বড়ে অহংকারীয়া, নানক, গরব গলে ॥

যে অহংকে নাশ করিয়াছে, সে দরিদ্র হইলেও সুখী ।
কিন্তু বড় বড় অহঙ্কারীরা নিজেদের গর্ব্বেতেই গলিয়া যায় ॥

যিসকৈ অংতর রাজ অভিমান।
সো নরক পাতো হোবত সুআন।
যো জানৈ মৈ যৌবন বংত।
সো হোবত বিষ্টা কা যংত।
আপস কোউ কর্ম্ম বংত কহাবৈ।
জনমি মরে বহু যোন ভ্রমাবৈ।
ধন ভূমি কা যো করৈ গুমান।
সো মুরখ অংধা অজ্ঞান।
কর কিরপা যিস্ কৈ হিরদে গরিবী বসাবৈ।
নানক ইহা মুকত আগৈ সুখ পাবৈ ॥১

যাহার অন্তরে রাজ্য অভিমান আছে,
সে নরকে পতিত হইরা কুক্কুর হয়।
যে নিজকে যৌবনবান বলিয়া মনে করে,
সে বিষ্ঠার কীট হয়।
নিজকে যে সুকর্ম্মী বলিয়া মনে করে।
সে বহু যোনিতে জন্মে এবং মরে।
যে ধনের এবং ভূমির গর্ব্ব করে,
সে মূর্খ অন্ধ এবং অজ্ঞান।
প্রভু কৃপা করিয়া যাহার হৃদয়ে বিনয় আনিয়া দেন,
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোকে মুক্ত হন এবং পরলোকে সুখ পান ॥১

ধন বংতা হোয় করি গরবাবৈ।
ত্রিণ সমান কছু সংগি ন যাবৈ।
বহু লসকর মানুষ উপর করৈ আশ
পল ভিতর তাকা হোয় বিনাশ।
সভিতে আপি জানৈ বলবংত।
খিন মহি হোয় যায় ভসমংত।
কিসৈ ন বদৈ আপ অহংকারী।
ধরম রায় তিস করৈ খুয়ারী।
গুর প্রসাদি যাকা মিটৈ অভিমান।
সো জন, নানক, দরগহ পরবান ॥২

ধনবান হইয়া যে গর্ব্ব করে,
তাহাব সঙ্গে তৃণ সমান বস্তুও যায় না।
অনেক অনুচর এবং মানুষের উপরে যে আশা করে,
এক পলের মধ্যেই তাহার বিনাশ হয়।
যে সকলের অপেক্ষা আপনাকে বলবান মনে করে,
ক্ষণ মধ্যেই সে ভস্ম হইয়া যায়।
যে অহঙ্কারী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করে না,
ধর্ম্মরাজ তাহার দুর্দ্দশা করেন।
গুরু-কৃপায় যাহার অভিমান মিটিয়াছে,
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভুর দ্বারে গিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় ॥২

কোটী করম করৈ হউ ধারৈ।
শ্রম পাবৈ সগলে বিরথারৈ।
অনিক তপস্যা করৈ অহংকার।
নরক স্থরগ ফির ফির অবতার।
অনিক যতন কর, আতম নহি দ্রবৈ।
হরি দরগহ কহ কৈসে গবৈ।
আপস কৌ যো ভলা কহাবৈ।
তিসহি ভলাই নিকট ন আবৈ।
সরব রেণ যাকা মন হোয়।
কহু, নানক, তাকি নিরমল সোয় ॥৩

কোটী স্থকর্ম্ম করে, অথচ যদি মনে অহঙ্কার পোষণ করে,
তাহা হইলে সে মানুষের শ্রমমাত্র সার হয়, সকলই বৃথা যায়।
যে অহঙ্কারের সহিত নানা প্রকার তপস্যা করে,
সে কেবল নরক এবং স্বর্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।
যে আপনাকে ভাল করিবার জন্য অনেক যত্ন করে, কিন্তু
হৃদয়ে অহঙ্কার রাখে,
বল, সে কি প্রকারে হরির দ্বারে যাইবে?
আপনাকে যে "ভাল" "ভাল" মনে করে,
সে "ভালর" নিকট দিয়াও যায় না।
যাহার মন সকলের রেণু হয়,
নানক বলিতেছেন, সেই নির্ম্মল হইতে পারে ॥৩

যবলগ জানে মুঝতে কছু হোয়।
তব ইস্‌কউ সুখ নাহি কোয়।
যব ইহু জানৈ মৈ কিছু করতা।
তবলগ গরভ যোনি মহি ফিরতা
যব ধারৈ কোউ বৈরী মিত।
তবলগ নিহচল নাহি চিত।
যবলগ মোহ মগন সংগি মায়।
তবলগ ধরম রায় দেয় সজায়।
প্রভ কিরপাতে বন্ধন তুটে।
গুরু প্রসাদি নানক হউ ছুটে ॥৪

যত দিন মানুষ মনে করে যে তাহার দ্বারা কিছু হয়,
তত দিন সে কোন সুখের অধিকারী হয় না।
যত দিন মানুষ মনে করে যে "আমি কার্য্য করি"
তত দিন সে গর্ভ এবং যোনি মধ্যে ফিরিতে থাকে।
যত দিন মানুষের শক্র মিত্র জ্ঞান থাকে,
তত দিন তাহার চিত্ত স্থির হয় না।
যত দিন মানুষ মোহে এবং মায়ার সঙ্গে থাকে।
তত দিন ধর্ম্মরাজ তাহাকে সাজা দেন।
প্রভুর কৃপা হইলেই বন্ধন কাটিয়া যায়।
মানক বলিতেছেন, গুরুর কৃপা হইলে অহঙ্কার কাটে ॥৪

সহস খটে লখকউ উঠ ধাবৈ।
ত্রিপতি ন আবৈ মায়া পাছৈ পাবৈ।
অনিক ভোগ বিখিয়াকে করৈ।
নহি ত্রিপতাবৈ খপি খপি মরৈ।
বিনা সংতোষ নহি কোউ রাজৈ।
সুপন মনোরথ বৃথে সভ কাযৈ।
নাম রংগি সরব সুখ হোয়।
বড় ভাগীকি সৈ পরাপতি হোয়।
করণ করাবন আপে আপি।
সদা সদা, নানক, হরি জাপি ॥৫

যদি কেহ সহস্র মুদ্রা পায়, তাহা হইলে লক্ষের জন্য ধাবিত হয়,
মনে তৃপ্তি আসেনা, মায়ার পাছে ঘুরিতে থাকে।
যদি মানুষ অনেক প্রকার বিষয় ভোগ করে,
তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় না, খাটিয়া খাটিয়া মরে।
সন্তোষ না থাকিলে তৃপ্তি আসে না ;
বিনা সন্তোষে সকল কার্য্যই স্বপনের ন্যায়, সকল কার্য্যই বৃথা।
নামে মগ্ন থাকিলেই সকল সুখ পাওয়া যায় ;
ভাগ্যবান লোকেই এই হরিনাম লাভ করে।
সেই হরিই সকল কারণের কারণ।
নানক বলিতেছেন, সদাই হরিনাম জপ কর ॥৫

করন করাবন করনৈহার।
ইসকে হাথ কহা বিচার।
যৈসি দৃষ্টি করৈ তৈসা হোয়।
আপে আপি আপি প্রভু সোয়।
যো কিছু কিনো স্থ অপনৈ রংগি।
সভতে দূরি সভহু কৈ সংগি।
বুঝৈ দেখৈ করৈ বিবেক।
আপহি এক আপহি অনেক।
মরৈ ন বিনশৈ আবৈ ন যায়।
নানক সদহি রহিয়া সমায় ॥৬

কারণের কারণ সেই সৃষ্টি কর্ত্তা।
তাঁহার হাথেই বাক্য এবং বিচার।
যেমন তাঁহার দৃষ্টি হয়, সেইরূপ কার্য্য হয়।
সেই প্রভু আপনি আপনাতে বিরাজ করিতেছেন।
যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে।
তিনি সকল হইতে দূরে আবার সকলের নিকটে।
তিনি বুঝিতেছেন, দেখিতেছেন, বিচার করিতেছেন।
তিনি আপনি এক এবং আপনিই অনেক।
তাঁহার মৃত্যু বা ধ্বংশ নাই, তিনি আসেন না বা যান না;
নানক বলিতেছেন, তিনি সদাই সকল বস্তুতে বর্ত্তমান ॥৬

আপ উপদেশ সমঝে আপি।
আপে রচিয়া সভকৈ সাথ।
আপি কিনো আপন বিস্তার।
সভ কিছু উসকা ওহু করনৈ হার।
উসতে ভিংন কহহু কিছু হোয়।
থান থনংতর এঁকৈ সোয়।
অপুনে চলিত আপি করণৈ হার।
কৌতুক করৈ রংগি অপার।
মন মহি আপ, মন অপুনে মাহি।
নানক কিমতি কহনু ন যায়॥ ৭

তিনি আপনিই উপদেশ দেন, আপনিই উপদেশ গ্রহণ করেন।
তিনি আপনিই সৃষ্টি করিয়া সকলের সঙ্গে থাকেন।
তিনি আপনিই আপনাকে বিস্তার করিয়াছেন।
সকলই তাঁহার বস্তু তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা।
তাহা ভিন্ন, বল, কি হইতে পারে?
সকল স্থানে সেই এক তিনিই বর্ত্তমান।
আপনার কার্য্য তিনি আপনিই করিতেছেন।
প্রভু বসিয়া বসিয়া,কতই কৌতুক ও রঙ্গ করিতেছেন।
মনোমধ্যে তিনি এবং মন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান।
নানক বলিতেছেন তাহার মুল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না॥ ৭

সতি সতি সতি প্রভু সুয়ামী।
গুরু প্রসাদি কিনৈ বখ্যানী।
সচ সচ সচ সভ কিনা।
কোটি মধ্যে কিনৈ বিরলৈ চিনা।
ভলা ভলা ভলা তেরা রূপ।
অতি সুন্দর অপার অনূপ।
নিরমল নিরমল নিরমল তেরি বানী।
ঘটি ঘটি ঘটি শুনি শ্রবণ বখানী।
পবিত্র পবিত্র পবিত্র পুনীত।
নাম জপৈ, নানক, মন প্রীত॥ ৮

সত্য, সত্য সত্য, সেই প্রভু স্বামী।
গুরু প্রসাদে কেহ কেহ তাঁহার ব্যাখ্যা করিতে পারে।
সত্য, সত্য, সত্য, সেই সৃষ্টি কর্ত্তা।
কোটী মধ্যে কেহ কেহ বিরল ব্যক্তি তাঁহাকে চিনিতে পারে।
সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর, তোমার রূপ;
অতি সুন্দর অপার এবং অনুপম।
নির্ম্মল, নির্ম্মল, নির্ম্মল তোমার বানী।
সকল জীবে সেই বানী শুনিতেছি ও স্তুতি করিতেছি।
পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র এবং নির্ম্মল তুমি।
নানক বলিতেছেন, সাধক প্রেমের সহিত তাঁহার নাম জপ করেন॥ ৮

শ্লোক। ১৩

সংত শরনি যো জন পাবৈ, সো জন উধরন হার
সংত কি নিংদা, নানক, বহুর বহুর অবতার ॥১

সাধুর শরণ যে ব্যক্তি লইয়াছে, সে উদ্ধারের পথ পাইয়াছে। সাধুর নিন্দা যে করে, হে নানক, তাহাকে বহু জন্ম লইতে হয় ॥ ১

অষ্টপদী।

সংত কৈ দুখনি আরজা ঘটৈ।
সংত কৈ দুখনি যম তে নহি ছুটৈ।
সংত কৈ দুখনি সুখ সভ যায়।
সংত কৈ দুখনি নরক মহি পায়।
সংত কৈ দুখনি মত হোয় মলিন।
সংত কৈ দুখনি শোভা তে হীন।
সংত কৈ হতেকউ রখৈ ন কোয়।
সংত কৈ দুখনি থান ভ্রষ্ট হোয়।
সংত কৃপাল, কৃপা যে করৈ।
নানক সংত সংগি নিংদক ভি তরৈ॥ ১

সাধুকে কষ্ট দিলে পরমায়ু ক্ষয় হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে যমের হাথ এড়ান যায় না।
সাধুকে দুঃখ দিলে, সকল সুখ চলিয়া যায়।
সাধুকে দুঃখ দিলে নরকে যাইতে হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে মন মলিন হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে মানুষ শোভাহীন হয়।
সাধুকে যে আঘাত করে, তাহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।
সাধুকে যে দুঃখ দেয় সে স্থান ভ্রষ্ট হয়।
দয়াবান সাধু যদি কৃপা করেন,
নানক বলিতেছেন, সৎসঙ্গে নিন্দুকও তরিয়া যায়॥ ১

সংত কৈ দুখনি নতেমুখ ভবৈ।
সংতন কৈ দুখনি কাগ যিউ লবৈ।
সংতন কৈ দুখনি সরপ যোনি পায়।
সংত কৈ দুখনি ত্রিগদ যোনি ফিরমায়।
সংতন কৈ দুখনি ত্রিষনা মহি জ্বলৈ।
সংত কৈ দুখনি সভকো ছলৈ।
সংত কৈ দুখনি তেজ সভ যায়।
সংত কৈ দুখনি নীচ নীচায়।
সংত দোষী কা থাউ কো নাই।
নানক, সংত ভাবৈ তা ওয়ভি গতি পাই ॥ ২

সাধুকে দুঃখ দিলে মানুষ অবনত অর্থাৎ হেঁঠ মুখ হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে কাকের ন্যায় ডাকিতে থাকে।
সাধুকে দুঃখ দিলে সর্প যোনি প্রাপ্ত হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে তীর্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয়।
সাধুকে দুঃখ দিলে তৃষ্ণায় জলিতে থাকে।
সাধুকে যে দুঃখ দেয়, সকলেই তাহাকে ছলে।
সাধুকে দুঃখ দিলে সকল তেজ চলিয়া যায়।
সাধুকে দুঃখ দিলে নীচ হইতেও নীচ হয়।
সাধুকে যে কষ্ট দেয় তাহার কোথাও স্থান নাই।
নানক বলিতেছেন, সাধুর কৃপা হইলে এমন ব্যক্তিও তরিয়া যায় ॥ ২

সংত কা নিংদক মহা অততাই।
সংত কা নিংদক খিন টিকন ন পাই।
সংত কা নিংদক মহা হতিয়ারা।
সংত কা নিংদক পরমেশ্বর মারা।
সংত কা নিংদক রাজ তে হীন।
সংত কা নিংদক দুখিয়া অর দীন।
সংত কে নিংদক কউ সরব রোগ।
সংত কে নিংদক কউ সদা বিয়োগ।
সংত কি নিংদা দোষ মহি দোষ।
নানক সংত ভবৈ তা উসকা হোয় মোক্ষ॥ ৩

সাধু নিন্দুক মহা শত্রু।
সাধু নিন্দুক কোন স্থানেই শান্তি পায় না।
সাধু নিন্দুক মহা হত্যাকারী।
সাধু নিন্দুক ভগবানের দ্বারা হত হন।
সাধু নিন্দুক তৃপ্তি হীন।
সাধু নিন্দুক দীন দুঃখী।
সাধু নিন্দুককে সকল রোগ আক্রমণ করে।
সাধু নিন্দুক সদাই ভগবান হইতে বিযুক্ত।
সাধু নিন্দা সকল দোষের মধ্যে মহাদোষ।
নানক বলিতেছেন, সাধুর ইচ্ছা হইলে এমন ব্যক্তিও তরিয়া যায়॥ ৩

সংত কা দোষী সদা অপবিত্র।
সংত কা দোষী কিসৈকা নহি মিত্র।
সংত কে দোষী কউ ডান লাগৈ।
সংত কে দোষী কউ সভ তিয়াগৈ।
সংত কা দোষী মহা অহংকারী।
সংত কা দোষী সদা বিকারী।
সংত কা দোষী জনমৈ মরৈ।
সংত কি দুখনা সুখতে টরৈ।
সংত কে দোষী কউ নাহি ঠাউ।
নানক সংত ভাবৈ তা লয়ে মিলায়॥ ৪

সাধুর অপকারী ব্যক্তি সদাই অপবিত্র।
সাধুর অপকারী ব্যক্তি কাহারও মিত্র নহে।
সাধুর অপকারী ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হয়।
সাধুর অপকারী ব্যক্তিকে সকলেই ত্যাগ করে।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তি মহা অহঙ্কারী।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তি সদাই বিকারযুক্ত।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তি জন্ম মরণের অধীন।
সাধুকে দুঃখ যে দেয় সে চিরসুখে বঞ্চিত হয়।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তির কোথাও স্থান নাই।
নানক বলিতেছেন, সাধুর ইচ্ছা হইলে এমন ব্যক্তিকেও ভগবানের সহিত মিলিত করেন॥ ৪

সংত কা দোষী অধবীচ তে টুটৈ।
সংত কা দোষী কিতৈ কায ন পহুঁচৈ।
সংত কে দোষীকউ উদ্যান ভ্রমাইয়ৈ।
সংত কা দোষী উঝড়ি পাইয়ৈ।
সংত কা দোষী অংতর তে থোঁথা।
যিউ শাস বিনা মিরতক কি লোঁথা।
সংত কে দোষী কি জড় কিছু নাহি।
আপন বীজি আপে হি খাহি।
সংত কে দোষী কউ অবর ন রাখন হার।
নানক সংত ভাবৈ তা লয়ে উবার॥ ৫

সাধু দ্বেষী ব্যক্তি অৰ্দ্ধ জীবনেই মৃত হয়।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তির কোন কাৰ্য্যই সফল হয় না।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তি বনে বনে ঘুরিতে থাকে।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তি মরুভূমিতে পতিত হয়।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তির অন্তর শূন্য ;
যেমন মৃত ব্যক্তি শ্বাসহীন পড়িয়া থাকে।
সাধু দ্বেষী ব্যক্তির মূল অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান নাই।
এমন ব্যক্তি আপনি বপন করে, আপনি ফলভোগ করে।
সাধু দ্বেষীকে অপর কেহ রক্ষা করিতে পারে না।
নানক বলিতেছেন, সাধুর কৃপা হইলে এমন লোক ও উদ্ধার হইয়া যায়॥ ৫

সংত কা দোষী ইউ বিললায়।
যিউ জল বিহুন মছলি তড়ফড়ায়।
সংত কা দোষী ভুখা, নহি রাজৈ।
যিউ পাবক্ ইধঁনি নহি ধ্রাপৈ।
সংত কা দোষী ছুটৈ ইকেলা।
যিউ বুআড় তিল খেত মাহি দুহেলা।
সংত কা দোষী ধরম ভ রহত।
সংত কা দোষী সদ মিথিয়া কহত।
কিরত নিংদককা ধুরি হি পয়া।
নানক যো তিস ভাবৈ, সোই থিয়া॥ ৬

সাধু দ্বেষী সেই প্রকার কষ্ট পায়,
যেমন জল বিনা মৎস্য ছট্‌ফট্‌ করে।
সাধু দ্বেষী ক্ষুধায় কষ্ট পায়, পরিতোষ প্রাপ্ত হয় না;
যেমন অগ্নি কখনও ইন্ধন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় না।
সাধু দ্বেষী একা ছুটাছুটী করে,
যেমন তিল ক্ষেত্রে শস্য কাটিবার পর, শস্য বিহীন গাছ পড়িয়া থাকে।
সাধু দ্বেষী ধর্ম্মহীন হয়।
সাধু দ্বেষী সদাই মিথ্যা কহে।
নিন্দুকের কার্য্য আকাশে ধুলি বিক্ষেপের ন্যায় তাহার আপনার উপরেই পতিত হয়।
নানক বলিতেছেন, হরি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়॥ ৬

সংত কা দোষী বিগড় রূপ হোয় যায়।
সংত কে দোষী কউ দরগহ মিলৈ সজায়।
সংত কা দোষী সদা সহকাইঐ।
সংত কা দোষী ন মরৈ ন জীবাইঐ।
সংত কা দোষী কি পূরৈ ন আশা।
সংত কা দোষী উঠ চলৈ নিরাশা।
সংত কা দোষী ন তুষ্টৈ কোয়।
যৈসা ভাবৈ তৈসা কোই হোয়।
পইয়া কিরত ন মেটৈ কোয়।
নানক, জানৈ সাচা সোয়॥ ৭

সাধু দ্বেষীর আকার বিকৃত হইয়া যায়।
সাধু দ্বেষী ভগবানের দ্বারে সাজা পায়।
সাধু দ্বেষী সদাই অনুতপ্ত হয়।
সাধু দ্বেষী মরেও না বাঁচিয়াও থাকে না।
সাধু দ্বেষীর আশা পূর্ণ হয় না।
সাধু দ্বেষী নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়।
সাধু দ্বেষীর প্রতি কেহই সন্তুষ্ট নয়।
ভগবান যেমন ইচ্ছা করেন, তাহাকে তেমনই রাখেন।
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল কেহ মিটাইতে পারে না।
নানক বলিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপ সকলই জানেন॥ ৭

সভ ঘট তিসকে ওহ করনৈহার।
সদা সদা তিস কউ নমসৃকার।
প্রভকি উসততি করহু দিন রাত।
তিসহি ধিয়াবহু শ্বাস গিরাশ।
সভ কছু বরতৈ তিসকা কিয়া।
যৈসা করৈ তৈসা কো থিয়া।
আপনা খেল আপ করনৈ হার।
দুসর কউন কহৈ বিচার।
যিসনো কৃপা করৈ তিস আপনা নাম দেয়।
বড়ভাগী নানক জন সোয়॥ ৮

সকল জীবই তাঁহার, তিনিই সকলের স্রষ্টা।
সদা সদা তাঁহাকে নমস্কার।
হে সাধক! প্রভুর স্তুতি দিবারাত্রি করিতে থাক।
তাঁহাকে প্রতি শ্বাসে এবং প্রতি গ্রাসে স্মরণ কর।
যাহা কিছু রহিয়াছে, সকলই তাঁহার সৃষ্ট।
যেমন তিনি রাখিয়াছেন, তেমনি সব রহিয়াছে।
আপনিই খেলিতেছেন, আপনিই কর্ত্তা হইয়া আছেন।
দ্বিতীয় কেহ নাই, তাঁহার কার্য্যের কে বিচার করিবে?
যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন, তাঁহাকে আপনার নাম তিনি দেন।
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই অত্যন্ত ভাগ্যবান॥ ৮

শ্লোক। ১৪

তজহু সিয়ানপ সুরজনহু সিমরহু হরি হরি রায়।

এক আশ হরি মন রখহু, নানক, দুখ ভরম ভউ যায়॥১

হে বন্ধু, ধূর্ত্ততা ত্যাগ কর, সেই হরিরাজকে স্মরণ কর।

হে মন সেই এক হরিতেই আশা রাখ; নানক বলিতেছেন তাহা হইলে দুঃখ ভ্রম এবং ভয় চলিয়া যাইবে॥ ১

অষ্টপদী।

মানুষ কি ঠেক বৃথি সভ জান।
দেবনকৌ একৈ ভগবান।
যিস্কৈ দিয়ৈ রহৈ অঘায়।
বহুর ন তৃষনা লাগৈ আয়।
মারৈ রাখৈ একো আপ।
মানুষকৈ কিছু নাহি হাথ।
তিসকা হুকুম বুঝ সুখ হোয়।
তিসকা নাম রখ কংঠ পরোয়।
সিমর সিমর সিমর প্রভু সোয়।
নানক বিঘন ন লাগৈ কোয়॥ ১

মানুষের উপর নির্ভর বৃথা বলিয়া জানিবে।
দিবার মালিক সেই এক ভগবান্।
যাহাকে তিনি দেন সেই তৃপ্ত হয়।
পুনরায় তাহাকে তৃষ্ণা লইয়া আসিতে হয় না।
সেই এক প্রভুই মারিতে পারেন ও রাখিতে পারেন।
মানুষের কোন হাত নাই।
তাঁহার হুকুম বুঝিলেই মানুষ সুখী হইতে পারে।
তাঁহার নাম কণ্ঠে ধরিয়া রাখ।
সেই প্রভুকে স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ কর ;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে কোন বিঘ্ন আসিবে না॥ ১

উসততি মন মহি কর নিরংকার।
কর মন মেরে সতি বিউহার।
নিরমল রসনা অম্রৃত পিউ।
সদা সুহেলা কর লেহি জীউ।
নৈনহু পেখ ঠাকুর কা রংগ।
সাধ সংগ বিনশৈ সভ সংগ।
চরণ চলউ মারগ গোবিংদ।
মিটহি পাপ জপিয়ে হরি বিংদ।
কর হরি করম, শ্রবণ হরি কথা।
হরি দরগহ নানক উজল মথা॥ ২

সেই নিরঙ্কারের স্তুতি মনোমধ্যে কর।
হে আমার মন, সত্য ব্যবহার কর।
নির্ম্মল রসনাতে অমৃত রস পান কর।
জীবনকে সদা সুখময় করিয়া লও।
নয়ন দ্বারা ঠাকুরের রূপ দর্শন কর।
সাধু সঙ্গে সকল শঙ্কা দূর হয়।
সেই গোবিন্দের মার্গে চরণকে চালাও।
হরি নাম অল্প জপিলেও পাপ মিটিয়া যায়।
হরির কার্য্য কর, হরির কথা শ্রবণ কর।
হরির দ্বারে তোমার মস্তক উজ্জ্বল হইবে॥ ২

বড় ভাগী তে জন জগ মাহি।
সদা সদা হরি কে গুণ গাহি।
রাম নাম যো করহি বিচার।
সে ধনবংত গনি সংসার।
মন তন মুখ বোলহি হরি মুখী।
সদা সদা জানহু তে সুখী।
এক এক এক পছানৈ।
ইত উতকি ওহ সোঝি জানৈ।
নাম সংগ জিস্‌কা মন মানিয়া।
নানক তিনহি নিরংজন জানিয়া॥ ৩

সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে ভাগ্যবান্,
যে সদাই হরিনাম গান করে।
রামনাম যে বিচার করে,
সংসারে তাহাকেই ধনবান্ বলিয়া গণনা করা হয়।
শরীর ও মন দিয়া যে শ্রেষ্ঠ হরিকথা উচ্চারণ করে,
তাহাকেই সদা সুখী বলিয়া জানিবে।
সেই এক, এক, এককে যে চিনিয়াছে,
ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই সে জানিয়াছে।
নামের সঙ্গে যার মন মজিয়াছে,
নানক বলিতেছেন, তিনিই নিরঞ্জনকে জানিয়াছেন॥৩

গুর প্রসাদি আপন আপ সুঝৈ ।
তিসকি জানুহু ত্রিষণা বুঝৈ ।
সাধ সংগ হরি হরি যশ কহত ।
সরব রোগতে ওহ হরিজন রহত ।
অনদিন কীরতন কেবল বখিয়ান ।
গৃহস্থ মহি সোই নিরবান ।
এক উপর যিস জনকি আশা ।
তিসকি কাটিয়ে যম কি ফাঁসা ।
পারব্রহ্ম কি যিস মন ভুখ ।
নানক তিসহি ন লাগহি দুখ ॥ ৪

গুরু প্রসাদে যাঁহার আত্মদৃষ্টি হইয়াছে,
জানিও, তাঁহারই তৃষ্ণা দূর হয় ।
সাধুসঙ্গে হরিযশ কীর্ত্তন কর ।
সেই হরিভক্ত সকল রোগ হইতে মুক্ত ।
অনুদিন যে হরি কীর্ত্তন ও হরিগুণ ব্যাখ্যান করেন,
গৃহস্থ মধ্যে সেই নির্ব্বানী পুরুষ ।
সেই একের উপর যার আশা,
তার যমফাঁস কাটিয়া যায় ।
পরব্রহ্মের ক্ষুধা যার মনে আসে,
নানক বলিতেছেন, তাহার নিকট আর দুঃখ আসে না ॥ ৪

যিসকউ হরি প্রভু মন চিত আবৈ।
সো সংত সুহেলা নহি ডুলাবৈ।
যিস প্রভু অপনি কৃপা করৈ।
সো সেবক কহু কিস্‌তে ডরৈ!
যৈসা সা তৈসা দৃষ্টায়া।
অপনে কারয মহি আপ সমায়া।
শোধত শোধত শোধত শোঝিয়া।
গুরু প্রসাদি তত সভ বুঝিয়া।
যব দেখউ তব সভ কিছু মূল।
নানক সে সূষম সোই অসথুল॥ ৫

যাঁহার মনে এবং চিন্তায় হরিপ্রভু থাকেন,
সেই সাধু সুখী, তিনি দোলায়মান হন না।
যাঁহাকে প্রভু আপনি কৃপা করেন,
বল, সেই সেবক কাহা হইতে ভয় পাইবেন?
যাহা হইয়াছিল (পূর্ব্বজন্মে), তাহা তিনি দেখিতে পান;
আপনার শুভকর্ম্মে আপনি বাস করেন।
আপনাকে শোধন করিয়া করিয়া শুদ্ধ হন।
গুরু প্রসাদে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারেন।
যখনই দেখি, তখন সেই মূলকেই দেখিতে পাই।
নানক বলিতেছেন, তিনিই সূক্ষ্ম তিনিই স্থূল॥ ৫

নহ কিছু জনমৈ, নহ কিছু মরৈ।
আপন চলিত আপহি করৈ।
আবন যাবন দৃষ্ট অনদৃষ্টি।
আজ্ঞাকারী ধারী সভ স্বষ্টি।
আপে আপি, সগল মহি আপি।
অনিক যুগতি রচি থাপিউ আপি।
অবিনাশী, নাহি কিছু খংড।
ধারণ ধারী রহিও ব্রহ্মাণ্ড।
অলখ অভেদ পুরুষ পরতাপ।
আপি জপায় ত নানক জাপ॥ ৬

তিনি জন্মেন না, তিনি মরেন না।
তিনি আপনার কার্য্য আপনি করেন।
তিনি আসেন এবং যান ; তিনি অদৃশ্য থাকেন, তিনিই দৃষ্ট হন
তিনি সমস্ত স্বষ্টিকে নিজের আজ্ঞাধীন রাখেন।
আপনিই আপনি, সকলের মধ্যেই আপনিই বিরাজমান।
তিনি অনেক কৌশল করেন, রচনা করেন, আবার সম্বরণ করেন।
অবিনাশী প্রভু, তাঁহার অংশ নাই।
পৃথিবী ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন।
সেই অলক্ষ্য পুরুষের শক্তির অনন্ত।
নানক বলিতেছেন, তিনি যদি জপ করান তবেই আমি জপ করিতে পারি॥ ৬

যিন প্রভ জাতা স্থ শোভাবংত।
সগল সংসার উধরৈ তিন মংত।
প্রভ কে সেবক সগল উধারণ।
প্রভকে সেবক দুখ বিসারণ।
আপে মেল লয়ে কিরপাল।
গুরু কা শবদ জপি ভয়ে নিহাল।
উনকি সেবা সোই লাগৈ।
যিসনো কৃপা করহি বড় ভাগৈ।
নাম জপত পাবহি বিশ্রাম।
নানক তিন পুরুষ কউ উতম করি মান॥ ৭

যিনি সেই প্রভুকে জানিয়াছেন, তিনিই যথার্থ শোভাবান।
তাঁহার উপদেশে সমস্ত সংসার উদ্ধার হয়।
প্রভুর সেবক সকলের উদ্ধারকারী।
প্রভুর সেবক দুঃখকে ভুলাইয়া দেন।
সেই কৃপাবান পুরুষ মানুষকে আপনার সহিত মিলাইয়া লন।
মানুষ তখন গুরুদত্ত মন্ত্র জপিয়া কৃতার্থ হয়।
ভগবানের সেবায় সেই পুরুষ নিযুক্ত হন,
যাহাকে বহু ভাগ্যগুণে তিনি কৃপা করিয়াছেন।
নাম জপ করিয়া মানুষ বিশ্রাম পায়।
নানক বলিতেছেন, সেই মানুষকে সেই কৃপাবান পুরুষ শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করেন॥৭

যো কিছু করৈ সে প্রভ কৈ রংগি।
সদা সদা বসৈ হরি সংগি
সহজ শুভায় হোবৈ সু হোয়।
করনৈ হার পছানৈ সোয়।
প্রভকা কিয়া জন মিঠ লগানা।
যৈসা সা তৈসা দৃষ্টানা।
যিসৃতে উপজে তিস মাহি সমায়ে।
ওয় সুখ নিধান উনহু বনিয়ায়ে।
আপস কউ আপ দিনোমান।
নানক প্রভ জন একো জান॥ ৮

ভক্ত যাহা কিছু করেন তাহা প্রভুরই ইচ্ছানুযায়ী করেন।
সদা সর্ব্বদা হরি সঙ্গে তিনি বাস করেন।
সহজভাবে শুভ উদ্দেশ্যে তিনি কার্য্য করিয়া যান।
তিনি সেই কর্ত্তাকে চিনিতে পারেন।
প্রভু যাহা করেন, হরিজনের তাহাই মিষ্ট লাগে।
যাহা পূর্ব্বকৃত, তাহা ভক্তের দৃষ্টি পথে আসে।
যাঁহা হইতে উৎপত্তি তাঁহারই মধ্যে ভক্ত অবস্থিতি করেন
তিনিই সুখনিধান, তিনিই মানুষকে গড়িতেছেন।
তিনি আপনাকেই আপনি সম্মান প্রদান করেন।
নানক বলিতেছেন প্রভু এবং হরিজনকে এক বলিয়া জানিও।৮

শ্লোক। ১৫

সর্ব্বকলা ভরপূর, প্রভ, বিরথা জাননহার।
যাকৈ সিমরনি উধরিয়ে, নানক তিস বলিহার

সেই প্রভু সকল সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া আছেন, তিনি সকল জীবের মনোগত ভাব জানেন।

যাঁহাকে স্মরণ করিলে উদ্ধার হইতে পারি,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে বলিহারি যাই॥

অষ্টপদী।

টুটী গাঢ়ন হার গোপাল।
সরব জীয়া আপে প্রতিপাল।
সগল কি চিন্তা যিস মন মাহি।
তিস্‌তে বিরথা কোই নাহি।
রে মন মেরে, সদা হরি জাপি।
অবিনাশী প্রভু আপে আপি।
আপন কিয়া কছু ন হোয়।
যে সউ প্রাণী লোচৈ কোয়।
তিস বিন নাহি তেরৈ কিছু কাম।
গতি নানক জপি এক হরি নাম॥ ১

সেই গোপাল ভাঙ্গা জোড়া দিতে পারেন।
সকল জীবকে তিনি প্রতিপালন করিতেছেন।
সকলের চিন্তা যাঁহার মনে রহিয়াছে,
তাঁহার নিকট হইতে কেহ নিস্ফল যায় না।
হে আমার মন, সদাই হরিনাম জপ কর।
সেই অবিনাশী প্রভু আপনাতেই আপনি বর্ত্তমান।
মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না,
যদিও মানুষ প্রাণপণে চেষ্টা করে।
হে মানব, তাঁহা ব্যতিত তোমার আর কোন কার্য্য নাই;
নানক বলিতেছেন, এক হরিনাম জপিয়া তুমি গতি পাইবে।১

রূপবংত হোয় নাহি মোহৈ।
প্রভু কি জ্যোতি সগল ঘট সোহৈ।
ধনবংতা হোয় কিয়া কো গরবৈ।
যা সভ কিছু তিস্‌কা দিয়া দরবৈ।
অতি সূরা যো কোউ কহাবৈ।
প্রভু কি কলা বিনা কহ ধাবৈ।
যে কো হোয় বহৈ দাতার।
তিস দেনহার জানৈ গাবার।
যিস গুরু প্রসাদি তুটৈ হউ রোগ।
নানক সো জন সদা অরোগ॥ ২

তুমি যদি রূপবান হও, তাহাতে মোহযুক্ত হইও না।
প্রভুরই জ্যোতি সকল বস্তুকে সুন্দর করিয়াছে।
ধনবান হইয়া কিসের গৌরব কর ?
যাহা কিছু পাইয়াছে সকলই তাঁহার দেওয়া বস্তু।
আপনাকে যে মহা সুরবীর মনে করে,
বল, সে প্রভুর শক্তি বিনা কোথায় কি করিতে পারে ?
যে আপনাকে মহা দাতা বলিয়া মনে করে,
সে মূর্খ, জানে না যে, দিবার মালিক সেই তিনিই।
গুরু প্রসাদে যাহার অহঙ্কার রূপ রোগ কাটিয়াছে,
নানক বলিতেছেন, সে ব্যক্তি সদাই অরোগী॥ ২

যিউ মন্দরকউ থামৈ থংমন।
তিউ গুরুকা শবদ মনহি অসথংমন।
যিউ পাষাণ নাব চড় তরৈ।
প্রাণী গুর চরণ লগত নিসতরৈ।
যিউ অন্ধকার দীপক পরগাশু।
গুর দরশন দেখ মন হোয় বিগাশু।
যিউ মহা উদিয়ান মহি মারগ পাবৈ।
তিউ সাধু সঙ্গ মিল জোত প্রগটাবৈ।
তিন সন্তনকি বাছউ ধূর।
নানক কি হরি লোঁচা পূর॥ ৩

যেমন স্তম্ভ সকল গৃহকে রক্ষা করে,
তেমনি গুরুদত্ত মন্ত্র মনকে স্থির রাখে।
যেমন পাথর নৌকায় উঠিলে অনায়াসে পার হয়,
তেমনি মানুষ গুরুচরণ আশ্রয় করিয়া উদ্ধার হয়।
যেমন অন্ধকারে দীপ আলোকিত করে,
সেইরূপ গুরুদর্শনে মন বিকশিত হয়।
মহাবনে যেমন পথ পাওয়া যায়,
সেইরূপ সাধুসঙ্গে জ্যোতি প্রকাশ হয়।
সেই সাধুর চরণধূলি আমি বাঞ্ছা করি।
নানক বলিতেছেন, হে হরি, মনের বাসনা পূর্ণ কর॥ ৩

মন মূরখ কাহে বিললাইয়ে।
পূরব লিখেকা লিখিয়া পাইয়ে।
তুখ সুখ প্রভু দেবনহার।
অবর তিয়াগ তুঁ তিসহি চিতার।
যো কছু করৈ সোই সুখ মান।
ভুলা কাহে ফিরহি অজান।
কউন বসতু আই তেরৈ সংগ।
লপট রহিও রস লোভী পতংগ।
রাম নাম জপ হিরদৈ মাহি।
নানক পতসেতী ঘর যাহি॥ ৪

হে মূর্খ মন, কেন বিলাপ করিতেছ?
তুমি পূর্ব্ব জন্মের লেখা ফল ভোগ করিতেছ।
সুখ ও দুঃখ দিবার কর্ত্তা সেই প্রভু।
তুমি অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া সেই প্রভুরই চিন্তা কর।
তিনি যাহা করেন তাহাই সুখকর বলিয়া মনে কর।
অজ্ঞানের ন্যায় কেন ভুলিয়া ফিরিতেছ?
কোন বস্তু তোমার সঙ্গে আসিয়াছে?
তুমি রস লোভী পতঙ্গের ন্যায় বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে।
হৃদয় মধ্যে রাম নাম জপ কর;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে সম্মানের সহিত ভগবানের গৃহে যাইতে পারিবে॥ ৪

যিস বঁখর কউ লৈন তুঁ আয়া।
রাম নাম সংতন ঘর পায়া।
ত্যজ অভিমান লোহ মন মোল।
রাম নাম হিরদৈ মহি তোল।
লাদ খেপ সংতহ সংগ চাল।
অবর তিয়াগ বিযিয়া জংজাল।
ধংন ধংন কহৈ সভ কোয়।
মুখ উজল হরি দরগহ সোয়।
এহু ব্যাপাব বিরলা ব্যাপারৈ।
নানক তাকৈ সদ বলিহারৈ॥ ৫

যে বস্তু লাভ করিবার জন্য তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ,
সেই রাম নাম তুমি সাধুর নিকট পাইয়াছ।
হে মন, অভিমান ত্যাগ কর, মনরূপ মূল্য দিয়া রাম নাম ওজন করিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত কর।
এই বস্তু সঞ্চয় করিয়া সাধুসঙ্গে চলিতে থাক।
বিষয় জঞ্জাল সমস্ত ত্যাগ কর।
তাহা হইলে সকলে তোমাকে ধন্য ধন্য বলিবে।
এবং তোমার মুখ হরির গৃহের সম্মুখে উজ্জ্বল হইবে।
এই বস্তুর সঞ্চয়কারী অতি বিরল।
নানক এমন ব্যক্তিকে বলিহারি যান॥ ৫

চরণ সাধকে ধোয় ধোয় পিউ।
অরপ সাধকউ আপনা জীউ।
সাধকি ধূর করহু ইস্‌নান।
সাধ উপর যাইয়ে কুরবান।
সাধ সেবা বড় ভাগী পাইয়ে।
সাধ সংগ হরি কীরতন গাইয়ে।
অনিক বিঘনতে সাধু রাখৈ।
হরি গুণ গায় অমৃত রস চাখৈ।
ওঠ গহি সংতহ দর আয়া।
সরব সুখ নানক তিহ পায়া॥ ৬

সাধুর চরণ ধুইয়া ধুইয়া পান কর।
সাধুর হস্তে আপনার জীবন অর্পণ কর।
সাধুর পদধুলিতে স্নান কর।
সাধুর নিকট আত্মবলি দাও।
সাধুর সেবার অধিকারী অনেক ভাগ্যে হইয়া থাকে।
সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তন গান হয়।
সাধু অনেক বিঘ্ন হইতে মানুষকে রক্ষা করেন।
হরিগুণ গান করিয়া মানুষ অমৃত রস আস্বাদন করে।
সাধুর আশ্রয় লইলে হরির গৃহে যাওয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, এমন ব্যক্তি সকল সুখ লাভ করে॥ ৬

মিরতক কউ জীবালনহার।
ভুখেকউ দেবত আধার।
সরব নিধান যাকি দৃষ্টি মাহি।
পূরব লিখেকা লহনা পাহি।
সভ কিছু তিসকা, ওহ করনৈ য়োগ।
তিস বিন দুসর হোয়া ন হোগ।
জপ জন সদা, সদা দিন রৈনী।
সভতে উচ নিরমল ইহ করণী।
কর কিরপা যিস কউ নাম দিয়া।
নানক সো জন নিরমল থীয়া॥ ৭

হে প্রভু তুমি মৃতকে জীবন দান কর;
তুমি ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান কর।
তোমার দৃষ্টিতে সকল সম্পদ আসে।
তুমি মানুষের প্রারব্ধ অনুযায়ী তাহাকে দিয়া থাক।
সকলই তাঁহার, তিনিই সকল করিতে সক্ষম।
তাঁহা ব্যতিত কেহ কখনও হয় নাই এবং হইবেও না।
হে হরিজন, তুমি দিবারাত্রি তাঁহারই নাম জপ কর;
ইহাই নির্ম্মল এবং সকলের শ্রেষ্ঠ কার্য্য।
যাহাকে কৃপা করিয়া নাম দিয়াছেন,
নানক বলিতেছেন, সে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে॥ ৭

যাকৈ মন গুরকি পরতীত।
তিস জন আবৈ হরি প্রভ চিত।
ভগত ভগত শুনায়ৈ তিহ লোয়।
যাকৈ হিরদৈ একো হোয়।
সচ করনী সচ তাকি রহত।
সচ হিরদৈ সত মুখ কহত।
সাচী দৃষ্টি সাচা আকার।
সচ বরতে সাচা পাসার।
পারব্রহ্ম যিন সচ কর জাতা।
নানক সো জন সচ সমাতা॥ ৮

যাঁহার মনে গুরুর প্রতি বিশ্বাস আছে,
তাঁহার হৃদয়ে হরির প্রকাশ হয়।
লোকে তাঁহাকে "ভক্ত" "ভক্ত" বলে।
যাঁহার হৃদয়ে সেই এক বিরাজ করেন।
তাঁহার কার্য্য সত্য, তাঁহার আচরণ সত্য।
তাঁহার হৃদয় সত্য, তাঁহার মুখের বাক্য সত্য;
তাঁহার দৃষ্টি সত্য, তাঁহার আকার সত্য;
তাঁহার জীবন সত্য, তাঁহার জীবনের ঘটনা সত্য।
পরব্রহ্মকে যিনি সত্য করিয়া জানিয়াছেন,
নানক বলিতেছেন, সে ব্যক্তি সত্য স্বরূপেই মগ্ন হয়েন॥ ৮

শ্লোক । ১৬

রূপ ন রেখ ন রংগ কিছু, ত্রিহু গুণতে প্রভ
ভিংন

তিসহি বুঝায়ে নানক যিস্ হোবৈ সুপ্রসংন ॥ ১

তাঁহার কোন রূপ নাই, রেখা নাই, বর্ণ নাই, সেই প্রভু ত্রিগুণের অতীত।

নানক বলিতেছেন, প্রভু তাঁহাকেই আপনি আপনার স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, যাঁহার প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হন ॥ ১

অষ্টপদী।

অবিনাশী প্রভু মন মহি রাখ।
মানুষকি তুঁ প্রীতি তিয়াগ।
তিসতৈ পরৈ নাহি কিছু কোয়।
সরব নিরন্তর একো সোয়।
আপে বীনা আপে দানা।
গহীর গংভীর গহীর সুজানা।
পারব্রহ্ম পরমেশ্বর গোবিংদ।
কিরপা নিধান দয়াল বখসংদ।
সাধ তেরে কি চরনী পাউ।
নানক কে মন ইহু অনুরাউ॥ ১

অবিনাশী প্রভুকে মনের মধ্যে রাখ।
মানুষের সঙ্গে প্রীতি তুমি ত্যাগ কর।
তাঁহা ছাড়া আর কিছুই নাই।
সকলের মধ্যেই তিনি নিরন্তর বাস করিতেছেন।
তিনি আপনিই দেখিতেছেন, আপনিই জানিতেছেন।
তিনি গভীর ও গম্ভীর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।
তিনি পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, তিনি গোবিন্দ।
তিনি কৃপানিধান, তিনি দয়াল, তিনি ক্ষমবান।
হে প্রভু, তোমার সাধকদের চরণে আমি শরণ লইব;
নানকের মনে এই অনুরাগ॥ ১

মনসা পূরণ শরণা যোগ।
যো কর পায়া সেই হোগ।
হরণ ভরণ যাকা নেত্র ফোর।
তিসকা মংত ন জানৈ হোর।
অনদ রূপ মংগল সদ যাকৈ।
সরব থোক শুনিয়হি ঘর তাকৈ।
রাজ মহি রাজা যোগ মহি যোগী।
তপ মহি তপীসর গৃহস্থ মহি ভোগী।
ধিয়ায় ধিয়ায় ভগতহ সুখ পায়া।
নানক তিস পুরুষকা কিনৈ অংত ন পায়া॥ ২

যে প্রভুর স্মরণ লইয়াছে, তাহার তিনি আশা পূর্ণ করেন।
যাহা তিনি করেন, তাহাই ঘটিয়া থাকে।
হরণ এবং ভরণ যাহার এক চক্ষের পলকে হইয়া থাকে,
তাঁহার ভাব কে বুঝিতে পারে?
যিনি সদাই আনন্দ রূপ এবং মঙ্গলময়,
তাঁহার গৃহে যাইলে সকল বিষয়ই শোনা যায়।
রাজ্যমধ্যে তিনি রাজা, যোগ মধ্যে তিনি যোগী;
তপের মধ্যে তিনি তপস্বী, গৃহস্থ মধ্যে তিনি ভোগী।
যাঁহাকে ধ্যান করিয়া করিয়া ভক্তগণ সুখ পান,
নানক বলিতেছেন, সে পুরুষের অন্ত কেহ পায় না॥ ২

যাকি লীলা কীমত নাহি।
সগল দেব হারে অবগাহি।
পিতাকা জনম কি জানৈ পুত।
সগল পরোই অপনে সুত।
সুমত জ্ঞান ধিয়ান ষিনি দেয়।
জন দাস নাম ধিয়াবহি সেয়।
তিহ গুণ মহি যাকউ ভরমায়ে।
জনম মরৈ ফির আবৈ যায়ে।
উচ নীচ তিসকে অস্থান।
যৈসা জনাবৈ তৈসা নানক জান॥ ৩

যাঁহার লীলার পরিসীমা নাই,
তাঁহার অন্ত দেবতারা খুঁজিয়া হার মানেন।
পিতার জন্মের বিষয় কি পুত্র জানে?
সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তিনি আপনার সূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।
ভগবান যাহাকে সুমতি, জ্ঞান এবং ধ্যান শক্তি দেন,
সেই ভগবানের দাসই তাঁহার নাম ধ্যান করিতে পারেন,
যাহাকে তিনি ত্রিগুণের মধ্যে ভ্রমণ করান,
সে জন্ম মরণের মধ্যে পড়িয়া আসা যাওয়া করে।
উচ্চ এবং নীচ সকল স্থানই তাঁহার।
নানক বলিতেছেন, তিনি যাহাকে যেমন অবস্থায় জন্ম লওয়ান, সে সেইরূপই জন্ম লয়॥ ৩

নানা রূপ নানা যাকে রংগ।
নানা ভেখ করহি ইক রংগ।
নানা বিধি কিনো বিস্থার।
প্রভ অবিনাশী একংকার।
নানা চলিত করে খিন মাহি।
পূর রহিয়ো পূরণ সভ ঠায়ী।
নানা বিধি কর বনত বনাই।
আপনি কীমত আপে পাই।
সভ ঘটতিস্‌কে, সভ তিসকে ঠাউ।
জপ জপ জীবৈ নানক হরি নাউ॥ ৪

যাঁহার নানা প্রকার রূপ, নানা প্রকার আকার,
তিনি এক হইয়াও নানা ভেখ ধরিয়া রঙ্গ করিতেছেন।
তিনি নানা প্রকার সৃষ্টি করিয়া বিস্তার করিয়াছেন;
অথচ তিনি এক এবং অবিনাশী পুরুষ।
নানা কার্য্য তিনি এক ক্ষণ মধ্যে করিয়া থাকেন।
তিনি সকল স্থানে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন,
নানাবিধ সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন।
তাঁহার আপনার মূল্য তিনি আপনিই জানেন।
সকল জীব তাঁহার, সকল স্থানই তাঁহার।
নানক সেই হরিনাম জপ করিয়া জীবন ধারণ করেন॥ ৪

নামকে ধারে সগল জংত।
নামকে ধারে খংড ব্রহ্মংড।
নামকে ধারে সিম্মৃত বেদ পুরাণ।
নামকে ধারে শুনন জ্ঞান ধিয়ান।
নামকে ধারে আগাশ পাতাল।
নামকে ধারে সগল আকার।
নামকে ধারে পূরীয়া সভ ভবন।
নামকে সংগ উধরে শুন শ্রবণ।
কর কিরপা যিস অপনে নাম লায়ে।
নানক চউথে পদ মহি সো জন গতি পায়ে॥৫

তাঁহারই নামে সকল জন্তু জীবিত আছে।
তাঁহারই নামে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছে।
তাঁহার নাম লইয়া স্মৃতি এবং পুরাণ।
তাঁহারই নাম লইয়া শ্রবণ জ্ঞান এবং ধ্যান।
তাঁহারই নাম লইয়া আকাশ ও পাতাল রহিয়াছে।
তাঁহারই নামে সকল সৃষ্টি স্থিতি করিতেছে।
তাঁহারই নামে সমস্ত পৃথিবী এবং নগর রহিয়াছে।
মানুষ এই নাম শ্রবণ করিয়া নামের মহিমাতে তরিয়া যায়।
যাহাকে কৃপা করিয়া প্রভু আপনার নাম লওয়ান,
নানক বলিতেছেন, সেই সাধক চতুর্থপদ অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৫

রূপ সতি যাকা সতি অস্থান।
পুরুষ সতি কেবল পরধান।
করতুতি সতি যাকি বানী।
সতি পুরুষ সভ মাহি সমানী।
সতি করম যাকি রচনা সতি।
মূল সতি সতি উৎপতি।
সতি করনী নির্ম্মল নির্ম্মলী।
যিসহি বুঝায়ে তিসহি সভ ভলী।
সতি নাম প্রভকা সুখদায়ী।
বিশ্বাস সতি নানক গুরতে পাই॥ ৬

তাঁহার রূপ সত্য, তাঁহার স্থান সত্য।
সেই প্রধান পুরুষ সত্য।
তাঁহার কার্য্য সত্য, তাঁহার বাণী সত্য।
সেই সত্য পুরুষ সকলের মধ্যে রহিয়াছেন।
তাঁহার কার্য্য সত্য, তাঁহার রচনা সত্য।
তাঁহার মূল সত্য, তাঁহার কৃত কার্য্যও সত্য।
তাঁহার সত্য কার্য্য নির্ম্মল হইতেও নির্ম্মল।
যাহাকে তিনি বুঝাইয়া দেন, তাহার সকলই ভাল হয়।
প্রভুর নাম সত্য এবং সুখদায়ক।
নানক বলিতেছেন, সত্য বিশ্বাস গুরু হইতে পাওয়া যায়॥ ৬

সতি বচন সাধু উপদেশ।
সতি তে জন যাকৈ রিদৈ প্রবেশ।
সতি নিরতি বুঝৈ যে কোয়।
নাম জপত তাকি গতি হোয়।
আপি সতি কিয়া সভু সতি।
আপৈ জানৈ অপনি মিতি গতি।
যিসকি স্থষ্টি, সু করণৈ হার।
অবরন বুঝি করত বিচার।
করতে কি মিতি ন জানৈ কিয়া।
নানক, যো তিস ভাবৈ, সো বরতিয়া॥ ৭

সাধুদিগের বচন ও উপদেশ সত্য।
যাহার হৃদয়ে ঐ বচন এবং উপদেশ প্রবেশ করে সেও সৎপুরুষ।
যে বুঝিতে পারে তাহার সত্যে অনুরাগ হয়;
নাম জপ করিয়া সে সদ্গতি লাভ করে।
তিনি আপনি সত্য, তাঁহার স্থষ্টিও সত্য।
তিনি আপনিই আপনার গতি মতি জানেন।
যাঁহার এই স্থষ্টি, তিনিই স্থষ্টি করিতে সক্ষম।
বিচার করিলে, তাঁহা ব্যতিত আর কিছুই দেখা যায় না।
তাঁহা ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার পরিমাণ জানে না।
নানক বলিতেছেন, যাহা প্রভু করেন, তাহাই হইয়া থাকে॥ ৭

বিষমন বিষম ভয়ে বিষমাদ।
যিন বুঝিয়া তিস আয়া স্বাদ।
প্রভকৈ রংগ রাচ জন রহৈ।
গুর কৈ বচন পদারথ লহৈ।
ওয় দাত দুঃখ কাটন হার।
যাকৈ সংগ তরৈ সংসার।
জনকা সেবক সো বড়ভাগী।
জন কৈ সংগ এক লিব লাগী।
গুণ গোবিংদ কীরতন জন গাবৈ।
গুর প্রসাদ নানক ফল পাবৈ॥ ৮

সেই আশ্চর্য্য পুরুষের বিষয় ভাবিয়া মানুষ অবাক হয়।
সে বুঝিতে পারে যে তাঁহার অস্বাদ পাইয়াছে।
হরিজন, হরির লীলায় মগ্ন হইয়া যান।
গুরুবাক্যে, হরিজন যথার্থ পদার্থ প্রাপ্ত হন।
হরিজন মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন এবং দুঃখ কাটাইতে পারেন;
তাঁহার সঙ্গে সংসার তরিয়া যায়।
হরি ভক্তের সেবক বড় ভাগ্যবান।
হরিভক্তের সঙ্গে থাকিলে মানুষের হৃদয় সেই এক হরির দিকে আকৃষ্ট হয়।
হরিজন গোবিন্দ গুণ গান ও কীর্ত্তন করেন।
নানক বলিতেছেন, গুরুপ্রসাদে তাঁহারা সুফল প্রাপ্ত হন॥ ৮

শ্লোক। ১৭

আদ সচ, যুগাদি সচ।
হৈভি সচ, নানক, হো সোভি সচ ॥

আদিতে সত্য, যুগের আদিতে সত্য ;
নানক বলিতেছেন, যাহা হইয়াছে তাহা সত্য এবং যাহা হইবে তাহাও সত্য ॥

অষ্টপদী।

চরণ সত, সত পরশনহার।
পূজা সত, সত সেবাদার।
দরশন সত, সত পেখন হার।
নাম সত, সত ধিরাবন হার।
আপ সত, সত সভধারী।
আপে গুণ, আপে গুণকারী।
শবদ সত, সত প্রভু বকতা।
সুরত সত, সত যশ শুনতা।
বুঝনহার কৌ সত সভ হোয়।
নাতক, সত, সত, প্রভু সোয়॥ ১

তাঁহার চরণ সত্য; সেই চরণ যে স্পর্শ করে সেও সত্য।
পূজা সত্য; যে পূজা করে সেও সত্য।
তাঁহার দর্শন সত্য; যে দর্শন করে সেও সত্য।
তাঁহার নাম সত্য; যে সেই নাম ধ্যান করে সেও সত্য।
তিনি আপনি সত্য; এবং যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় সেও সত্য।
তিনি আপনি গুণধারী; আবার তিনি আপনিই আপনার গুণ গান করেন।
শব্দ সত্য; আবার সেই সত্য প্রভুই বক্তা।
তাঁহার মনন সত্য; আবার যে তাঁহার যশ শ্রবণ করে সেও সত্য
যে তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে; তাহার সকলই সত্য হয়।
নানক বলিতেছেন; সেই প্রভু সত্য, তিনি সত্যস্বরূপ॥ ১

সত স্বরূপ রিদৈ যিন মানিয়া।
করণ করাবন তিন মূল পছানিয়া।
যাকৈ রিদৈ বিশ্বাস প্রভ আয়া।
তত্ত্বজ্ঞান তিস মন প্রগটায়া।
ভৈতে নিরভউ হোয় বাসানা।
যিস্‌তে উপজিয়া তিস মাহি সমানা।
বসতু মাহি লৈ বসত গড়াই,
তাকউ ভিংন ন কহিনা যাই।
বুঝৈ বুঝনহার বিবেক।
নারায়ণ মিলৈ নানক এক॥ ২

সেই সত্যস্বরূপকে যিনি হৃদয়ে মানিয়াছেন,
তিনি সেই মূল কারণের কারণকে চিনিষাছেন।
যাঁহার হৃদয়ে সেই প্রভুর বিশ্বাস আসিয়াছে।
তাঁহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হইয়াছে।
তিনি ভয় হইতে নির্ভয় হইয়া বাস করেন।
যাঁহা হইতে তাঁহার উৎপত্তি, তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া যান।
এক বস্তুতে যখন অপর বস্তু মিশিয়া থাকে,
তখন এক বস্তুকে আর এক বস্তু হইতে পৃথক্ বলা যায় না।
যিনি ব্রহ্ম এবং জগতের সম্বন্ধ বিবেক বুদ্ধিতে বুঝিয়াছেন,
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই সেই এক নারায়ণকে প্রাপ্ত হন॥২

ঠাকুরকা সেবক আজ্ঞাকারী।
ঠাকুরকা সেবক সদা পূজারী।
ঠাকুরকে সেবক কৈ মন পরতীত।
ঠাকুরকে সেবক কো নিরমল রীত।
ঠাকুর কউ সেবক জানৈ সংগ।
প্রভকা সেবক নামকৈ রংগ।
সেবক কউ প্রভ পালনহার।
সেবক কো রাখৈ নিরংকার।
সো সেবক যিস দয়া প্রভ ধারৈ।
নানক সো সেবক শ্বাস শ্বাস সমারৈ॥ ৩

ঠাকুরের সেবক ঠাকুরের আজ্ঞাকারী হন।
ঠাকুরের সেবক সদা সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করেন।
ঠাকুরের সেবকের মনে বিশ্বাস বিরাজ করে।
ঠাকুরের সেবকের রীতি নির্ম্মল হয়।
ঠাকুরের সেবক ঠাকুরকে নিত্য সঙ্গে জানেন।
প্রভুর সেবকের হরিনামে প্রীতি হয়।
সেবককে প্রভু পালন করেন।
সেবককে সেই নিরঙ্কার পুরুষ রক্ষা করেন।
সেই তাঁহার সেবক হইতে পারেন, যাঁহাকে ভগবান দয়া করেন
নানক বলিতেছেন; সেই সেবক তাঁহাকে প্রতি নিশ্বাসে স্মরণ করেন॥ ৩

অপনে জনকা পরদা ঢাকৈ ।
অপনে সেবক কি সরপর রাখৈ ।
অপনে দাসকউ দেয় বড়াই ।
অপনে সেবক কউ নাম জপাই ।
অপনে সেবক কো আপ পত রাখৈ ।
তাকি গতি মিতি কোয় ন লাখৈ ।
প্রভকে সেবক কউ কো ন পঁহুচে ।
প্রভকে সেবক উচতে উচে ।
যো প্রভ অপনি সেবা লায়া ।
নানক সো সেবক দহদিশ প্রগটায়া ॥ ৪

প্রভু আপনার ভক্তের দোষ ঢাকিয়া দেন ।
আপনার সেবককে নিরন্তর রক্ষা করেন ।
আপনার দাসকে মহত্ত্ব প্রদান করেন ।
আপনার সেবককে নাম জপান ।
আপনার সেবকের সম্মান আপনি রক্ষা করেন ।
তাঁহার গতি মতি কেহই বুঝিতে পারে না ।
প্রভুর সেবকের সমান কেহ হইতে পারে না ।
প্রভুর সেবক উচ্চ হইতেও উচ্চ ।
যাহাকে প্রভু কৃপা করিয়া আপনার সেবাকার্য্যে আনেন,
নানক বলিতেছেন, সেই সেবক দশদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে ॥৪

নিকি কীরি মহি কল রাখৈ।
ভসম করৈ লশকর কোট-লাখৈ।
যিসকা শ্বাস ন কাঢ়ত আপ।
তাকউ রাখত দেকর হাথ।
মানষ যতন করত বহু ভাত।
তিসকে করতব বিরথে যাত।
মারৈ ন রাখৈ অবর ন কোয়।
সরব জিয়াকা রাখা সোয়।
কাহে সোচ করহি রে প্রাণী।
জপ নানক প্রভ অলখ বিড়ানী॥ ৫

সামান্য কীটেতেও তাঁহার কত কৌশল রাখিয়াছেন।
তিনি কোটী লক্ষ সৈন্যকে ভস্ম করিতে পারেন।
যাহার শ্বাস অর্থাৎ প্রাণ তিনি কাড়িতে চাহেন না,
তাহার মস্তকে হাত দিয়া রক্ষা করেন।
কিন্তু মানুষ যদি অনেক যত্নও করে,
তাহার সকল চেষ্টা বৃথা যায়।
তিনি যাহাকে মারেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না।
আবার সকল জীবেরই রক্ষাকর্ত্তা তিনি।
হে প্রাণী, তুমি কেন চিন্তা কর ?
নানক বলিতেছে, তুমি কেবল সেই অলক্ষ এবং আশ্চর্য্য পুরুষের জপ করিতে থাক॥ ৫

বারংবার বার প্রভু জপিয়ে।
পী অংমৃত এহু মন তন ধ্রুপীয়ৈ।
নাম রতন যিন গুরমুখ পায়া।
তিস কিছু অবর নাহি দৃষটায়া।
নাম ধন নামো রূপ রংগ।
নামো সুখ হরি নামকা সংগ।
নাম রস যোজন ত্রিপতানে।
মম তন নামহি নাম সমানে।
উঠত বৈঠত শোবত নাম।
কহু নানক জন কৈ সদ কাম॥ ৬

নিয়ত সেই প্রভুর নাম করিতে থাক।
সেই নামামৃত পান করিলে শরীর ও মন তৃপ্ত হইবে।
যে শিষ্য এই নামরত্ন পাইয়াছে,
সে আর কিছুর দিকে দৃষ্টি করে না।
তাহার নামই ধন, নামই সৌন্দর্য্য, নামই আনন্দ;
তাহার নামই সুখ, হরি নামই তাহার সঙ্গ।
নামরসে যে ব্যক্তি তৃপ্ত হইয়াছে,
নাম করিতে করিতে তাহার শরীর ও মন নামেতেই মগ্ন হইয়া যায়।
সে উঠিতে, বসিতে, শয়ন অবস্থাতে, সকল সময়েই নাম করে,
নানক বলিতেছেন, হরিজনের ইহাই সকল সময়ের কার্য্য॥ ৬

বেলহু যশ জিহ্বা দিন রাত।
প্রভ আপনৈ জন কিনো দাত।
করহি ভগত আতম কৈ চায়।
প্রভ অপনে সিউ রহহি সমায়।
যো হোয়া হোবত সো জানৈ।
প্রভ অপনে কা হুকুম পছানৈ।
তিসকি মহিমা কউন বখানউ।
তিসকা গুণ কহি এক ন জানউ।
আঠ পহর প্রভ বসছি হজুরে।
কহু নানক সেই জন পূরে॥ ৭

জিহ্বার দ্বারা সেই প্রভুর যশ দিবারাত্রি গান কর।
প্রভু এই শক্তি তাঁহার ভক্তকে দিয়াছেন।
যিনি ভক্তি করিয়া আত্মার মধ্যে সেই হরিকে চান,
আপনার প্রভুর মধ্যে তিনি মগ্ন হইয়া থাকেন।
সেই ভক্ত, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সবই বুঝিতে পারেন।
আপনার প্রভুর আজ্ঞা সেই ভক্ত বুঝিতে পারেন।
সে ভক্তের মহিমা কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে না।
তাঁহার গুণগরিমা একজনও জানে না।
তিনি প্রভু সঙ্গে অষ্টপ্রহর বাস করেন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকেই পূর্ণসিদ্ধ বলিয়া জানিবে॥ ৭

মন মেরে তিনকি ওঠ লেহি।
মন তন আপনা তিন জন দেহি।
যিন জন আপনা প্রভু পছাতা।
সো জন সরব থোক কা দাতা।
তিসকি শরণ সরব সুখ পাবহি।
তিস কৈ দরশ সভ পাপ মিটাবহি।
অবর সিয়ানপ সগলি ছাড়।
তিস জনকি তুঁ সেবা লাগ।
আবন যান ন হোবি তেরা।
নানক তিস জনকে পূজহু সদ পৈরা॥ ৮

হে আমার মন তাঁহারই (অর্থাৎ সেই সিদ্ধ পুরুষের) আশ্রয় তুমি গ্রহণ কর।
আপনার শরীর এবং মন তাঁহাকেই দাও।
যিনি আপনার প্রভুকে চিনিয়াছেন,
তিনি সকল বস্তুই দান করিতে পারেন।
সেই মহাপুরুষের শরণ লইলে তুমি সকল সুখই পাইতে পারিবে।
তাঁহার দর্শন লাভে সকল পাপ মিটিয়া যায়।
অপর সকল ধূর্ত্ততা ছাড়িয়া দাও।
তুমি আপনাকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত কর।
এরূপ করিলে আর তোমার আসা যাওয়া থাকিবে না।
নানক বলিতেছেন, সদাই তাঁহার পদসেবা কর॥ ৮

শ্লোক। ১৮

সতি পুরুষ যিনি জানিয়া, সতিগুরু তিসকা নাউ।
তিস কৈ সংগ শিখ উধরৈ, নানক হরিগুণ গাউ॥

সত্যপুরুষকে যিনি জানিয়াছেন, তাঁহারই নাম সদ্‌গুরু।

নানক বলিতেছেন, হরিগুণ গান করিয়া সেই সদ্‌গুরু সঙ্গে শিষ্য উদ্ধার হইয়া যায়॥

অষ্টপদী।

সতি গুরু শিখকি করৈ প্রতিপাল।
সেবক কউ গুরু সদা দয়াল।
শিখকি গুরু দুরমত মল হিরৈ।
গুরু বচনি হরিনাম উচরৈ।
সতিগুরু শিখকে বংধন কাটৈ।
গুরুকা শিখ বিকার তে হাটৈ।
সতিগুরু শিখকউ নামধন দেয়।
গুরু কা শিখ বড়ভাগী হোয়।
সতিগুরু শিখকা হলত পলত সবারৈ।
নানক সতিগুরু শিখকউ জীয় নাল সমারৈ॥ ১

সদ্‌গুরু শিষ্যকে প্রতিপালন করেন।
সেবকের প্রতি গুরু সদাই দয়াল।
গুরুদেব শিষ্যের দুর্ম্মতিরূপ মল দূর করেন।
গুরু বচনে শিষ্য হরিনাম উচ্চারণ করে।
সদ্‌গুরু শিষ্যের বন্ধন কাটিয়া দেন।
সদ্‌গুরুর শিষ্যের মনোবিকার আসে না।
সদ্‌গুরু শিষ্যকে নামধন প্রদান করেন।
সদ্‌গুরুর শিষ্য অতি ভাগ্যবান।
সদ্‌গুরু শিষ্যের ইহ পরকাল সমান করিয়া দেন।
নানক বলিতেছেন, সদ্‌গুরু শিষ্যকে বক্ষে ধারণ করেন॥ ১

গুরু কৈ গৃহ সেবক যো রহৈ ।
গুরুকি আজ্ঞা মন মহি সহৈ ।
আপস কউ কর কছুন জনাবৈ ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ ধিয়াবৈ ।
মন বেচে সতিগুরু কৈ পাস ।
তিস সেবক কে কারয রাস ।
সেবা করত হোয় নিহকামী ।
তিসকউ হোত পরাপতি সুয়ামী ।
আপনি কিরপা যিস আপ করেয় ।
নানক সো সেবক গুরুকি মতলেয় ॥ ২ ।

গুরু গৃহে যে সাধক বাস করে,
গুরুবাক্য এক মনে যে পালন করে,
আপনাকে একটা কিছু বলিয়া যে প্রকাশ করে না,
হরিনাম যে সদা হৃদয়ে ধারণ করে,
আপনার মনকে যে সদ্‌গুরুর নিকট বিক্রয় করিয়াছে,
সেই সেবকের সকল কার্য্য পূর্ণ হইয়া যায়।
সে সেবা করিতে করিতে নিষ্কাম হয়,
এবং সেই পরম স্বামীকে প্রাপ্ত হয়।
ভগবান কৃপা করিয়া যাহাকে আপনার করিয়া লয়েন,
নানক বলিতেছেন, সেই সেবকই গুরু বাক্য গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২

বিশ বিশবে গুরকা মন মানৈ।
সো সেবক পরমেশ্বর কি গতি জানৈ।
সো সতি গুরু যিস রিদৈ হরি নাউ।
অনিক বার গুরকউ বলি যাউ।
সরব নিধান জীয় কা দাতা।
আঠ পহর পারব্রহ্ম রংগ রাতা।
ব্রহ্মমহি জন, জন মহি পারব্রহ্ম।
একহি আপ নহি কছু ভরম।
সহস সিয়ানপ লয়া ন যাইয়ৈ।
নানক ঐসা গুরু বড় ভাগী পাইঐ ॥ ৩

সম্পূর্ণরূপে যে গুরু বাক্য মানিয়া চলে,
সেই সেবকই ভগবানের পথ জানিতে পারে।
সেই সদ্‌গুরু, যাঁহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করে।
বার বার গুরুকে বলিহারি যাই।
তিনি জীবকে সকল সম্পদ দেন।
তিনি অষ্টপ্রহর পরব্রহ্মের ভাবে মগ্ন।

ব্রহ্মমধ্যে হরিজন বাস করেন, হরিজনের মধ্যে ব্রহ্ম অবস্থান করেন।

তাঁহার মধ্যে সেই একই বিরাজ করেন; কোন প্রকার ভ্রম থাকে না।

ধূর্ত্ততা বা বুদ্ধিতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

নানক বলিতেছেন, এমন গুরু অত্যন্ত সৌভাগ্য হইলে লাভ হয়॥ ৩

সফল দরশন পেখত পুনীত।
পরশত চরণ গত নিরমল রীত।
ভেটত সংগ রাম গুণ রবে।
পারব্রহ্ম কি দরগহ গবে।
শুনকর বচন করন আঘানে।
মন সংতোষ আতম পতীয়ানে।
পূরা গুরু, আখিউ যাকা মন্ত্র।
অংম্রিত দৃষ্ট পেখৈ হোয়ে সংত।
গুণ বিঅংত কিমত নহি পায়ে।
নানক যিস ভাবৈ তিস লয়ে মিলায়ে ॥ ৪

সফল দর্শন ; দর্শন করিয়া মানুষ পবিত্র হয়।
চরণ স্পর্শ করিলে, মানুষের গতি এবং রীতি নির্ম্মল হয়।
সঙ্গলাভ হইলে, রাম গুণ গান আসে,
এবং পরব্রহ্মের দ্বারে মানুষ উপস্থিত হয়।
বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।
আত্মাতে অনুভব দ্বারা মন সন্তোষ লাভ করে।
সেই গুরুই পূর্ণ, যাঁহার মন্ত্র অব্যর্থ।
তাঁহার অমৃত দৃষ্টিতে মানুষ সাধু হইয়া যায়।
তাঁহার অনন্ত গুণ, তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণ হয় না।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে তিনি কৃপা করেন, হরির সহিত তাহাকে মিলাইয়া দেন ॥ ৪

জিহ্বা এক উসততি অনেক।
সত পুরুষ পূরন বিবেক।
কাহু বোল, ন পহুছত প্রাণী।
অগম অগোচর প্রভ নিরবাণী।
নিরাহার নিরবৈর সুখদাই।
তাকি কিমত কিনৈ ন পাই।
অনিক ভগত বন্দন নিত করহি।
চরণ কমল হিরদৈ সিমরহি।
সদ বলিহারি সতিগুর অপনে।
নানক যিস প্রসাদ ঐসা প্রভ জপনে॥ ৫

জিহ্বা একটী, কিন্তু তাঁহার স্তুতিবাক্য অসংখ্য।

তিনি বিবেকবান সত্যস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ।

হে প্রাণী, তুমি কেন তাঁহার বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাও, তাঁহার অন্ত পাইবে না।

তিনি অগম্য, অগোচর নির্ব্বানী পুরুষ।

তাঁহার মূল্য কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

কত কত ভক্ত নিত্য তাহার বন্দনা করিতেছেন,

কত কত ভক্ত তাঁহার চরণ কমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন।

হে সদ্‌গুরো! আপনাকে সদা বলিহারি যাই,

নানক বলিতেছেন, যাঁহার কৃপায় সেই প্রভুকে জপ করিতে শিখিয়াছি॥ ৫

এহু হরিরস পাবৈ জন কোয় ।
অংম্রিত পিবৈ অমর সো হোয় ।
উস পূরখ কা নাহি কদে বিনাশ।
জাকৈ মন প্রগটৈ গুণ তাস ।
আঠ পরিহ হরি কা নাম লেয় ।
সচ উপদেশ সেবককউ দেয় ।
মোহ মায়া কৈ সংগ ন লেপ ।
মন মহি রাখৈ হরি হরি এক ।
অংধকার দীপক পরগাশে ।
নানক ভরম মোহ দুখ তহতে নাশে ॥ ৬

এই হরিরস কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি পাইয়া থাকেন।
অমৃত রস পান করিয়া সাধক অমর হইয়া যান ।
সেই পুরুষের আর কখনও বিনাশ নাই,
যাঁহার মনে হরিগুণ প্রকাশ হইয়াছে।
তিনি অষ্টপ্রহর হরিনাম গ্রহণ করেন।
সত্য উপদেশ সেবককে প্রদান করেন।
মোহ মায়ার সঙ্গে লিপ্ত থাকেন না।
মনের মধ্যে সেই এক হরিকে ধারণ করেন।
এমন সাধকের অন্ধকারে দীপ প্রকাশ হয়,
নানক বলিতেছেন, সেই সাধকের ভ্রম, মোহ এবং দুঃখ নাশ হয় ॥ ৬

তপত মাহি ঠাণ্ডী বরতাই।
অনদ ভয়া দুখ নাঠে ভাই।
জনম মরন কে মিটে অংদেশে।
সাধুকে পূরন উপদেশে।
ভউ চুকা নিরভউ হোয়ে বসে।
সগল বিয়াধি মন তে খৈ নাশে।
যিসকা সা তিন কিরপা ধারী।
সাধ সংগ জপ নাম মুরারী।
থিতি পাই, চুকে ভ্রম গবন।
শুন নানক, হরি হরি যশ শ্রবণ ॥ ৭

তপ্ত হৃদয়ে শীতলতা আসে।
হে ভ্রাত! আনন্দ আসিয়া দুঃখকে দূর করিয়া দেয়।
জন্ম মরণের ভ্রম মিটিয়া যায়,
সাধুর পূর্ণ উপদেশ দ্বারা।
ভয় চলিয়া যায়, সাধক নির্ভয় হইয়া বসেন।
মনের সকল ব্যাধি ক্ষয় এবং নাশ হইয়া যায়।
সাধকের যিনি অবলম্বন, তিনি কৃপাধারী।
হে মন! সাধুসঙ্গে মুরারীর নাম জপ কর।
এরূপ করিলে স্থিতি পাইবে, যাওয়া আসার ভ্রম চলিয়া যাইবে।
নানক বলিতেছেন, হরি হরি যশ শ্রবণ কর ॥ ৭

নিরগুণ আপ সরগুণ ভি ওহি।
কলাধার যিন সগলি মোহি।
অপনে চরিত প্রভ আপ বনায়ে।
অপনি কিমত আপে পায়ে।
হরিবিন দুজা নাহি কোয়।
সরব নিরংতর একো সোয়।
ওত পোত রবিয়া রূপ রংগ।
ভয়ে প্রগাশ সাধ কৈ সংগ।
রচ রচনা অপনি কলধারী।
অনিকবার নানক বলিহারী॥ ৮

তিনিই নির্গুণ (অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম গুণের অতীত) এবং তিনিই সগুণ পুরুষ।

সকল স্থষ্টির মধ্যে তিনি শ্রষ্টা হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

আপনার কার্য্য তিনি অপনিই করিতেছেন।

আপনার মূল্য তিনি আপনিই জানেন।

হরি বিনা আর দ্বিতীয় কিছু নাই।

সর্ব্ব নিরন্তর সেই এক পুরুষ বিরাজমান।

সকল বস্তুতেও ত প্রোত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

সাধু সঙ্গে তিনি প্রকাশ পান।

কলাধারী পুরুষ আপনি রচনা করিতেছেন।

নানক বলিতেছেন, সেই পুরুষকে অনেকবার বলিহারি যাই॥ ৮

শ্লোক। ১৯

সাথ ন চলৈ বিন ভজন বিখিয়া সগলি ছার।
হরি হরি নাম কমাবনা নানক এহু ধন সার ॥ ১

বিষয় সঙ্গে যায় না; ভজন বিনা সকলই ছার।

হরি হরি নাম ধন সঞ্চয় করিলেই, নানক বলিতেছেন, সেই ধন সার হয়। ১

অষ্টপদী।

সংত জনা মিল করহু বিচার .
এক সিমর নাম আধার।
অবর উপাব সভ মিত বিসারহু।
চরণ কমল রিদ মহি উরধারহু।
করণ কারণ সো প্রভু সমরথ।
দৃঢ় কর গহহু নাম হরি বৎথ।
এহু ধন সংচহু, হোবহু ভগবংত।
সংত জনাকা নিরমল মংত।
এক আশ রাথহু মন মাহি।
সরব রোগ নানক মিট যাহি॥ ১

সৎসঙ্গে মিলিয়া ভগবদ্বিচার করিতে থাক।
সেই নামরূপ এক আশ্রয়কে স্মরণ কর।
হে মিত্র! অপর সকল উপায় ভুলিয়া যাও।
ভগবানের চরণ কমল হৃদয়ে এবং বক্ষে ধারণ কর।
সেই শক্তিমান পুরুষই কারণের কারণ।
সেই হরিনাম রূপ বস্তুকে দৃঢ় করিয়া ধারণ কর।
এই ধন সঞ্চয় করিলে ভাগ্যবান হইবে।
সাধুজনের উপদেশ অতি নির্ম্মল।
মনোমধ্যে সেই একের উপরই আশা রাখ;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে তোমার সকল রোগ ন

যিস ধন কউ চার কুংঠ উঠ ধাবহি।
সো ধন হরি সেবাতে পাবহি।
যিস সুখ কউ নিত বাংছহি মিত।
সো সুখ সাধুসঙ্গ পরীত।
যিস শোভা কউ করহি ভলি করণী।
সো শোভা ভজ হরি কি শরণী।
অনিক উপাব রোগ ন যায়।
রোগ মিটৈ হরি অবখধ লায়।
সরব নিধান মহি হরি নাম নিধান।
জপ নানক দরগহ পরবান॥ ২

যে ধনের নিমিত্ত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছ,
হে মন! সে ধন হরিসেবাতে পাইবে।
হে মিত্র! যে সুখের জন্য নিত্য বাঞ্ছা করিতেছ,
সে সুখ সাধুসঙ্গে প্রীতি হইলে পাইবে।
যে শোভার জন্ম তুমি সৎকার্য্য করিতেছ,
সে শোভা হরি স্মরণ লইলে তুমি পাইবে।
অনেক উপায় করিলেও রোগ যায় না;
কিন্তু হরিনাম রূপ ঔষধ লইলে রোগ মিটিয়া যায়।
সকল ধনের মধ্যে হরিনামই শ্রেষ্ঠ ধন।
নানক বলিতেছেন, সেই নাম জপ করিলে ভগবানের দ্বারে শ্রেষ্ঠত্ব পাইবে॥ ২

মন পরবোধহু হরি কৈ·নায় ।
দহ দিশি ধাবত আবৈ ঠায় ।
তাকউ বিঘন ন লাগৈ কোয় ।
জাকৈ রিদৈ বসৈ হরি সোয় ।
কল তাতি, ঠাংডা হরি নাউ ।
সিমর সিমর সদা সুখ পাউ ।
ভউ বিনশৈ, পূরণ হোয় আশ ।
ভগত ভায়ে আতম পরগাশ ।
তিত ঘর যায় বসৈ অবিনাশী ।
কহু নানক কাটি যমফাঁসী ॥ ৩

মনকে হরি নামেতেই শিক্ষা দাও ;
তাহা হইলে, যে মন দশ দিকে ঘুরিতেছে তাহা স্থির হইবে ।
তাহার আর কোন প্রকার বিঘ্ন আসিবে না,
যাহার হৃদয়ে সেই হরি বাস করেন ।
কলিকাল উত্তপ্ত, কিন্তু হরিনাম শীতল ।
হরি স্মরণ কর, হরি স্মরণ কর, সর্ব্বদা সুখ পাইবে ।
তাহার ভয় বিনাশ হইয়া যাইবে, আশা পূর্ণ হইবে,
যে ভক্তি এবং প্রেমে আত্মাকে আলোকিত করিয়াছে ।
তাহার গৃহে অবিনাশী পুরুষ বাস করেন ।
নানক বলিতেছেন, তাহার যমফাঁসী কাটিয়া যায় ॥ ৩

তত বিচার কহৈ জন সাচা।
জনমি মরৈ সো কাঁচো কাঁচা।
আবা গবন মিটৈ প্রভ সেব।
আপ তিয়াগ শরণ গুরদেব।
ইউ রতন জনম কা হোয় উধার।
হরি হরি সিমর প্রাণ আধার।
অনিক উপাব ন ছুটন হারে।
সিংম্‌ৃত শাসত্র বেদ বিচারে।
হরি কি ভগতি করহু মন লায়ে।
মন বংছত নানক, ফল পায়ে॥ ৪

যে তত্ত্ব বিচার করে, সেই সত্য লাভ করে।
যে জন্মিতেছে ও মরিতেছে, সে কাঁচা হইতেও কাঁচা।
প্রভু সেবাতে আসা যাওয়া মিটিয়া যায়।
অহং ত্যাগ কর, গুরুদেবের স্মরণ লও।
এই জীবন রত্নের উদ্ধার হইবে,
প্রাণের আধার সেই হরিনাম স্মরণ করিলে।
অনেক উপায় করিলেও পরিত্রাণ হয় না।
স্মৃতি, শাস্ত্র ও বেদ বিচারেও পরিত্রাণ হয় না।
এক মন হইয়া হরির প্রতি ভক্তি কর;
নানক বলিতেছে, তাহা হইলে মনোবাঞ্ছিত ফল পাইবে॥ ৪

সংগ ন চালস তেরৈ ধনা।
তুঁ ক্যা লপটাবহি মুরখ মনা।
সুত মিত কুটংব অর বনিতা।
ইনতে কহহু তুম কবন সনাথা।
রাজ রংগ মায়া বিস্তার।
ইনতে কহহু কবন ছুটকার।
অশ্ব হসতী রথ অসবারী।
ঝুটা ডংফ ঝুট পসারী।
যিন দিয়ে তিস বুঝৈ ন বিগাঁনা।
নাম বিসারি নানক পছুতানা॥ ৫

পার্থিব ধন তোমার সঙ্গে যাইবে না।
তবে কেন, মুর্খ মন, তুমি তাহাতে জড়াইয়া আছ।
পুত্র, মিত্র, কুটুম্ব আর স্ত্রী,
ইহাদের দ্বারা কি তুমি রক্ষিত হইতে পার?
রাজ রঙ্গ এবং মায়া বিস্তার,
এ সকল কি তোমাকে পরিত্রাণ দিতে পারে?
অশ্ব, হস্তী, রথ প্রভৃতি যান,
এ সকল মিথ্যা যাঁক যমক, মিথ্যা দৃশ্য।
যিনি এই সমস্ত দিয়াছেন, অচেনা ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাকে বুঝিলে না।
নানক বলিতেছেন, নাম ভুলিলেই পরিতাপ করিতে হইবে॥৫

রকি মংত তুঁ লেহি ইয়ানে।
ভগতি বিনা বহু ডুবে সিয়ানে।
হরকি ভগতি করহু মম মিত্।
নিরমল হোয়ে তুমারো চিত।
চরণ কমল রাখহু মন মাহি।
জনম জনমকে কিলবিষ যাহি।
আপ জপহু, অবর নাম জপাবহু।
শুনত কহত রহত গতি পাবহু।
সার ভূত সতি হরিকো নাউ।
সহজ শুভায় নানক গুণ গাউ॥ ৬

হে অজ্ঞানী মানব, তুমি গুরুর উপদেশ গ্রহণ কর।
ভক্তি বিনা অনেক ব্যক্তি বুদ্ধিমান হইয়াও ডুবিয়াছে।
হে আমার মিত্র মন! হরির প্রতি ভক্তি কর;
তাহা হইলে তোমার চিত্ত নির্ম্মল হইবে।
তাঁহার চরণ কমল হৃদয় মধ্যে ধারণ কর;
তাহা হইলে জন্মজন্মান্তরের পাপ দূর হইবে।
আপনি জপ কর অপরকেও জপ করাও।
নাম শুনিতে শুনিতে, বলিতে বলিতে গতি পাইবে।
সেই সত্য হরিনামই সার বস্তু।
নানক বলিতেছেন, সহজভাবে হরিগুণ গান কর॥ ৬

গুণ গাবত তেরি উতরস মৈল।
বিনশ যায় হউমে বিষ ফৈল।
হোহি অচিংত, বসহি সুখ নাল।
শ্বাসি গ্রাসি হরি নাম সমাল।
ছাড় সিয়ানপ সগলি মনা।
সাধ সংগি পাবহি সচ ধনা।
হরি পুঁজি সংচি করহু বিউহার।
ইহা সুখ দরগহ জৈকার।
সরব নিরংতর একো দেখ।
কহু নানক যাকৈ মসতকি লেখ॥ ৭

হরিগুণ গান করিলে তোমার হৃদয়ের মলা দূর হইবে।
অহঙ্কারের বিষ, যাহা বিস্তার পাইয়াছে, তাহার নাশ হইবে।
তখন তুমি চিন্তাশূন্য হইয়া সুখে বাস করিবে;
প্রতি শ্বাসে এবং প্রতি গ্রাসে হরিনাম স্মরণ রাখিবে।
হে মন! সকল প্রকার ধূর্ত্ততা ত্যাগ কর।
সাধুসঙ্গে সত্য ধন প্রাপ্ত হইবে।
হরিধন সঞ্চয় করিয়া তাহারই ব্যবসা কর;
তাহা হইলে ইহলোকে সুখ এবং পরলোকে জয় জয়কার হইবে।
সর্ব্ব নিরন্তর সেই এককে সেই ব্যক্তিই দর্শন করিতে পারে,
নানক বলিতেছেন, যাহার মস্তকে এই সৌভাগ্য লেখা আছে॥ ৭

একো জপ একো সালাহি।
এক সিমরি একো মন মাহি।
একস কে গুণ গাউ অনংত।
মন তন জাপি এক ভগবংত।
একো এক, এক হরি আপ।
পূরণ পূর রহিয়ো প্রভু বিয়াপ।
অনিক বিসথার একতে ভয়ে।
এক অরাধ পরাছত গয়ে।
মন তন অংতর এক প্রভু রাতা।
গুর প্রসাদি নানক ইক জাতা ॥৮

সে একেরই নাম জপ কর, একেরই স্তুতি কর ;
একেরই স্মরণ কর, এককেই মনে রাখ।
সেই এক অনন্তের গুণ গান কর।
শরীর এবং মন দিয়া সেই এক ভগবানের জপ কর।
তিনিই সেই এক ; হরিই একমাত্র পুরুষ ;
তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।
সেই এক হইতেই অনেক বিস্তার হইয়াছে।
সেই একের আরাধনায় পাপ দূর হয়।
শরীর এবং মনে সেই এক প্রভুই লীলা করিতেছেন।
নানক বলিতেছেন, গুরু কৃপায় সেই এককে জানা যায় ॥৮

শ্লোক। ২০

ফিরত ফিরত প্রভ আয়া, পরিয়া তউ শরণায়
নানক প্রভ বেনতি, অপনি ভগতি লায় ॥ ১

হে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখন তোমারই শরণে আসিয়াছি।
হে প্রভু, নানকের এই মিনতি, কৃপা করিয়া ভক্তি দাও॥ ১

অষ্টপদী।

যাচক জন যাচৈ প্রভ দান।
কর কিরপা দেবহু হরি নাম।
সাধ জনাকি মাগউ ধূর।
পারব্রহ্ম মেরি শরধা পূর।
সদা সদা প্রভকে গুণ গাবউ।
শ্বাস শ্বাস প্রভ তুমহি ধিয়াবউ।
চরণ কমল সিউ লাগৈ প্রীতি।
ভগতি করউ প্রভকি নিত নিতি।
এক ওঠ, একো আধার।
নানক মাংগৈ নাম প্রভু সার॥ ১

হে প্রভু! যাচক ব্যক্তি তোমার নিকট এই দান চাহিতেছে,
কৃপা করিয়া হরিনাম প্রদান কর।
সাধু ব্যক্তির পদধুলি প্রার্থনা করি।
হে পরব্রহ্ম, আমার শ্রদ্ধা পূর্ণ কর;
সদা সর্ব্বদা যেন প্রভুর গুণ গান করি;
প্রতি শ্বাসে যেন তোমাকে স্মরণ রাখিতে পারি।
তোমার চরণ কমলে যেন আমার প্রীতি হয়।
প্রভুকে যেন নিত্য নিত্য ভক্তি করিতে পারি।
আমার একই আশ্রয়, একই অবলম্বন।
হে প্রভু! নানক এই ভিক্ষা করে, যেন নামই সার হয়॥১

প্রভ কি দৃষ্টি মহা সুখ হোয়।
হরি রস পাবৈ বিরলা কোয়।
যিন চাখিয়া সে জন ত্রিপতানে।
পূরণ পুরুষ নহি ডোলানে।
সুভর ভরে প্রেম রস রংগ।
উপজৈ চাউ সাধ কৈ সংগ।
পরে শরণ আন সব তিয়াগ।
অংতর প্রগাশ অনদিন লিবলাগ।
বড়ভাগী জাপিয়া প্রভু সোয়।
নানক নাম রতে সুখ হোয়॥ ২

প্রভুর কৃপা দৃষ্টিতে মহা সুখ হয়।
হরি রস কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়।
যে চাখিয়াছে, সে তৃপ্ত হইয়াছে ;
সে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর দোলায়মান হয় না।
প্রভুর প্রেম ও লীলায় সে মগ্ন হয়।
হরির পিপাসা সাধুসঙ্গে আসে।
তখন সাধক অন্য সকল ত্যাগ করিয়া হরির শরণ লয়।
অন্তরে তাহার হরির প্রকাশ হয়; সে দিবারাত্রি তাঁহার ধ্যানে থাকে।
অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিই তাঁহার নাম জপ করিতে পারে।
নানক বলিতেছেন, নামে রত থাকিলেই সুখ হয়॥২

সেবক কি মনসা পূরী ভই।
সতিগুরু তে নিরমল মত লই।
জনকউ প্রভু হোয়ো দয়াল।
সেবক কিনো সদা নিহাল।
বংধন কাট মুকত জন ভয়া।
জনম মরণ দুখ ভ্রম গয়া।
ইছু পুংনী সরধা সভ পূরী।
রব রহিয়া সদ সংগ হজুরী।
যিস কা সা, তিন লিয়া মিলায়ে।
নানক ভগতি নাম সমায়ে॥ ৩

সেবকের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে,
সদ্গুরুর নির্ম্মল উপদেশ পাইয়াছে।
হরিজনের প্রতি প্রভু দয়া করেন।
সেবককে সদাই কৃতার্থ করেন।
হরিজনের বন্ধন কাটিয়া যায়; মুক্ত হইয়া যায়;
জন্ম মরণের দুঃখ এবং ভ্রম চলিয়া যায়।
তাহার সকল ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা পূর্ণ হয়।
হরি সর্ব্বদাই তাহার নিকটে থাকেন।
যাঁহার সেবক, তাঁহারই সহিত মিলিত হইল।
নানক বলিতেছেন, ভক্তি গুণে সাধক নামে ডুবিয়া যায়॥৩

সো কিউ বিসরৈ, যি ঘাল ন ভানৈ।
সো কিউ বিসরৈ, যি কিয়া জানৈ।
সো কিউ বিসরৈ, যিন সভ কিছু দিয়া।
সো কিউ বিসরৈ, যি জীবন জীয়া।
সো কিউ বিসরৈ, যি অগন মহি রাখৈ।
গুরু প্রসাদি কো, বিরলা লাখৈ।
সো কিউ বিসরৈ, যি বিষতে কাঢ়ৈ।
জনম জনম কা টুটা গাঢ়ৈ।
গুর পূরে তত ইহৈ বুঝায়া।
প্রভু অপনা নানক জন ধিয়ায়া॥ ৪

তাঁহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি তোমার কোন কার্য্যে ত্রুটি করেন না?

তাঁহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি সাধকের কার্য্য স্মরণ রাখেন?

তাঁহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি তোমাকে সকলই দিয়াছেন।

তাহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি জীবের জীবন।

তাঁহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি তোমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করেন।

গুরু প্রসাদে, কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পান।

তাঁহাকে কেন ভুলিয়া যাও, যিনি বিষ হইতে তোমাকে বাঁচাইয়াছেন।

জন্ম জন্মের ভাঙ্গা তিনি জোড়া দেন।

পূর্ণ গুরু এই উপদেশ দেন।

নানক বলিতেছেন, প্রভু আপনি হরিজনকে তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দেন॥ ৪

সাজন সংত করহু এহু কাম।
আন তিয়াগ জপহু হরি নাম।
সিমর সিমর সিমর সুখ পাবহু।
আপ জপহু অবরহি নাম জপাবহু।
ভগত ভায় তরিয়ৈ সংসার।
বিন ভগতি তন হোসি ছার।
সরব কল্যাণ সুখনিধি নাম।
বূড়ত যাত পায় বিশ্রাম।
সগল দুখ কা হোবত নাশ।
নানক নাম জপত গুণ তাস॥ ৫

হে সজ্জন সাধক, এই কার্য্য কর,
অপর সকল ত্যাগ করিয়া হরিনাম জপ কর।
স্মরণ কর, স্মরণ কর, স্মরণ করিয়া সুখ পাইবে।
আপনি হরিনাম জপ কর, অপরকেও জপাও।
ভক্তি ও প্রেমে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়।
ভক্তি বিনা এই তনু ছার।
ভগবানের নাম সর্ব্ব কল্যাণকর এবং সুখনিধি।
ইহাতে ডুবিতে পারিলে সাধক বিশ্রাম পায়।
তাহার সকল দুঃখের নাশ হয়।
নানক বলিতেছেন, সেই গুণময়ের নাম জপ কর॥ ৫

উপজি প্রীতি প্রেম রস চাউ।
মন তন অংতর ইহি সুআউ।
নেত্রহু পেখ দরশ সুখ হোয়।
মন বিগশৈ সাধ চরণ ধোয়।
ভগত জনাকৈ মন তন রংগ।
বিরলা কোউ পাবৈ সংগ।
এক বসত দিজৈ কর ময়া।
গুর প্রসাদি নাম জপ লয়া।
তাকি উপমা কহি ন যায়।
নানক রহিয়া সরব সমায়॥ ৬

সেই সাধকের মনে প্রীতি, প্রেম এবং ভগবদাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়,
যাঁহার শরীর ও মনে এই শুভ ইচ্ছার উদয় হইয়াছে।
সাধক নেত্র দ্বারা হরি দর্শন করিয়া সুখ লাভ করেন।
এমন সাধুর চরণ ধৌত করিয়া মন প্রফুল্ল হয়।
ভক্ত জনের শরীর ও মন সদাই প্রফুল্ল।
এমন সাধকের সঙ্গ কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়।
তিনি কৃপা করিয়া সেই এক বস্তু প্রদান করেন।
গুরু প্রসাদে যে নাম জপ করিতে থাকে,
তাহার উপমা দেওয়া যায় না।
নানক বলিতেছেন সেই প্রভু সকলের মধ্যে রহিয়াছেন॥ ৬

প্রভ বখসন্দ দীন দয়াল।
ভগত বছল সদা কিরপাল।
অনাথ নাথ গোবিংদ গুপাল।
সরব ঘটা করত প্রতিপাল।
আদি পুরষ কারণ করতার।
ভগত জনাকে প্রাণ আধার।
যো যো জপৈ সু হোয় পুনীত।
ভগত ভায়ে লাবৈ মন হিত।
যো যো জপৈ সু হোয় পুনীত।
ভগত ভায়ে লাবৈ মন হিত।
হম নিরগুণিয়ার নীচ অজান।
নানক তুমরি শরণ পুরুষ ভগবান॥ ৭

সেই প্রভু ক্ষমাবান এবং দীনের প্রতি দয়ালু।
তিনি ভক্তবৎসল এবং সদাই কৃপাবান্।
তিনি অনাথের নাথ, গোবিন্দ, গোপাল।
তিনি সকল জীবকে প্রতিপালন করেন।
তিনি আদি পুরুষ কারণের কারণ।
তিনি ভক্তজনের প্রাণের আশ্রয়।
যে তাঁহার নাম জপ করে সে পবিত্র হইয়া যায়।
প্রভু ভক্তি ও প্রেম দিয়া সেবকের মনকে পরিপ্লুত করেন।
আমি গুণহীন নীচ ও অজ্ঞান।
হে পূর্ণ পুরুষ! হে ভগবান! নানক তোমারই শরণ লইয়াছেন॥৭

সরব বৈকুংঠ মুকত মোখ পায়ে।
এক নিমখ হরি কে গুণ গায়ে।
অনিক রাজ ভোগ বড়িয়াই।
হরি কে নাম কি কথা মন ভাই।
বহু ভোজন কাপর সংগাত।
রসনা জপতি হরি হরি গীত।
ভলী সুকরনী শোভা ধনংবত।
হিরদৈ বসৈ পূরণ গুরমংত।
সাধ সংগ প্রভ দেহু নিবাস।
সরব সুখ নানক পরগাশ॥ ৮

সকল বৈকুণ্ঠ ও মুক্তি এবং মোক্ষ সেই সাধক লাভ করেন,
যিনি এক নিমেষের জন্যও হরিগুণ গান করেন।
অনেক রাজভোগ এবং শ্রেষ্ঠত্ব তিনিই লাভ করেন,
যাঁহার হরিনামের কথায় মন লাগে।
অনেক ভোজ্যবস্তু, বসন এবং সঙ্গীত সুখ তাঁহারাই পান,
যাঁহাদের রসনা নিত্য হরিনাম স্মরণ করে।
তাঁহারাই সুকার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই ধনবান ও শোভাবন,
যাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ণ গুরুর মন্ত্র বাস করে।
হে প্রভু! সাধু সঙ্গে বাস করাইয়া দেও, ইহাই প্রার্থনা।
নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গে সকল সুখ লাভ হয়॥৮

শ্লোক । ২১

সরগুণ নিরগুণ নিরংকার শুংন সমাধি আপ
আপন কিয়া নানক আপেহি ফির জাপি ॥

তিনিই স্বগুণ, তিনিই নির্গুণ, তিনি নিরঙ্কার পুরুষ, তিনিই নির্ব্বিকল্প সমাধি।

তিনিই সৃষ্টি, নানক বলিতেছেন, তিনিই আবার নাম জপ করেন ॥

অষ্টপদী।

যব অকার এহু কছু ন দৃষ্টেতা।
পাপ পুংন তব কহ তে হোতা।
যব ধারী আপন শুংন সমাধি।
তব বৈর বিরোধ কিস সঙ্গ কমাত।
যব ইস্‌কা বরণ চিহ্‌ণ নহি যাবত।
তব হরষ শোগ কছু কিসহি বিয়াপত।
যব আপন আপ আপ পরব্রহ্ম।
তব মোহ কহা কিস্ হোবত ভরম।
আপন খেল আপ বরতীজা।
নানক করণৈহার ন দুজা॥ ১

যখন এই শরীর কিছুই নহে,
তখন পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি ?
যখন সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন,
তখন বৈর বিরোধ কাহার সঙ্গে হইবে ?
যখন মানুষ বলিয়া আর কোন্ চিহ্ন থাকে না.
তখন হর্ষই বা কাহাকে অভিভূত করিবে, শোকই বা কাহাকে ব্যাকুল করিবে ?
যখন সাধক এবং পরব্রহ্ম এক হইয়া যান,
তখন মোহই বা কাহার হইবে, ভ্রমই বা কাহার হইবে ?
প্রভু আপনার খেলা আপনিই খেলিতেছেন।
নানক বলিতেছেন, কর্ত্তা এক বই দুই নহেন॥ ১

যব হোবত প্রভ কেবল ধনী।
তব বংধ মুকত কহু কিস কউ গনী।
যব একহি হরি অগম অপার।
তব নরক স্বরগ কহু কউন অউতার।
যব নিরগুন প্রভ সহজ শুভায়।
তব শিব শকত কহহু কিত ঠায়।
যব আপহি আপ অপনি জ্যোত ধরে।
তব কবন নিডর কবন কত ডরৈ।
আপন চলত আপ করণৈহার।
নানক ঠাকুর অগম অপার॥ ২

যখন সেই প্রভুই সকলের কর্ত্তা,
তখন বদ্ধই বা কাহাকে বলিব, মুক্তই বা কাহাকে বলিব?
যখন সেই এক হরি অগম্য এবং অপার,
তখন নরকই বা কি, স্বর্গই বা কি?
যখন সেই প্রভু স্বভাবতঃই নির্গুন,
তখন বল শিবশক্তি আর কোথায়?
যখন সেই প্রভু আপনি আপনার জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন,
তখন বল ভয়ই বা কি, এবং কেই বা ভীত হইবে?
তিনি আপনিই সব চালাইতেছেন, আপনিই সব করিতেছেন।
নানক বলিতেছেন, সেই ঠাকুর অগম্য ও অপার॥২

অবিনাশী সুখ আপন আসন।
তহ জনম মরণ কহু কহা বিনাশন।
যব পূরন করতা প্রভু সোয়।
তব যমকি ত্রাস কহহু কিস হোয়।
যব অবিগত অগোচর প্রভ একা।
তব চিত্রগুপত কিস পুছত লেখা।
যব নাথ নিরংজন অগোচর অগাধে।
তব কউন ছুটে কউন বংধন বাধে।
আপন আপ আপহি অচরজা।
নানক আপন রূপ আপহি উপরজা॥ ৩

যখন সেই অবিনাশী পুরুষ সুখে বিরাজ করিতেছেন,
তখন বল জন্মই বা কি, মরণই বা কি, এবং নাশই বা কি ?
যখন সেই পূর্ণ প্রভু কর্ত্তারূপে বিরাজমান,
বল তবে আর যমের ত্রাশ কেন হইবে ?
যখন সেই অবিগত ও অগোচর পুরুষ বিরাজ করিতেছেন,
তবে বল চিত্রগুপ্ত আর কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে ?
যখন সেই নিরঞ্জন পুরুষ অগোচর এবং অগাধ হইয়া বিরাজমান
তবে বল কেই বা বদ্ধ, কেই বা মুক্ত ?
তিনি আপনিই আপনি, আপনিই আশ্চর্য্যরূপে বিরাজমান।
নানক বলিতেছেন, তিনি আপনিই আপনার আকার সৃজন করেন॥৩

যহ নির্ম্মল পুরুষ পুরুষ পতি হোতা।
তহ বিন মৈল কহহু কিয়া ধোতা।
যহ নিরংজন নিরংকার নিরবান।
তহ কউন কউ মান কউন অভিমান।
যহ স্বরূপ কেবল জগদীশ।
তহ ছল ছিদ্র লগত কহু কিস।
যহ জ্যোতি স্বরপী জ্যোতি সংগি সমাবৈ।
তহ কিসহি ভুখ কবন ত্রিপাবৈ।
করন করাবণ করণৈহার।
নানক করতে কা নাহি সুমার॥ ৪

যখন সেই নির্ম্মল পুরুষ মানুষের স্বামী,
তবে বল মানুষের মল কোথায় যে ধৌত করিবে?
যখন সেই নিরঙ্কার, নিরঞ্জন, নির্ব্বাণ পুরুষ বর্ত্তমান,
তখন আর মানুষের মানই বা কি আর অপমানই বা কি?
যখন সেই জগদীশ্বরেরই স্বরূপ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান,
তখন ছলই বা কাহাকে আশ্রয় করিবে, দোষই বা কাহাকে আশ্রয় করিবে?
যখন জ্যোতিস্বরূপ জ্যোতির মধ্যে সমাহিত থাকেন,
তখন ক্ষুধাই বা কি আর তৃপ্তিই বা কি?
সেই প্রভু কারণের কারণ, তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা।
নানক বলিতেছেন, সেই কর্ত্তার পরিমাণ কেহ করিতে পারে না॥৪

যব অপনি শোভা করতে কা বনাই।
তব কবন মায় বাপ মিত্র সুত ভাই।
যহ সরব কলা আপহি পরবীন।
তহ বেদ কতেব কহা কোউ চিন।
যব আপন আপ আপি উর ধারে।
তউ সগন অপসগন কহা বিচারে।
যহ আপন উচ আপন আপি নেরা।
তহ কউন ঠাকুর কউন কহিয়ে চেরা
বিষমন বিষম রহে বিষমাদ।
নানক অপনি গতি জানহু আপি॥ ৫

যখন সেই প্রভু আপনার শোভাতেই সকল বস্তুতে বিরাজমান,
তবে মাতা, পিতা, মিত্র, পুত্র, ভ্রাতা এ সকল তাঁহা ব্যতীত আর কি?
যখন সেই পরম পুরুষ আপনিই বিদ্যারূপে প্রকাশমান,
তখন বেদ বা ধর্ম্ম পুস্তকে তাঁহা ব্যতীত আর কি সংগ্রহ করিতেছ?
যখন সেই প্রভু আপনিই মানুষের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন,
তখন তুমি শুভ আর অশুভ বলিয়া কি বিচার করিবে?
যখন সেই প্রভু আপনিই উচ্চে এবং আপনিই নিকটে,
তবে কেই বা ঠাকুর আর কেই বা দাস?
বিস্ময়ের বিস্ময় দেখিয়া বিস্মিত হই।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভুর লীলা প্রভুই জানেন॥৫

যহ অছল অছেদ অভেদ সমায়া।
উহা কিসহি বিয়াপত মায়া।
আপস কউ আপহি আদেশ।
তিহ গুণকা নাহি পরবেশ।
যহ একহি এক, এক ভগবংতা।
তহ কউন অচিংত কিস লাগৈ চিংতা।
যহ আপ আপ আপি পতিয়ারা।
তহ কউন কথৈ কউন শুননৈ হারা।
বহু বিঅংত উচ তে উচা।
নানক আপস কউ আপহি পহুচা॥ ৬

যখন সেই ছলরহিত, অখণ্ড, অভেদ্য পুরুষ হৃদয়ে বিরাজ করেন,
তখন মায়া আর কি প্রকারে সেখানে আসিয়া অভিভূত করিবে?
তিনি আপনিই আপনাকে আদেশ করিতেছেন।
তাঁহার নিকট ত্রিগুণ প্রবেশ করিতে পারে না।
যখন সকলই সেই এক, এক, এক ভগবান,
তখন কোথায় বা চিন্তা, আর কাহাকেই বা চিন্তা আক্রমণ করিবে।
যখন তিনি আপনিই আপনার মধ্যে অনুভূত,
তখন কেই বা কথা বলিবে আর কেই বা কথা শুনিবে?
তিনি মহান অনন্ত, উচ্চ হইতেও উচ্চ।
নানক বলিতেছেন, তিনি আপনারই নিকটে আপনি উপস্থিত হয়েন॥৬

যহ্‌ আপি রচিও পরপংচ অকার।
তিন গুণ মহি কিনো বিস্তার।
পাপ পুংন তহ ভই কহাবত।
কোউ নরক কোউ সুরগ বংছাবত।
আল জাল মায়া জংজাল।
হউমৈ মোহ ভরম ভৈ ভার।
দুঃখ সুখ মান অপমান।
অনিক প্রকায় কিয়ো বখিয়ান।
আপন খেল আপি কর দেখৈ।
খেল সংকোচৈ তউ নানক একৈ॥ ৭

যখন সেই প্রভু আপনি এই প্রপঞ্চ বিশ্ব রচনা করিয়া,

ত্রিগুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণের মধ্যে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন,

তখন পাপই বা কাহাকে বলিবে, আর পুণ্যই বা কি?

সেই বিশ্বপতি কাহাকেও নরক বাঞ্ছা করাইতেছেন, কাহাকেও স্বর্গ বাঞ্ছা করাইতেছেন;

কাহাকেও মায়া জঞ্জালের মধ্যে রাখিয়াছেন;

কাহাকেও বা অহঙ্কার, মোহ, ভ্রম ও ভয়ের ভারে ভারান্বিত করিয়াছেন;

কাহাকেও বা দুঃখ, সুখ, মান ও অপমান দিয়াছেন।

অনেক প্রকারে মায়ার ব্যাখ্যা দেখাইতেছেন।

আপনার খেলা বিস্তার করিয়া তিনি আপনিই দেখেন।

নানক বলিতেছেন, খেলা সঙ্কোচের পরেও সেই এক পুরুষ বিদ্যমান থাকেন॥৭

যহ অবিগত ভগত তহ্ আপি।
যহ পসরে পাসার সংত পরতাপি।
দুহু পাথকা আপহি ধনী।
উনকী শোভা উনহু বনী।
আপহি কৌতুক করে অনদ চোজ।
আপহি রস ভোগহি নিরযোগ।
যিস ভাবৈ তিস আপন নায় লাবৈ।
যিস ভাবৈ তিস খেল খিলাবৈ।
বেস্তমার অথাহ অগনত অতোলৈ।
যিউ বুলাবহু তিউ নানক দাস বোলৈ ॥৮

যখন সেই প্রভু অবিগত অর্থাৎ নিত্য, তাঁহার ভক্তও নিত্য।

যখন তিনি এই প্রপঞ্চ বিশ্ব বিস্তার করেন, সেই ভক্তের মহিমা প্রকাশের জন্যই করেন।

সেই প্রভু ইহ পরকালের স্বামী।

তাঁহার শোভা তাঁহারই প্রকাশ।

তিনি আপনিই কৌতুক করিতেছেন, আনন্দ করিতেছেন, খেলা করিতেছেন।

আপনিই নিরন্তর রস ভোগ করিতেছেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইলে আপনার নামে সাধককে মিলিত করেন।

আবার তাঁহার ইচ্ছাতে কত খেলা খেলেন।

তিনি অপরিমেয়, অগাধ, অনন্ত, অসীম পুরুষ।

নানক বলিতেছেন, তাঁহার দাসকে যেমন বলান, সেইরূপই সে বলে ॥৮

শ্লোক। ২২

জীয় জংত কে ঠাকুর আপে বরতণহার।
নানক একো পসরিয়া, দুজা কহ দৃষটার॥

হে জীব জন্তুর ঠাকুর, তুমি আপনি বিরাজমান।
নানক বলিতেছেন, সেই একই সমস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন. দ্বিতীয় কোথায় দেখিবে?

অষ্টপদী।

আপি কথৈ আপি শুননৈহার।
আপহি এক আপি বিস্তার।
যা তিস ভাবৈ তা স্থষ্টি উপায়ে।
আপন ভাণৈ লয়ে সমায়ে।
তুমতে ভিংন নহি কিছু হোয়।
আপন স্থতি সভ জগত পরোয়।
যাকউ প্রভজীউ আপি বুঝায়।
সচ নাম সোই জন পায়।
সো সমদরশী তত কা বেতা।
নানক সগল স্থষ্টিকা জেতা॥১

তিনি আপনিই বলেন, আপনিই শুনেন।
আপনিই এক এবং আপনিই আপনাকে বিস্তার করিয়াছেন।
যখন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি স্থষ্টি করেন।
আপনার ইচ্ছায় আবার সকল সঙ্কুচিত করেন।
তোমা ভিন্ন কিছুই হয় না।
সমস্ত জগৎ তোমারই স্থত্রে গ্রথিত রহিয়াছে।
হে প্রভু! তুমি যাহাকে আপনি বুঝাইয়া দাও,
তোমার সত্য নাম সেই সাধকই পায়।
সেই সাধকই তত্ত্ববেত্তা, তিনিই সমদর্শী।
নানক বলিতেছেন, তিনিই সমস্ত স্থষ্টিকে জয় করিয়াছেন॥১

জীয় জংত সভ তাকে হাথ।
দীন দয়াল অনাথ কো নাথ।
যিস রাখৈ, তিস কোয় ন মারৈ।
সো মুয়া যিস মনহু বিসরৈ।
তিস তজ অবর কহা কো যায়।
সভ সির এক নিরংজন রায়।
জীয় কি যুগতি যাকৈ সভ হাথ।
অংতর বাহরি জানহু সাথ।
গুণ নিধান বেঅন্ত অপার।
নানক দাস সদা বলিহার ॥ ২

সমস্ত জীব জন্তু তাঁহার হাথে।
তিনি দীন দয়াল, অনাথের নাথ।
যাহাকে তিনি রাখেন, তাঁহাকে কেহ মারিতে পারে না।
সেই মৃত, যাহাকে তিনি মন হইতে বিস্মৃত হন।
তাঁহাকে ছাড়িয়া মানুষ আর কাহার নিকট যাইবে ?
সকলের উপর তিনিই এক রাজা, তিনি নিরঞ্জন পুরুষ।
সকল জীবের পালন যাঁহার হাথে,
তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে সঙ্গে জানিবে।
তিনি গুন নিধান, অনন্ত, অপার।
নানক তাঁহার দাস, সদাই তাঁহাকে বলিহারি যায় ॥ ২

পূরণ পূরি রহে দয়াল।
সভ উপরি হোবত কিরপাল।
অপনে করতব জানৈ আপি।
অংতরযামী রহিয়ো বিয়াপি।
প্রতিপালৈ জীয়ন বহু ভাতি।
যো যো রচিয়ো সু তিসহি ধিয়াতি।
যিস ভাবৈ তিস লয়ে মিলায়ে।
ভগতি করহি হরি কে গুণ গায়ে।
মন অন্তর বিশ্বাস করি মানিয়া।
করণহার নানক ইক জানিয়া ॥ ৩

সেই দয়াল প্রভু পূর্ণরূপে বিরাজমান।
তিনি সকলের উপরই কৃপাবান।
আপনার কার্য্য আপনিই জানেন।
অন্তর্য্যামী পুরুষ সকলের মধ্যে ব্যপ্ত রহিয়াছেন।
নানা প্রকার জীবের প্রতিপালন করিতেছেন।
যাহা যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাদের ভাবনা ভাবিতেছেন।
যাহার প্রতি কৃপা করেন, তাহাকে আপনার সহিত মিলিত করেন।
সাধক ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হইয়া হরিকে ভক্তি করেন ও হরিগুণ গান করেন;
মনের মধ্যে বিশ্বাস রাখিয়া, তাঁহার আজ্ঞা মানিয়া চলেন।
নানক বলিতেছেন, সেই সাধক সেই এক স্থষ্টিকর্ত্তা ভগবানকে জানিতে পারেন ॥৩

জন লাগা হরি একৈ নাই।
তিনকি আশ ন বিরথি যাই।
সেবক কা সেবা বনিয়াই।
হুকম বুঝি পরম পদ পাই।
ইসতে উপর নহি বিচার।
যাকৈ মনি বসিয়া নিরংকার।
বংধন তোর ভয়ে নিরবৈর।
অনদিন পূজহি গুরকৈ পৈর।
ইহলোকে সুখিয়ে পরলোক সুহেলে।
নানক হরি প্রভু আপহি মেলে ॥৪

হরিজন এক হরিনামেই লাগিয়া থাকেন।
তাঁহার আশা কখনও বৃথা যায় না।
সেবকের হরি সেবাতেই আনন্দ।
তাঁহার আদেশ বুঝিয়া সেবক পরমপদ লাভ করেন।
সেই সেবক অপেক্ষা উচ্চ আর কিছুই বিচারে আসেনা,
যাঁহার হৃদয়ে নিরঙ্কার হরি বাস করেন।
সাধক তখন বন্ধন কাটিয়া নির্ব্বৈর হইয়া যান।
অনুদিন গুরুপদ পূজা করিতে থাকেন।
ইহলোকে তিনি সুখী, পরলোক সুহেলার উত্তীর্ণ হন।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু হরি আপনিই আপনার সহিত মিলাইয়া লএন ॥৪

সাধু সংগ মিল করহু আনন্দ।
গুণ গাবহু প্রভ পরমানন্দ।
রাম নাম তত করহু বিচার।
দুর্লভ দেহ কা করহু উধার।
অংম্রিত বচন হরি কে গুণ গাউ।
প্রাণ তরণ কা ইহৈ সুয়াউ।
আঠ পহর প্রভ পেখহু নেরা।
মিটৈ অজ্ঞান বিনশৈ অন্ধেরা।
শুন উপদেশ হিরদৈ বসাবহু।
মন ইচ্ছে নানক ফল পাবহু॥ ৫

সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে থাক।
সেই পরমানন্দ প্রভুর গুণগান কর।
রামনামের তত্ত্ব বিচার কর।
এই দুর্লভ মানব দেহকে উদ্ধার কর।
হরিগুণ রূপ অমৃত কথা গান করিতে থাক।
এই জীবনকে তরাইবার এইত উপায়।
অষ্টপ্রহর প্রভুকে নিকটে দর্শন কর।
তোমার অজ্ঞানতা চলিয়া যাইবে, অন্ধকার দূব হইবে।
উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ে বসাইয়া লও;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে॥৫

হলত পলত দোয় লেহু সবার।
রাম নাম অংতর উরধার।
পূরে গুরকি পূরি দিখিয়া।
যিস মন বসৈ তিস সাচ পরিখিয়া।
মনি তনি নাম জপহু লিবলায়।
দুখ দরদ মনতে ভয় যায়।
সচ বাপার করহু বাপারী।
দরগহ নিবহৈ খেপ তুমারি।
একা ঠেক রখহু মন মাহি।
নানক বহুর ন আবহু যাহি॥ ৬

ইহলোক ও পরলোক এক করিয়া লও।
রাম নাম অন্তরে ধারণ কর।
পূর্ণ গুরুর দীক্ষাও পূর্ণ।
যাঁহার মনে গুরুর উপদেশ বসিয়া যায়, তিনি সত্য স্বরূপকে দর্শন করেন।
মন ও শরীর এক করিয়া হৃদয়ে হরিনাম জপ কর;
তাহা হইলে মন হইতে দুঃখ, কষ্ট ও ভয় দূর হইবে।
হে ব্যাপারি! তুমি সত্যের ব্যাপার কর;
তাহা হইলে তোমার বস্তু হরির দ্বারে উপস্থিত হইবে।
মনেতে সেই একেরই আশ্রয় রাখ;
নানক বলিতেছেন, তাহা হইলে আর যাওয়া আসা করিতে হইবে না॥৬

তিসতে দূরে কহা কো যায়।
উবরে রাখন হার ধিয়ায়।
নিরভউ জপৈ সগল ভউ মিটৈ।
প্রভ কিরপা তে প্রাণী ছুটৈ।
যিস প্রভ রাখৈ তিস নাহি দুখ।
নাম জপত মন হোবত সুখ।
চিংতা যায় মিটৈ অহংকার।
তিস জনকউ কোয় ন পহুচহার।
সিরি উপরি ঠাণ্ডা গুর সুরা।
নানক তাকৈ কারয পুরা॥ ৭

তাঁহাকে দূর করিয়া কে কোথায় যাইবে?
সেই রক্ষাকর্ত্তার ধ্যান করিলেই মনুষ্য রক্ষা পায়।
সেই ভয় রহিত হরির জপ করিলে ভয় দূর হয়।
প্রভুর কৃপাতে মানুষ উদ্ধার পায়।
যাহাকে প্রভু রক্ষা করেন তাহার দুঃখ থাকে না।
নাম জপ করিলে মানুষ মনোমধ্যে আনন্দ লাভ করে;
তাহার চিন্তা চলিয়া যায়, অহঙ্কার মিটিয়া যায়।
সেই ব্যক্তির সমান কেহ হইতে পারে না।
যাহার মস্তকের উপর গুরু বীর দণ্ডায়মান থাকিয়া রক্ষা করেন,
নানক বলিতেছেন, তাহার কর্ম্ম মিটিয়া গিয়াছে॥৭

মতি পূরি অংম্রিত যাকি দৃষ্টি।
দরশন পেখত উধরত স্রিষ্টি।
চরণ কমল যাকৈ অনূপ।
সফল দরশন সুন্দর হরিরূপ।
ধংন সেবা সেবক পরবান।
অংতরযামী পুরুষ প্রধান।
যিস মন বসৈ সু হোত নিহাল।
তাকৈ নিকট ন আবত কাল।
অমর ভয়ে অমরপদ পায়া।
সাধ সংগ নানক হরি ধিয়ায়া॥ ৮

যাঁহার জ্ঞান পূর্ণ, দৃষ্টি অমৃত,
তাঁহার দর্শনে সকল সৃষ্টি উদ্ধার হইয়া যায়।
যাঁহার চরণ কমল অনুপম,
সেই সুন্দর হরিরূপ দর্শনে জীবন সফল হয়।
তাঁহার সেবা করিয়া সেবক ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায়।
সেই প্রভু শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি অন্তর্যামী।
যাঁহার মনে হরি বাস করেন তিনি কৃতার্থ হইয়া যান;
তাঁহার নিকট কাল আসিতে পারে না;
তিনি অমর হইয়া অমরপদ লাভ করেন;
তিনি সাধুসঙ্গে মিলিত হইয়া হরিনাম ধ্যান করিতে থাকেন॥৮

শ্লোক। ২৩

জ্ঞান অংজন গুর দিয়া, অগিয়ান অংধের বিনাশ।

হরি কিরপাতে সংত ভেটিয়া, নানক মন পরগাশ।

গুরু জ্ঞানের অঞ্জন পরাইয়া দিলে, অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হইয়া যায়।

হরি কৃপাতে যিনি সদ্‌গুরু লাভ করেন, নানক বলিতেছেন, তাঁহার মন আলোকিত হয়॥১

অষ্টপদী।

সতং সংগ অংতর প্রভু ডিঠা।
নাম প্রভুকা লাগা মিঠা।
সগল সমগ্রী একস ঘট মাহি।
অনিক রংগ নানা দৃষ্টাহি।
নউ নিধি অংমৃত প্রভকা নাম।
দেহী মহি ইসকা বিশ্রাম।
শুংন সমাধি অনিহত তহ নাদ।
কহন ন যাই অচরজ বিসমাদ।
তিন দেখিয়া যিস্ আপ দিখায়ে।
নানক তিস্ জন সোঝি পায়ে॥ ১

সাধু সঙ্গের গুণে অন্তরে প্রভুর দর্শন হয়;
এবং প্রভুর নাম মিষ্ট লাগে।
সকল বস্তু সেই একই ঘটের মধ্যে,
যাহা নানা আকারে নানা প্রকার দেখা যায়।
প্রভুর নাম নবনিধি এবং অমৃত স্বরূপ।
মানুষের মধ্যে ইহাঁর বিশ্রাম স্থল।
যখন নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা আসে, এবং অনাহত ধ্বনি শ্রবণ হয়,
তখনকার আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশ করা যায় না।
সেই সে অবস্থা দেখিতে পায়, যাহাকে প্রভু আপনি দেখান।
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে॥১

সো অংতর সো বাহর অনংত।
ঘট ঘট বিয়াপ রহিয়া ভগবংত।
ধরণ মাহি আকাশ পয়াল।
সরব লোক পূরণ প্রতিপাল।
বন তিন পরবত হৈ পারব্রহ্ম।
যৈসি আজ্ঞা তৈসা করম।
পৌন পানী বৈসংতর মাহি।
চার কুংঠ দহদিশৈ সমাহি।
তিসতে ভিংন নহি কো ঠাউ।
গুর প্রসাদ নানক সুখ পাউ॥ ২

সেই অনন্ত প্রভু মানুষের অন্তরে এবং বাহিরে।
ভগবান ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন।
তিনি পৃথিবীতে, তিনি আকাশে, তিনি পাতালে;
তিনি পালক হইয়া সর্ব্বলোক পূর্ণ করিয়া আছেন।
সেই পরব্রহ্ম বনে, তৃণে এবং পর্ব্বতে।
যেরূপ তিনি আদেশ করিতেছেন, সেই প্রকার হইতেছে
তিনি পবনের মধ্যে, জলের মধ্যে এবং অগ্নির মধ্যে।
তিনি চারি ভুবন ও দশদিকে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।
তাঁহা ছাড়া কোন স্থান নাই।
গুরু প্রসাদে নানক আনন্দ লাভ করিতেছেন॥২

বেদ পুরান সিম্মৃতি মহি দেখ।
শশী অর সূর নক্ষত্র মহি এক।
বাণী প্রভকী সভ কো বোলৈ।
আপ অতোল ন কবহু ডোলৈ।
সরব কলা কর, খেলৈ খেল।
মোল ন পাইয়ৈ গুণহু অমোল।
সরব জ্যোত মহি যাকি জ্যোত।
ধার রহিয়ো স্বয়ামী ওত পোত।
গুর প্রসাদ ভরম কা নাশ।
নানক তিন মহি ইহু বিশ্বাস॥ ৩

বেদ পুরণ বা স্মৃতির মধ্যেই দেখ,

অথবা শশী, সূর্য্য ও নক্ষত্রের মধ্যেই দেখ, সকলের মধ্যেই সেই এক পুরুষ বিরাজমান।

সেই প্রভুর বাণীই সকলে বলিতেছে।

তিনি আপনি অতুল; কিছুতেই তিনি দোলায়মান হয়েন না।

সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তিনি এক খেলা খেলিতেছেন।

তাহার মূল্য নির্ণয় হয় না, তিনি অমূল্য গুণনিধি।

সকল জ্যোতির মধ্যে যাঁহার জ্যোতি,

সেই প্রভু, ওতপ্রোত ভাবে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

গুরু প্রসাদে ভ্রম নাশ হয়,

নানকের মনে এই বিশ্বাস॥৩

সংত জনাকা পেখন সভ ব্রহ্ম।
সংত জনাকৈ হিরদৈ সভ ধর্ম্ম।
সংত জনা শুনহি শুভ বচন।
সরব বিয়াপ রাম সংগ রচন।
যিন যাতা তিসকি এহ রহত।
সত বচন সাধু সভ কহত।
যো যো হোয় সোই সুখ মানৈ।
করণ করাবণহার প্রভু জানৈ।
অংতর বসৈ, বাহর ভি ওহি।
নানক দরশন দেখ সভ মোহি॥ ৪

সাধুজন সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন করেন।
সাধুজনের হৃদয় সমস্তই ধর্ম্মময়।
সাধুজন শুভ বচন শ্রবণ করেন।
তাঁহারা সেই সর্ব্বব্যাপী রাম সঙ্গেই বাস করেন।
যিনি রামকে জানিয়াছেন, তাঁহার এইরূপই আচরণ।
তাঁহার বচন সত্য, তিনি যাহা বলেন তাহা মঙ্গলকর।
যাহা যখন হয়, তাহাই তিনি সুখকর বলিয়া জানেন।
কারণ তিনি জানেন যে, সকলই সেই প্রভুর কার্য্য।
অন্তরে সেই প্রভু বিরাজমান, বাহিরেও তিনি।
নানক বলিতেছেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মোহিত হইয়াছেন॥৪

আপ সত, কিয়া সভ সত ।
তিস প্রভতে সগলি উৎপতি ।
তিস ভাবৈ তা করৈ বিসথার ।
তিস ভাবৈ তা একংকার ।
অনিক কলা লখি নহি যায় ।
যিস ভাবৈ তিস্ লয়ে মিলায়ে ।
কবন নিকট কবন কহিয়ৈ দূর ।
আপে আপ আপি ভরপুর ।
অন্তরগত যিস আপ জনায়ে ।
নানক তিস জন আপ বুঝায়ে ॥ ৫

তিনি আপনি সত্যস্বরূপ, তাঁহার সমস্ত কার্য্যও সত্য ।
সেই প্রভু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি ।
তিনি যখন ইচ্ছা করেন, বিশ্ব বিস্তার করেন ।
আবার তিনি যখন ইচ্ছা করেন, সকল একাকার করিয়া দেন ।
তাহার অসংখ্য লীলা, ধারণা করা যায় না ।
যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন, আপনার সহিত মিলাইয়া ল'ন ।
কাহাকে দূরে কহিব, কাহাকেই বা নিকটে কহিব ?
সেই এক প্রভু আপনি সকল স্থানে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন ।
যাহাকে তিনি আপনার অন্তরের ভাব জানান,
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি আপনার প্রভুকে বুঝিতে পারে ॥৫

সরব ভূত আপ বরতারা।
সরব নৈন আপ পেষণহারা।
লগল সামগ্রী যাকা তনা।
আপন যশ আপহি শুনা।
আবন যান ইক খেল বনায়া।
আজ্ঞাকারী কিনী মায়া।
সবকৈ মধ অলিপতো রহৈ।
যো কিছু কহিনা স্থ আপে কহৈ।
আজ্ঞা আবৈ আজ্ঞা যায়।
নানক যা ভাবৈ তা লয়ে সমায়॥ ৬

সকল জীবের মধ্যে তিনি আপনি বর্ত্তমান।
সকল নয়নের তিনি নয়ন।
সকল সামগ্রী তাঁহার শরীর মধ্যে।
আপনার যশ তিনি আপনিই শুনিয়াছেন।
আসা যাওয়া এক খেলা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।
মায়াকে তাঁহার আজ্ঞাকারী করিয়াছেন।
সকলের মধ্যে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।
যাহা কিছু বলিবার, তাহা তিনি আপনিই বলিতেছেন।
তাঁহারই আজ্ঞায় মানুষ আসিতেছে ও যাইতেছে।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে তিনি কৃপা করেন, তাহাকে আবার আপনার মধ্যে আনেন॥৬

শ্লোক। ২৪

পূরা প্রভু আরাধিয়া, পূরা সাকা নাউ।
নানক পূরা পায়া, পূরে কে গুণ গাউ॥ ১

যাঁহার নাম পূর্ণ, সেই পূর্ণ প্রভুর যিনি আরাধনা করেন, নানক বলিতেছেন, সেই সাধক পূর্ণ প্রভুর গুণ গান করিয়া পূর্ণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়েন॥১

অষ্টপদী।

পূরে গুর কা শুন উপদেশ।
পারব্রহ্ম নিকট কর পেখ।
শ্বাস শ্বাস সিমরহু গোবিংদ।
মন অংতরকি উতরৈ চিংত।
আশ অনিত তিরাগহু তরংগ।
সংত জনাকি ধুর মন মংগ।
আপ ছোড় বেনতি করহু।
সাধ সংগি অগনি সাগর তরহু।
হরিধন কে ভর লেহু ভংডার।
নানক গুর পুরে নমসকার॥ ১

পূর্ণ গুরুর উপদেশ শ্রবণ কব ;
পরব্রহ্মকে নিকটে জানিয়া দর্শন কর :
শ্বাসে শ্বাসে গোবিন্দের স্মরণ কর ;
তাহা হইলে মনের চিন্তা দূর হইবে।
অনিত্য আশার তরঙ্গকে ত্যাগ কর।
হে মন, সাধুজনের পদধূলি প্রার্থনা কর।
অহং ত্যাগ কর, মনকে বিনয়ী কর।
সাধু সঙ্গে অগ্নিসাগর উত্তীর্ণ হও।
হরিধন লইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ কর।
নানক বলিতেছেন, পূর্ণ গুরুকে নমস্কার ॥১

ক্ষেম কুশল সহজ আনংদ।
সাধ সংগ ভজ পরমানংদ।
নরক নিবারি উধারহু জীউ।
গুণ গোবিংদ অংমৃত রস পিউ।
চিতি চিতবউ নারায়ণ এক।
একরূপ যাকে রংগ অনেক।
গোপাল দামোদর দীন দয়াল।
দুখ ভংজন পূরণ কিরপাল।
সিমরি সিমর নাম বারংবার।
নানক জীয়কা ইহৈ অধার॥ ২

সাধক মঙ্গল, কুশল ও স্বাভাবিক আনন্দ লাভ করেন।
সাধুসঙ্গে তুমি পরমানন্দ উপভোগ কর।
নরক নিবারণ করিয়া জীবনকে উদ্ধার কর।
গোবিন্দের গুণ গান করিয়া অমৃত রস পান কর।
মনে সেই এক নারায়ণের চিন্তা কর,
যাঁহার রূপ এক এবং লীলা অনেক।
তিনি গোপাল, দামোদর, তিনি দীনের প্রতি দয়াল।
তিনি দুঃখহারী, তিনি সম্পূর্ণ দয়াবান।
হে মন, বারম্বার হরিনাম স্মরণ কর।
নানক বলিতেছেন, জীবনের ইহাই অবলম্বন॥২

উতম শলোক সাধকে বচন।
অমূলীক লাল এহ রতন।
শুনত কমাবত হোত উধার।
আপি তরৈ লোকহ নিসতার।
সফল জীবন সফল তাকা সংগ।
যাক মন লাগা হরি রংগ।
জৈ জৈ শবদ অনাহদ বাজৈ।
শুনি শুনি অনদ করে প্রভু গাজৈ।
প্রগট গুপাল মহাংত কৈ মাথৈ।
নানক উধরৈ তিন কৈ সাথৈ॥ ৩

সাধুদিগের বচনই উত্তম শ্লোক।
তাঁহাদিগের বচন অমূল্য রত্ন।
তাঁহাদের বচন যিনি শুনেন ও সেইমত কার্য্য করেন, তিনি উদ্ধার হইয়া যান।
তিনি আপনি তরিয়া যান এবং জগৎকেও তরান।
তাঁহার জীবন সফল, তাঁহার সঙ্গও সফল,
যাঁহার মন হরি লীলায় লাগিয়া থাকে।
তাঁহার কর্ণে জয় জয় রবে অনাহত শব্দ বাজিতে থাকে।
সেই শব্দ শুনিয়া সুখ পান এবং প্রভুকে দর্শন করেন।
সেই মহাপুরুষের মস্তকে গোপাল প্রকাশিত হন।
নানক বলিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে কত মানুষ তরিয়া যায়॥৩

শারনি যোগ শুনি শরণী আয়ে।
করি কিরপা প্রভ আমি মিলায়ে।
মিট গয়ে বৈর, ভয়ে সভ রেণ।
অংম্রিত নাম সাধ সংগ লৈন।
সুপ্রসংন ভয়ে গুরদেব।
পূরণ হোই সেবক কি সেব।
আল জংজাল বিকার তে রহতে।
রাম নাম শুনি রসনা কহতে।
কর প্রসাদ দয়া প্রভ ধারী।
নানক নিবহি ক্ষেপ হমারী॥ ৪

শরণ লইবার যোগ্য জানিয়া যে তাঁহার শরণ লয়,
প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে আপনার সহিত মিলিত করেন।
তাহার বৈরতা চলিয়া যায়, সে সকলের রেণু হইয়া যায়।
অমৃত নাম সে সাধুর নিকট গ্রহণ করে।
গুরুদেব সুপ্রসন্ন হইলে,
সেবকের সেবা পূর্ণ হয়।
বিষয় জঞ্জাল এবং মনোবিকার দূর হয়।
রাম নাম শ্রবণ করিয়া রসনা তাহাই বলিতে থাকে।
দয়া-ধারী প্রভু দয়া করেন।
নানক বলিতেছেন, এই যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে॥৪

প্রভকি উসততি করহু সংতমতী।
সাবধান একাগর চিতি।
সুমথণী সহজি গোবিংদ গুন নাম।
যিস মন বসৈ সু হোত নিধান।
সরব ইচ্ছা তাকি পূরণ হোয়।
প্রধান পুরষ পরগট সভ লোয়।
সভতে উচ পায়ে অস্থান।
বহুর ন হোবৈ আবন যান।
হরি ধন খাট চলৈ জন সোয়।
নানক যিসহি পরাপত হোয় ॥ ৫

হে সাধক! প্রভুর স্তুতি গান কর;
সাবধান এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া স্তুতি কর।
সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া সহজ ভাবে গোবিন্দগুণ গান কর।
যাঁহার মনে হরিনাম, সে কৃতার্থ হইয়া যায়;
তাহার সকল বাসনা পূর্ণ হয়।
সে সাধক সমস্ত লোকে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।
সে সকলের উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়।
তাহাকে আর আসা যাওয়া করিতে হয় না।
হরিধন সঞ্চয় করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, সেই সৌভাগ্যবান, যে এরূপ অবস্থা লাভ করে॥৫

ক্ষেম শান্তি রিধি নব নিধি।
বুদ্ধি গিয়ান সরব তহ সিদ্ধি।
বিদিয়া তপ যোগ প্রভ ধিয়ান।
গিয়ান শ্রেষ্ঠ উতম ইসনান।
চার পদারথ কমল প্রগাশ।
সভকৈ মধ সগল তে উদাশ।
সুংদর চতুর ততকা বেতা।
সমদরশী এক দৃষ্টেতা।
এহ ফল তিস জনকৈ মুখভনে।
গুর নানক নাম বচন মন শুনে॥ ৬

মঙ্গল, শান্তি, রিদ্ধি এবং নবনিধি।
বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সর্ব্বসিদ্ধি, এ সকল তাঁহাতেই রহিয়াছে।
ব্রহ্মবিদ্যা, তপস্যা, যোগ, প্রভুর ধ্যান,
ব্রহ্মজ্ঞান, উত্তম স্নান,
চারি পদার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ, এবং হৃদয় পদ্ম বিকশিত হওয়া,
সকলের মধ্যে থাকিয়া সকল হইতে নির্লিপ্ত হওয়া,
সুন্দর চতুর তত্ত্ববেত্তা হওয়া,
সমদৃষ্টি হইয়া একের প্রতি দৃষ্টি রাখা,
এই সকল ফল সেই ব্যক্তিই লাভ করে,
নানক বলিতেছেন, যে মুখে হরিনাম করে, এবং কর্ণে তাঁহার নাম শুনে ॥৬

এহু নিধান জপৈ মন কোয় ।
সভ যুগ মহি তাকি গত হোয় ।
গুণ গোবিংদ নাম্ ধুন্ বাণী ।
সিমৃত শাস্ত্র বেদ বখাণী ।
সগল মতাংত কেবল হরিনাম ।
গোবিংদ ভগত কে মন বিশ্রাম ।
কোট অপরাধ সাধ সংগ মিটৈ ।
সংত কৃপা তে যম তে ছুটৈ ।
যাকৈ মসতক করম প্রভ পায়ে ।
সাধ শরণ নানক তে আয়ে ॥ ৭

এই নাম ধন যে ব্যক্তি মনোমধ্যে জপ করে,
সকল যুগেই তাহার গতি হয় ।
গোবিন্দের গুণগান এবং তাঁহার নামের ধ্যান ও স্তুতি,
সকল স্মৃতি-শাস্ত্র এবং বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে ।
সকল শাস্ত্রের সার হরিনাম ।
ভক্তের গোবিন্দ ভজনই শান্তি ।
সাধুসঙ্গে কোটি অপরাধ চলিয়া যায় ।
সাধু কৃপাতে যম ভয় দূর হয় ।
যাহার কপালে এই সৌভাগ্য লেখা আছে,
নানক বলিতেছেন, সেই ব্যক্তি সাধুর আশ্রয় লাভ করে ॥৭

যিস মন বসৈ শুনৈ লায় প্রীত।
তিস জন আবৈ হরি প্রভু চিত।
জনম মরণ তাকা দুঃখ নিবারৈ।
দূর্লভ দেহ তৎকালে উধারৈ।
নিরমল শোভা অংম্রিত তাকি বাণী।
এক নাম মন মাহি সমানী।
দুখ রোগ বিনশৈ ভৈ ভরম।
সাধ নাম নিরমল তাকৈ করম।
সভতে ঊচ তাকি শোভা বণী।
নানক এহু গুণ নাম সুখমণী॥ ৮

যাহার মনে হরিনাম বসিয়া গিয়াছে এবং যে প্রীতমনে হরি নাম শ্রবণ করে,
তাহার হৃদয়ে হরি প্রভুর আবির্ভাব হয়।
জন্ম মরণের দুঃখ তাহার নিবারণ হয়।
তাহার এই দুর্লভ মানব দেহ উদ্ধার হইয়া যায়।
তাহার শোভা নির্ম্মল হয়, তাহার বাণী অমৃতময় হয়,
যাহার হৃদয়ে সেই একের নাম প্রবেশ করিয়াছে।
তাহার দুঃখ, রোগ, ভয়, ভ্রম সমস্ত নাশ হইয়া যায়।
তাহার নাম "সাধু" হয়, তাহার কার্য্য নির্ম্মল হয়।
তাহার শোভা সকলের উচ্চ স্থান লাভ করে।
নানক বলিতেছেন, সুখদায়ক নামের এমনই গুণ॥৮

"সুখমণী গ্রন্থ সমাপ্ত"।